'শাপর্ণা' সর্ব ভারতীয় শাড়ী, কুর্তি, প্রভৃতির খুচরো এবং পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র (AC Show Room)
[কেনাকাটার সাথে পুরী যাতায়াতের দুটি ফ্রি ট্রেন টিকিটের সুযোগ। * শর্তাবলী প্রযোজ্য]
ঠিকানা
৩৮৯, রাণী রাসমণি বাগান,
সন্তোষপুর, যাদবপুর, কোলকাতা-৭০০ ০৭৫
মোবাইল : ৯৬৭৪৩৬২৯৫৪
(হোয়াটস অ্যাপ)/৮০১৭৮২৬১৩৮

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ৩০ চৈত্র – ৬ বৈশাখ, ১৪২৫ ঃ ১৪ এপ্রিল – ২০ এপ্রিল, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 25, 14 April - 20 April, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আসানসোল-রাণিগঞ্জ জাতীয় মানবাধিকার

কমিশনের তদন্তকারী দল আসছে তথ্যানুসন্ধানে। এর আগে স্বরাষ্ট্রসচিব ও ডিজির কাছে রিপোর্ট চেয়েছিল কমিশন। বোঝা যাচ্ছে আসানসোল কাণ্ড সহজে ছাড়তে রাজি নয় কেন্দ্র।

রবিবার : ফের গাড়ি হামলার বলি ইউরোপ। জার্মানির মুয়েনস্টার

শহরে ভিড়ের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে তিনজনকে হত্যা করেছে আততায়ী। এর আগে ২০১৬ সালে বার্লিনে খুন হয় ১২ জন। জঙ্গি যোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সোমবার : সিবিএসই বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় অর্থনীতির

প্রশ্ন ফাঁসের মূল কেন্দ্র বলে চিহ্নিত হচ্ছে হিমাচল প্রদেশ। সেখানকার এক স্কুল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দিল্লির রাস্তায় আছড়ে পড়ছে পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভ।

মঙ্গলবার : হিমাচলের কাংড়া জেলার নুরপুরে খাদে স্কুলবাস পড়ে

মৃত্যু হল ২৭ জন স্কুল পড়ুয়া সহ ৩০ জনের। পিছলে পড়ে ১৫০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় বাসটি। আটকে যায় মাঝামাঝি।

বুধবার : রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন। চলছে ব্যাপক

গুণ্ডাবাজি। সাংবাদিকরাও আক্রান্ত। তার মধ্যে মনোনয়ন পেশের সময় একদিন বাড়িয়ে দিয়েও ডিগবাজি মেরে পরদিনই তা প্রত্যাহার করে নজির সৃষ্টি করল রাজ্যের নির্বাচন কমিশন।

বৃহস্পতিবার : তুলো চাষে মার খেয়ে ঋণের ভার সহ্য করতে

না পেরে আত্মহত্যা করলেন মহারাষ্ট্রের এক কৃষক। পোকা লেগে তুলো চাষে সর্বস্বান্ত হওয়া কৃষক আঙুল তুলেছেন কেন্দ্রের দিকে।

শুক্রবার : সন্ত্রাসের অভিযোগে বিজেপির দায়ের করা মামলার

প্রেক্ষিতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে আগামী ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কমিশনের রিপোর্ট পেলে ফের সিদ্ধান্ত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

আজাদহিন্দের শিক্ষাই আজ ভরসা

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

শিক্ষাও নেয়নি, স্বীকৃতিও দেয়নি এদেশের নানা বর্ণের নানা মতের সরকার। অথচ প্রত্যেকেই জাতীয়তাবাদী কিংবা দেশপ্রেমিক-এর দাবিদার, কখনও কখনও কার্যকারণে স্থান বিশেষের ফেরিদারও হয়ে ওঠেন তারা। গদির তাড়নায় এবং ইতিহাসকে বিকৃত করতে 'স্বাধীনতার স্বাদ' পূর্ণমাত্রায় লুটেপুটে নিতে কমনওয়েলথ-এর আনুগত্যে নেতাজি ও আজাদহিন্দকে যারা ব্রাত্য করে ছিলেন জ্ঞানে বা অজান্তে তারা বিষবৃক্ষের উদ্যান রচনা করে গিয়েছিলেন।

যে জাতধর্ম নিয়ে ভারতকে তিন টুকরো করা হয়েছিল সেই সমস্যার সমাধান আজও হয়নি এবং হবেও না যদি না সংবিধান ও রাজনীতিকদের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না ঘটে। রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হয়েছিল। সে দেশে তাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান দিয়েছে। এমন কী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ভারতীয় ব্যক্তিদেরও নানা ভাবে স্বীকৃতি সংবর্ধনা দিয়েছে। সে দেশের পাঠ্যক্রম কিংবা সাহিত্য সংস্কৃতিতে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চত্বরে নানা ভাস্কর্যে স্মরণ করা হয় মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে। এবছরই প্রথম নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালিত হল বাংলাদেশের আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র শাহবাগ চত্বরে সুফিয়া কামাল মিলয়াতনে। উপস্থিত ছিলেন সে দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী ও ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হর্ষবর্ধন শ্রিংলা মহাশয়। দুই দেশের জাতীয় সংগীতের সুরে অনুষ্ঠান শুরু হয়। নেতাজি ও বঙ্গবন্ধুর নানা আবেগঘন প্রসঙ্গ উঠে আসে। প্রতিবেদকের সৌভাগ্য হয়েছিল বিদেশের মাটিতে প্রথম দেশপ্রেম দিবসে অংশগ্রহণ করার। কিন্তু মানসিকভাবে নিজের স্বদেশের ভূমিকায় লজ্জিত হতে হয়েছে। এদেশ আজও সরকারি ভাবে নেতাজি ও আজাদহিন্দকে সম্মান

আজাদহিন্দ সৈন্য বার্মা অতিক্রম করে ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। ১৯৪৪ সালের ২১ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানাচ্ছেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। অপ্রকাশিত এই ছবি লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নেওয়া।

জানায়নি, রাষ্ট্রীয় উপেক্ষার অভিশাপে আগামী দিনে আর কোনও দেশপ্রেমিক 'বীর সুভাষ' এদেশে কী আর আসবে! একদা জাতীয় কংগ্রেসের নেহেরু ঘনিষ্ঠ কৃষ্ণ কৃপালিনী এক বে-ফাঁস মন্তব্য করে পদ খুইয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন জাতীয় কংগ্রেস গত ৬৩ বছরে যা করতে পারেনি, সুভাষবাবু মাত্র তিন বছরেই তা সম্ভব করেছিলেন। অর্থাৎ হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-ইশাই-মুসলমান সমস্ত ভেদাভেদ তিনি ভারতমায়ের পূজার অভিষেকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। যে যার নিজস্ব ধর্ম সংস্কৃতি সংস্কার বজায় রেখে তারা দেশকে ভালবেসে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। আজাদ হিন্দ-এর নিজস্ব আইন সংবিধান ছিল অতুলনীয়। ভারতভূমিতে অধিকৃত বিশাল এলাকার স্থানীয় জন প্রশাসন ব্যবস্থার নিখুঁত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন মনে করিয়ে দেয় একদা সুভাষচন্দ্র আইসিএস-এ চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলেন। শিক্ষা, চিকিৎসা, মিলিটারি ট্রেনিং, নার্সিং, আর্থিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সব দিক দিয়েই অনন্য আজাদ হিন্দ। যোগাযোগের ভাষা হিসাবে রোমান হরফে হিন্দুস্থানী প্রচলন করেছিলেন। অনেকটা ইংরাজি হরফে বাংলায় লেখা ফেসবুক বার্তার মতো। সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন আজাদহিন্দ এর রাষ্ট্রপ্রধান ও আজাদহিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক। দেশবাসীর অতি পরিচিত চরকা শোভিত ত্রিবর্ণ পতাকা আজাদহিন্দ সরকার মণিপুর, শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপে উত্তোলন করেছিলেন। উল্লেখ্য আজাদহিন্দ ফৌজ এর বিজয় পতাকা ছিল ব্যাঘ্রলাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা। নেতাজিকে যাঁরা স্বৈরতান্ত্রিক, দেশদ্রোহী জাপানের অমুকতমুক বলতেন তাঁদের চিন্তা চেতনার দৈন্যতা আজ ভারতের সামজিক-রাজনৈতিক গঠনকে দুর্বল করেছে।

আজাদহিন্দ-এর দেশপ্রেম ভারতের আইকন হয়ে উঠতে পারত। ১৪ এপ্রিল হত প্রকৃত বিজয় দিবস আর ২১ অক্টোবর হত দেশের স্বাধীনতা দিবস। ১৫ আগস্ট দেশভাগের এক কলঙ্কজনক শোকবহ দিন হিসাবে ইতিহাসে চর্চিত হওয়া উচিত।

আজাদ হিন্দ মডেল এদেশ গ্রহণ করতে পারেনি। ব্রিটিশ প্রভুত্ববাদের অনিবার্য প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে। কিন্তু নেহেরু আমল থেকে প্রবর্তিত ভারতরত্ন, (যিনি জীবিতকালেই নিয়ে ছিলেন), পরম শৌর্যপদক ইত্যাদি প্রবর্তন আজাদহিন্দের সেবক-ই হিন্দ, সর্দার হি-হিন্দ ইত্যাদি মডেলে অনুকরণ মাত্র। যেমনটা কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রের প্ল্যানিং কমিটির আজকের নামকরণ নীতি আয়োগ। শুধু নেতাজিকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠা।

এরপর পাঁচের পাতায়

খবরের জের

কর্মবিরতি তুলতে আইনমন্ত্রীর অনুরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবীদের দীর্ঘ কর্মবিরতিতে সাধারণ মানুষের বিচারের অধিকার হারানোর ব্যথা গত শনিবার উঠে এসেছিল আলিপুর বার্তা পত্রিকার প্রথম পাতার প্রথম শিরোনামে। বলা হয়েছিল মানুষের বিচার বঞ্চনা সত্ত্বেও প্রশাসনের নির্বিকার চিত্তের কথা। দুদিন পর গত মঙ্গলবার মানুষের যন্ত্রণা লাঘব করতে নড়ে বসল রাজ্য সরকার। আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক বার কাউন্সিল, বার লাইব্রেরি এবং ইনকর্পোরেটেড ল সোসাইটিকে নিয়ে আলোচনায় জানিয়েছেন যেহেতু পাঁচ বিচারপতি নিয়োগে সম্মতি মিলেছে তাই অবিলম্বে কর্মবিরতি তুলে নেওয়া উচিত। আইনজীবীদের প্রতিনিধিরা অবশ্য বিচারপতি পেলে তাদের কাজ শুরু করতে আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন। সকলেই আশা করছেন ১৮ তারিখের পর আইনজীবীরা আর কর্মবিরতি বৃদ্ধি করবেন না। আইনমন্ত্রীর ভূমিকায় জনগণ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আশা করছেন এবার তাদের যন্ত্রণা কিছুটা হলেও লাঘব হবে।

বিক্ষুব্ধের লড়াই হাত প্রতীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায় বহু বার দলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে দলের পুরোনো কর্মীদের নিয়ে চলতে হবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ২০০৮--২০১৩ সাল পর্যন্ত সুখেন খেলুয়া জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এরপর আসনটি মহিলা হয়ে যাওয়ার দরুণ আসনটি ছেড়ে দিতে হয়। এখানে সুখেন বাবু ওই আসনটি নিজের স্ত্রী কে দিতে পারতেন।কিন্তু দেননি বলেই দাবি করেন। সুখেন বনহুগলি বলরামপুরে মন্মথনাথ বিদ্যামন্দির স্কুলে একজন ক্লার্কের চাকরি করতেন।।১৩ সালের পর থেকে সুখেনবাবু তৃণমূলের বিভিন্ন মিটিং মিছিলে যোগদান করতেন এবং দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সোনারপুর (উত্তর) বিধানসভা থেকে জেলা পরিষদে টিকিটের জন্য আশা করেছিলেন সুখেন খেলুয়া। সুখেন বাবু বলেন এ বিষয়ে পার্থবাবুকে এসএমএস করেছিলাম কিন্তু

সোনারপুর

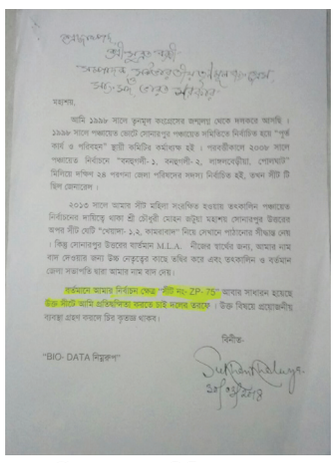

প্রার্থী হতে চেয়ে চিঠি সম্পাদককে।

পার্থবাবু বলেন, তুই কবে জেলা পরিষদের সদস্য ছিলিস ? সুখেনের উত্তর- আমি ছিলাম কিনা সরকারি নথি কথা বলবে। এছাড়া চিঠি পাঠিয়েছিলেন সুব্রত বক্সী, মন্ত্রী ও মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে ফোন করেছিলেন জেলা পরিষদের কর্মধক্ষ্য আবু তাহের। চিঠি দেন তৃনমুল ভবনে, দরবার করেন কালীঘাটে খোদ সুপ্রিমোর কাছে। শেষপর্যন্ত মনের দুঃখে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ সদস্য সুখেন খেলুয়া কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি বলেন সোনারপুর উত্তর বিধানসভার বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম ও তার স্বামী কাউন্সিলর রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পরিষদ সদস্য নজরুল আলি মন্ডল এরা দুজনেই সোনারপুরে খেয়াদহ অঞ্চলে জলা জমি ভরাট করে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলছে। বহু সম্পত্তি ও কয়েক খানা গাড়ি কিনে ফেলেছে ইতিমধ্যে। এই দুর্নীতির ব্যাপারে তৃণমূল ভবনে চিঠি দিলে ফোন যেতো নজরুল আলি মন্ডলের কাছে। নির্দেশ আসতো টেবিল থেকে চিঠি সরিয়ে ফেলতে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বেহাল রাস্তা এগিয়ে নির্দল প্রার্থী

অরিন্দম রায়চৌধুরী : গ্রামের নাম মালিয়াকুর। বারাসত-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গ্রামটি বর্তমানে তৃণমূলের দখলে। ১৫৭০ ভোটার বিশিষ্ট এই গ্রামে এবারে মোট প্রার্থীর

মালিয়াকুর, উঃ ২৪ পরগনা

সংখ্যা পাঁচজন। তৃণমূল ছাড়াও এখানে ভোটে দাঁড়িয়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লক ও তিন নির্দল প্রার্থী। ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে যতগুলো গ্রাম আছে, তার মধ্যে জয়ের ব্যবধানে এটি দ্বিতীয় হলেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবথেকে পিছনের সারিতে। এবারে আসনটি মহিলা সংরক্ষিত। বামফ্রন্টের আমল থেকেই এলাকায় কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়নি। বর্তমান শাসকদলের পক্ষ থেকে বিগত নির্বাচনের আগে উন্নয়নের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, জয়ের পর কোনও প্রতিশ্রুতিই রাখা হয়নি বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। এ কারণে এবারের এতগুলি নির্দল প্রার্থী। যা এর আগে কখনও হয়নি বলে উল্লেখ করেন স্থানীয় সূর্য সংঘ ক্লাবের সম্পাদক সাফিক আলি ওরফে বক্কার। বাসিন্দাদের অভিযোগ, গ্রামের প্রধান রাস্তাটি এখনও মাটির। অল্প বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে দই ঘোলা হয়। নিকাশি ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। একারণে জমা জল নিষ্কাশন হয়না।

এরপর পাঁচের পাতায়

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

ভোল বদলে গেল সাফল্যের

এগারোয় বাংলা দখল, তেরোয় গ্রামবাংলা। তৃণমূলের এগারো-তেরোর সাফল্য এসেছিল বদলাবার বাসনায়। মা-মাটি-মানুষের উন্নয়ন তখনও সেভাবে জমে ওঠেনি। আঠারোয় গ্রামবাংলা দখলের সুযোগ এল তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের অশ্বমেধ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। ইতিমধ্যে বদলে গেছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। এল বিনি পয়সার চিকিৎসার সঙ্গে সস্তা দরের ওষুধ, পড়ুয়াদের জন্য সাইকেল-জুতো-ব্যাগ, ঝাঁ চকচকে আলোকিত রাস্তাঘাট, বিপদগ্রস্ত কৃষকদের জন্য কর ছাড়- ক্ষতিপূরণ, শিল্পীদের সম্মান ভাতা-পরিচয় পত্র, হস্তশিল্পী-পটুয়াদের জন্য আধুনিক বিপণন। এল যুবশ্রী, নির্মল বাংলা, বঙ্গভূষণ, প্রসূতি পালন, বিয়োগ ব্যাথার সমব্যথী। বিশ্বজয় করে এল কন্যাশ্রী। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সর্বস্তরে মানুষের পাশে দাঁড়াতে নানা প্রকল্প রচনা করেছেন তৃণমূল নেত্রী। প্রায় ৪০০ বার জেলায় জেলায় ছুটে গেছেন তাঁর প্রকল্পের নজরদারিতে। বাংলার বিরোধীরা উন্নয়নের আঁচেই পুড়ে যাওয়ার উপক্রম। তাই এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের জয় ছিল প্রত্যাশিত, সন্দেহাতীত।

কিন্তু তৃণমূল নেত্রী সম্ভবত বুঝতে পারেন নি তাঁরই অন্ধ স্নেহে দলে জায়গা করে নিয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষবাষ্প। যখন বুঝলেন তখন দেরি হয়ে গেছে। ততদিনে জেঁকে বসেছে এলাকা দখলের সশস্ত্র প্রতিযোগিতা। দলের মঞ্চ থেকে বললেন অন্তর্কলহ বরদাস্ত করবে না দল। প্রশাসনিক ও দলীয় বৈঠকে নেতা নেত্রীদের ধমক দিয়ে একসঙ্গে চলার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু কাজে এল না। গ্রামবাংলায় নির্বাচনের সম্ভাবনা যত এগুলো ততই বাড়তে থাকল পঞ্চায়েত দখলের হার্মাদি লড়াই। তৃণমূল নেত্রী সহ দলের শীর্ষ নেতারা বুঝতেই পারলেন না তাঁদেরই অজান্তে নিজেদের হাত থেকে দলের রাশ চলে গিয়েছে অনুব্রতপন্থীদের হাতে। এলাকায় এলাকায় চালু হয়ে গেল মূল তৃণমূল-যুব তৃণমূলের লড়াইয়ের জনপ্রচার। পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা হতেই সম্ভাবনা বিস্ফোরণে পরিণত হল। শুধু নিজের গোঁজ প্রার্থী নয়, কোপ পড়ল বিরোধীদের উপরও। বাংলা এই প্রথম দেখল প্রকাশ্য মনোনয়ন সন্ত্রাস। পুরো প্রক্রিয়াটার দখল নিল জেলার অনুব্রতরা। যে সংবাদ মাধ্যম ছিল মনোনয়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সেই সাংবাদিকরাই আক্রান্ত হলেন, পথে নামলেন।

অর্থাৎ যে নির্বাচনের নির্যাসে মিশে থাকার কথা ছিল উন্নয়ন সাফল্যের রূপ-রস-গন্ধ তাই ভোল বদলে হয়ে গেল সন্ত্রাসের নামান্তর। পরিবর্তনকামী বুদ্ধিজীবীরা যখন ফের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পথে নামছেন তখন 'বদলা নয়, বদল চাই' স্লোগানের উদ্গাতা মমতা বলছেন 'কিস্যু' হয় নি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভবিষ্যত এখন আদালতের হাতে। কিন্তু তৃণমূলের ভবিষ্যত কি অনুব্রতদের হাতে? মানুষের মনে এই প্রশ্ন এখন তোলপাড় করছে। এখনও বিশ্বাস হয় না মমতা অনুব্রত লাইনের সমর্থক। এরপর কি তাহলে মমতা তৃণমূল আর অনুব্রত তৃণমূলের দ্বৈত দলের আবির্ভাব ঘটবে?

রাস্তায় নেমে সাংবাদিকদের প্রতিবাদ। ছবি: অরুণ লোধ

আসনের চেয়ে প্রার্থী বেশি

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং: ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে আসন সংখ্যার থেকে প্রার্থী সংখ্যা অধিক দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং মহকুমায়।

১)বাসন্তী ব্লক -গ্রাম পঞ্চায়েত সংখ্যা ১৩ /সংসদ ২৩১/মোট প্রার্থী ৫৮০ জন।

টিএমসি-২২২/বিজেপি ১২১/সিপিআইএম ১৪/কংগ্রেস ১২/আরএসপি ১২/আইএনডি৯৯।... পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন ৩৯/মোট প্রার্থী১১৭/টিএমসি ৫৫/বিজেপি ২৮/সিপিআইএম ২/কংগ্রেস ৬/আরএসপি ১৫/আইএনডি ১১।।

২))ক্যানিং ১ নং ব্লক-গ্রামপঞ্চায়েত

ক্যানিং

সংখ্যা ১০/সংসদ সংখ্যা ১৯৬/মোট প্রার্থী ৫২৩/তৃণমূল ২৭২/বিজেপি ১০১/সিপিআইএম ৩৯/কংগ্রেস ৩৪/ফরওয়ার্ডব্লক৩/আরএসপি১/অন্যান্য ১৭/আইএনডি৫৬।

পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন ২৯/মোট প্রার্থী ৮৪/টিএমসি ৪২/বিজেপি ২০/সিপিআইএম ১০/কংগ্রেস ৩/ফরওয়ার্ডব্লক ১/আইএনডি ৫/অন্যান্য ৩।।

৩))ক্যানি ২নং ব্লক গ্রামপঞ্চায়েত ৯/মোট আসন ১৪৬/মোটপ্রার্থী ১৫০/টিএমসি ১৫০।

পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন ২৭/মোট প্রার্থী ২৭/টিএমসি ২৭।।

এরপর পাঁচের পাতায়

বেলাগাম কর্মীতে দিশেহারা নেতৃত্ব

দেবাশিস রায় ● কাটোয়া

মাত্র ২০ বছরেই দলটার এত অধঃপতন! দলেতো এখন জমির দালাল, ক্রিমিনাল, গুণ্ডাবাজ, মাফিয়াদের রাজ চলছে। তাই এই তৃণমূল কংগ্রেসে আমাদের আর কোনও ঠাঁই নেই। এই তৃণমূল কংগ্রেস আর সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও আছে কিনা সেনিয়েও ভাবতে হচ্ছে। গ্রামবাংলার আনাচকানাচে এখন আদি তৃণমূলীদের মুখে মুখে এই কথাগুলিই ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য বিরোধীদের মনোনয়নপত্র পেশকে বাধা দিতে রাজ্যজুড়ে শাসকদলের মাসলম্যানরা যেভাবে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল তা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না তৃণমূল কংগ্রেসের আদি নেতৃত্ব। মা-মাটি-মানুষএর সরকারের আমলে এধরনের নৈরাজ্যে সৃষ্টি হওয়ায় চরম ব্যথিত ওই সব আদি নেতৃত্ব। তাঁরা এজন্য সর্বাগ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকেই দায়ী করছেন। এমনকী, উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য দলীয় সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেও তাঁরা আঙুল তুলতে ছাড়ছেন না। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, নিজের দলের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। যে কারণেই তৃণমূল কংগ্রেসের অধপতন শুরু হয়েছে। ক্ষমতালোভী একশ্রেণীর নেতাদের বেপরোয়া মনোভাবের কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং নিজের দলের মধ্যেই ধীরে ধীরে কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন বলে গ্রামবাংলার একসময়ের পোড় খাওয়া তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের বদ্ধমূল ধারণা। এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই তৃণমূল কংগ্রেস দলটা শেষ হয়ে যাবে বলেও তাঁরা মনে করছেন।

প্রবল দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিএমের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের জন্য জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলাকে কেন্দ্র করে নিজের দল জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গেই কংগ্রেস ত্যাগ করেন সুব্রত বক্সী, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মুকুল রায়, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন মিত্র প্রমুখ। প্রয়াত কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর অত্যন্ত স্নেহধন্যা ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই রাজীব জমানায় মমতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু, এই মন্ত্রীত্বের স্বাদে তিনি মজে থাকতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন রাজ্যের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে থাকা সিপিএম তথা বামফ্রন্ট পরিচালিত সরকারকে উৎখাত করতে। সেই কারণে প্রবল পরাক্রমশালী সিপিএমের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন চলছিল। তিনি তখন প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী রূপে সিপিএমের বিরুদ্ধে একের পর এক আন্দোলন সংগঠিত করতে করতে অত্যন্ত জনপ্রিয় নেত্রী হয়ে ওঠায় প্রদেশ কংগ্রেসের একশ্রেণীর নেতৃত্বের চোখ কপালে ওঠে। এমনকী, দলের মধ্যেই মমতার গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রদেশ কংগ্রেসের সভানেত্রীর পদে তাঁকে বসানোর জন্য দলীয় নেতৃত্বের একাংশ রীতিমতো আদাজল খেয়ে উঠেপড়ে লেগেছিল। আর এতেই ক্ষমতালোভী দলীয় নেতৃবৃন্দ প্রমাদ গুনতে শুরু করেন। সেই সময় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন সোমেন মিত্র।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 25, 14 April - 20 April, 2018

বুল–বেয়ারদের লুকোচুরিতে অস্থির লগ্নিকারীরা

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

শেয়ার বাজার যে একটু একটু করে ওপরের দিকে মুখ তুলতে চাইছে তা গত লেখায় পরিস্কার করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য, সেই আন্দাজ আরও জোরদার হল বিগত সপ্তাহে। এখন দেখার কতদিন এই ইতিবাচক আবহ বজায় থাকে অর্থবাজারে। কারণ এর আগেও বহু র‍্যালি ভুল প্রমাণিত করেছে ট্রেডারদের। সাময়িক বৃদ্ধির পর হঠাৎ করেই গোত্তা মেরে তলিয়ে গিয়েছে কারেকশনের অন্তরালে। এবারেও তেমন কোনও ফলস র‍্যালি হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছু সপ্তাহ। বিশেষজ্ঞরা যেমন বাজারের সাম্প্রতিক গতিবিধি ও কারেকশন সম্পর্কে দুভাগে বিভক্ত। একটা বড় অংশ যেমন মনে করছে ১০ হাজারের মোক্ষম জায়গা থেকে নিফটি যখন সাপোর্ট নিতে সক্ষম হয়েছে তখন তার পক্ষে আর পিঠটান দেওয়া সম্ভব নয়। আর অন্য অংশটি আবার মনে করছে, এখনও কারেকশনের জন্য কিছু জায়গা বাকি আছে। তাঁদের কথানুযায়ী নিফটির চূড়ান্ত সাপোর্টের জায়গাটা ৯৭০০–৯৫০০। এই জায়গায় আসতে না পারলে বাজারের পক্ষে কিছুতেই থিতু হওয়া সম্ভব নয় বলেই তাঁদের অভিমত। সেক্ষেত্রে অস্থিরতা থেকেই যাবে। যার পরিণামে খানিকটা ওপরে গিয়ে ফের নিচে আসার প্রবণতা তৈরি হবে। আর এই ভোলাটাইল বাজারে কাজ করা একরকম অসম্ভব হয়ে উঠবে রোজকার ট্রেডারদের জন্য। বেশ কিছুদিন বা বলা ভালো বেশ কয়েক মাস টালবাহানা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা হবে জোরদার।

এমনিতে এই বাজারের চাল বা মতিগতি বোঝা যে কোনও বিশেষজ্ঞের কম্ম নয় সেটা বোধহয় সবাই বোঝেন। তার ওপর কারেকশনের অব্যবহিত পরে এখন যে জায়গায় চলে গিয়েছে ভারতের শেয়ার বাজার তাতে আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। যাঁরা পথ বাতলে দেন বাজারের তাঁদের এই বিভাজনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই ধরনের আবহে নানা ঘটনা–প্রতি ঘটনা ঘটতেই থাকে অহরহ, যা চমকে দেয় সাধারণ লগ্নিকারীদের। এমতাবস্থায় নিফটি সম্পর্কে চালু দুটি ভবিষ্যতবাণী হল, হয় নিফটি ১০ হাজারকে বেস ধরে আপাতত আরও ওপরে উঠবে। আর না হলে ব্যাক গিয়ার দিয়ে বড়সড় কারেকশন বৃত্তে প্রবেশ করবে। এই দ্বিতীয় মত পোষণকারী অংশের মতে ভারতের শেয়ার বাজারে গত ৫–৬ মাসে যা উত্থান হওয়ার সবটাই হয়ে গিয়েছে। এবার উলট পুরাণের পালা। টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আপাতত ৯৫০০ হচ্ছে বড় সাপোর্ট। এই জায়গাটা ভেঙে বাজার যদি ক্রমাগত বন্ধ দিতে থাকে তবে অচিরেই ৯ হাজার ভেঙে দিতে পারে নিফটি। সেক্ষেত্রে ৮৬০০ চলে আসাটাও অসম্ভব নয়।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন এই ৯ হাজারের নিফটি ২০১৬ সালে প্রায় ২৫ শতাংশ কারেকশন করে ৬৮০০ তে এসেছিল। এত বড় মাপের কারেকশন হওয়ার মতো জমি হয়তো এখন প্রস্তুত নেই। বরং বুলদের পার্টি ভেস্তে দেওয়া এখন রীতিমতো অসম্ভব। সেক্ষেত্রে নিফটি তার ডিএমএ অক্ষুন্ন রেখে রেখে আরও একবার ১১ হাজারের কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছে যেতেই পারে। তারপর টেকনিক্যালস চিত্রে দেখা যাচ্ছে একটা বড় রেজিস্ট্যান্স। সেই জায়গায় গিয়ে হয়তো বড়সড় ধাক্কার মুখে পড়তে হবে সূচককে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা যেভাবে চলছে তাতে এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত বেশি করে পাওয়া যাচ্ছে।

যদিও গড়পরতা লগ্নিকারীর ভাবনাকে মিথ্যা করাই যেন এই বাজারের নিয়মরীতি হয়ে আসছে। এই ট্র্যাডিশন চলছে যুগ যুগ ধরে। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত নেতিবাচক চিন্তা যখন শুরু হয়েছিল এই বাজারে তখনই পাশা পালটাতে আরম্ভ করে। এখন আবার রিভার্স গেম যেন শুরু হয়েছে জোরদার মেজাজে। হয়তো সাধারণ ট্রেডারদের বোকা বানানোর পর্ব (পড়ুন ফাঁসানো) শেষ হলেই আবার দাঁত–নখ খিচিঁয়ে আক্রমণ শুরু করবেন বেয়ারা। আর তাতে বিদেশিদের বিক্রি যে একটা বড় ইন্ধন জোগাবে তা বোধহয় আর বলার প্রয়োজন নেই। বিদেশিদের বিক্রির পালটা যে কেনার বহর গত এক–দেড় বছর ধরে দেখিয়ে আসছেন ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ডগুলি তা কতদিন স্থায়ী হবে সেটা নিয়েও চিন্তা দানা বাঁধছে।

রাজ্যে ৫৭৭৮ গ্রামীণ ডাক সেবক

নিজস্ব প্রতিবেদন : পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ৫,৭৭৮ জন গ্রামীণ ডাক সেবক নিয়োগ করবে ভারতীয় ডাক বিভাগ। পুরুষ–মহিলা উভয়ই আবেদন করতে পারেন। নিয়োগ হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল পোস্টাল সার্কেলের বিভিন্ন ডিভিশনে– ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার, মেল ডেলিভারার, মেলম্যান, প্যাকার এবং স্ট্যাম্প ভেন্ডর পদে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতেও ডাক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দেশজুড়ে গ্রামীণ ডাক সেবক নিয়োগের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। উল্লেখ্য, পুরনো বিজ্ঞপ্তি নম্বর RECTT/R-100/NLINE/GDS/VOL-III অনুসারে ৪,৯৮২টি শূন্যপদে নিয়োগের প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে এবং নতুন বিজ্ঞপ্তিতে আরও ৭৯৬টি শূন্যপদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুরনো বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যাঁরা আবেদন করেছিলেন তাঁদেরও পুনরায় আবেদন করতে হবে। তবে আবার নতুন করে রেজিস্ট্রেশন নম্বরের ভিত্তিতেই অনলাইন আবেদন করা যাবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর Rectt/R-100/Online/GDS/VOL-VI.

মোট শূন্যপদ : ৫,৭৭৮টি (সাধারণ ২,৭৬০, তফসিলি জাতি ১,১৮৪, তফসিলি উপজাতি ২৮৬, ওবিসি ১,৩২৮, শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৮৬, অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৮৩, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৫১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত মাধ্যমিক পাশ। প্রার্থীর কম্পিউটার ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে এবং কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ৬০ দিনের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট থাকতে হবে। তবে কম্পিউটার সার্টিফিকেট না থাকলেও আবেদন করা যাবে। নিয়োগের সময় এই সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।

বয়স : ৫–৪–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা বয়সে ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

গ্রামীণ ডাক সেবক (ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার) পদে নির্বাচিত প্রার্থী যদি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দা না হয়ে থাকেন, তাহলে, কাজে যোগদানের আগে তাঁকে সংশ্লিষ্ট শাখা ডাকঘর–সংলগ্ন গ্রামে বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এই মর্মে প্রার্থীকে আবেদনের সময়ই একটি ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে। ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার ছাড়া বাকি সব পদের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা সংশ্লিষ্ট শাখা ডাকঘরের ডাক বিতরণের এলাকার বাসিন্দা হতে হবে।

ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে জানো হয়েছে, প্রার্থীর অন্যান্য সুত্র থেকেও উপার্জনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে বর্তমানে অন্য কোনও সূত্র থেকে উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকলেও আবেদন করা যাবে। নির্বাচিত হিসেবে ঘোষিত প্রার্থীদের ১ মাসের মধ্যে, কাজে যোগদানের আগে অন্য সূত্র থেকে উপার্জনের প্রমাণ দাখিল করতে হবে।

ডাকঘর হিসেবে কাজ চালানোর উপযোগী জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার পদে নির্বাচিত প্রার্থীকেই এবং সে–বাবদ খরচও বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টারকে।

গ্রামীণ ডাক সেবক (ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার) পদে নির্বাচিতদের ২৫,০০০ টাকা এবং ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার ছাড়া অন্য ডাক সেবকদের ১০,০০০ টাকা ফিডেলিটি গ্যারান্টি বন্ড বা ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ডাক বিভাগে জমা রাখতে হবে।

ডাক সেবকদের এমন কোনও এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত থাকা চলবে না যার কাজকর্ম ডাক বিভাগের কাজের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়।

ডাক সেবকরা তাঁদের কাজের বিনিময়ে অ্যালাওয়েন্স পাবেন। পদ অনুসারে অ্যালাওয়েন্সের পরিমাণ : ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার : ২৭৪৫–৪,২৪৫ টাকা, মেল ডেলিভারার : ২,৬৬৫–৪,১৬৫ টাকা, মেলম্যান : ২,২৯৫–৩,৬৯৫ টাকা, প্যাকার : ২,২৯৫–৩,৬৯৫ টাকা, স্ট্যাম্প ভেন্ডর : ২,৬৬৫–৪,১৬৫ টাকা।

কাজের খবর

প্রার্থী বাছাই হবে মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তৈরি মেধা তালিকা অনুসারে। মাধ্যমিকের প্রতিটি বিষয়েই পাশ নম্বর থাকতে হবে। একাধিক প্রার্থীর একই নম্বর থাকলে বয়সের নিরিখে (উচ্চতর বয়সের প্রার্থীরা অগ্রগণ্য) মেধা তালিকা তৈরি হবে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে ৪ মে–র মধ্যে। অনলাইন আবেদননের জন্য প্রথমে নাম রেজিস্টার করতে হবে এই দুই ওয়েবসাইটের কোনও একটির মাধ্যমে : https://indiapost.gov.in. http://appost.in/gdsonline রেজিস্টার করার পরে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি টুকে রাখবেন।

ফি বাবদ সাধারণ এবং ওবিসি ক্যাটেগরির পুরুষ প্রার্থীদের ১০০ টাকা জমা দিতে হবে নিকটবর্তী কোনও পোস্ট অফিসে। নির্দিষ্ট পোস্ট অফিসগুলির তালিকা পাবেন এই ওয়েবসাইটে : http://appost.in/gdsonline পোস্ট অফিসের কাউন্টারে রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি জানাতে হবে। মহিলা, তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ফি লাগবে না।

রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফি পেমেন্ট নম্বর উল্লেখ করে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://indiapost.gov.in দরখাস্তে পছন্দের ক্রমানুসারে পদের নাম উল্লেখ করা যাবে।

দরখাস্তে এইসব নথিপত্র জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে : (১) মাধ্যমিকের মার্কশিট বা সার্টিফিকেট। ফাইল সাইজ হতে হবে ২০০ কেবি–র মধ্যে। (২) কম্পিউটার সার্টিফিকেট (থাকলে)। ফাইল সাইজ হতে হবে ২০০ কেবি–র মধ্যে। (৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেট। ফাইল সাইজ হতে হবে ২০০ কেবি–র মধ্যে। (৪) ফটো (২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে)। (৫) সই (২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) (৬) দৈহিক প্রতিবন্ধীকতার সার্টিফিকেট (২০০ কেবি সাইজের মধ্যে)।

নির্বাচিত হলে প্রার্থী ডাক বিভাগ থেকে এসএমএস–এ ই–মেল পাবেন।

খুঁটিনাটি তথ্য এবং অঞ্চল অনুসারে শূন্যপদের তালিকা দেখা যাবে উপরোক্ত দুই ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেলের এই হেল্প ডেস্ক নম্বরে : ০৩৩–২২১২–০৫৭৮। তথ্যের জন্য মেল করতে পারেন এই ই–মেল অ্যাড্রেসেও : gdsrect-tenquiry450@gmail.com

রাজ্য পুলিশে ১৫২৭ সাব–ইনস্পেক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন : সাব–ইনস্পেক্টর এবং মহিলা সাব–ইনস্পেক্টর পদে ১,৫২৭ জনকে নেবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। নিয়োগ করা হবে আন–আর্মর্ড ও আর্মর্ড ব্রাঞ্চে। মহিলারা কেবল আন–আর্মর্ড ব্রাঞ্চের জন্য আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। ২ বছরের প্রবেশন। উল্লেখ্য, ৩১ মার্চ সংখ্যায় ‘পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে ৬১০০ কনস্টেবল ও সাব–ইন্সপেক্টর’ শীর্ষক সংবাদে আগ্রহী প্রার্থীদের অবগতির জন্য এই নিয়োগের খবর আগাম জানানো হয়েছিল। ইতিমধ্যে সাব–ইনস্পেক্টরের শূন্যপদের সংখ্যা ৮০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১,৫২৭টি।

শূন্যপদের বিন্যাস : আন–আর্মর্ড ব্রাঞ্চ : মোট ১,১৯৪টি। পুরুষ ১০৪৪ টি (সাধারণ ৫৭৪, তফসিলি জাতি ২২৬, তফসিলি উপজাতি ৬০, ওবিসি–র ৭৪), মহিলা : ১৫০টি (সাধারণ ৮৩, তফসিলি জাতি ৩৩, তফসিলি উপজাতি ৯, ওবিসি–এ ১৪, ওবিসি–বি ১১)। আর্মড ব্রাঞ্চ : পুরুষ : ৩৩৩টি (সাধারণ ১৬৭, তফসিলি জাতি ৯১, তফসিলি উপজাতি ১৯, ওবিসি–এ ৩০, ওবিসি–বি ২৬)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে–কোনও শাখায় স্নাতক। প্রার্থীকে বাংলা বলতে, পড়তে ও লিখতে জানতে হবে (দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার বিভিন্ন সাব–ডিভিশনের স্থায়ী বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

দৈহিক মাপজোক : আন–আর্মর্ড ব্রাঞ্চ : উচ্চতা পুরুষদের ক্ষেত্রে অন্তত ১৬৭ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি)। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৯ সেমি ও ৮৪ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ সেমি ও ৮৪ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ সেমি ও ৮১ সেমি)। ওজন অন্তত ৫৬ কেজি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৫২ কেজি)। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬০ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৫৫ সেমি)। ওজন অন্তত ৪৮ কেজি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬৩ সেমি)। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮৬ সেমি ও ৯১ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৮১ সেমি ও ৮৬ সেমি)। ওজন অন্তত ৬০ কেজি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে অন্তত ৫৪ কেজি)।

বয়স : ১–১–২০১৬ তারিখে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ওবিসিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৯০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা, দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ফাইনাল কম্বাইন্ড পরীক্ষা এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন। মনে রাখবেন, প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধু একটি স্ক্রিনিং টেস্ট। এতে পাওয়া নম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য গণ্য হবে না। ফাইনাল পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি হবে।

প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস ধরনের ১০০টি প্রশ্ন হবে জেনারেল স্টাডিজ (১০০ নম্বর), লজিক্যাল অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং (৫০ নম্বর) এবং অ্যারিথম্যাটিক (৫০ নম্বর) বিষয়ে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ২। পরীক্ষার সময়সীমা ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। দৈহিক মাপজোক যাচাইয়ের পর দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৩ মিনিটে ৮০০ মিটার (মহিলদের ক্ষেত্রে ২ মিনিটে ৪০০ মিটার) দৌড়।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। ২০০ নম্বরের ফাইনাল পরীক্ষা নেওয়া হবে তিনটি পত্রে। পেপার–ওয়ানে প্রশ্ন হবে জেনারেল স্টাডিজ (৫০ নম্বর), লজিক্যাল অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং (২৫ নম্বর) এবং অ্যারিথমেটিক (২৫ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা ২ ঘন্টা।

পেপার–টুতে থাকবে ইংরেজিতে ড্রাফটিং অব রিপোর্ট, প্রেসি রাইটিং, ইংরেজি ব্যাকরণ, বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালি থেকে ইংরেজিতে ট্রানস্লেশন। মোট নম্বর ৫০। সময়সীমা ১ ঘন্টা। পেপার থ্রিতে (৫০ নম্বর) নেওয়া হবে বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালির মধ্যে যে কোনও একটি ভাষার পরীক্ষা। থাকবে রিপোর্ট লেখা এবং ইংরেজি থেকে বাংলা বা নেপালি অথবা হিন্দি বা উর্দু থেকে বাংলা ভাষায় ট্রান্সস্লেশন। সময়সীমা ১ ঘন্টা।

লিখিত ফাইনাল পরীক্ষার মেধাতালিকা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীদের ডাকা হবে পার্সোন্যালিটি টেস্টের (৩০ নম্বর) জন্য। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন।

আবেদন করা যাবে অনলাইন–অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.policewb.gov.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৫ মে। প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদদের সময় জেপিজি ফম্যাটে স্ক্যান বা প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট (৪.৫×৩.৫ সেমি) মাপের ফটো (অবশ্যই সাদা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড হতে হবে ১০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। দরখাস্তের লপর অ্যাপ্লিকেশন সিরিয়াল নম্বর আছে কিনা দেখে নেবেন। দরখাস্তের বয়ান পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

এছাড়াও পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড স্বীকৃত সহজ মিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৩ টাকার বিনিময়ে দরখাস্ত করা যাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ২৭০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কেবল প্রসেসিং ফি বাবদ ২০ টাকা)। অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং বা ই–ওয়ালেটের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ দিতে হয়ে অতিরিক্ত ৫ টাকা। ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমেও। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে।

এক্ষেত্রে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ লাগবে। চালান ডাউনলোড করার ২টি কাজের দিনের পর ফি জমা দিতে হবে ইউবিআই–এর যে কোনও ব্রাঞ্চে। ফি জমা দেওয়ার পর ওয়েবসাইটে পুনরায় লগ–ইন করে ফি জমা সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে দরখাস্ত সাবমিট করবেন এবং সাবমিট করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে। ফি জমা দেওয়ার পর চালানের তথ্য সহ অনলাইন আবেদনপত্র পূরণ করে সাবমিটের শেষ তারিখ ১০ মে।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ই–পেমেন্ট সুবিধাযুক্ত যে কোনও পোস্ট অফিসে, ইন্ডিয়া পোস্ট চালানের মাধ্যমে। ফি দিতে হবে ‘West Bengal Police Recruitment Board’–এর অনুকূলে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ১০ টাকা দিতে হবে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া রিসিপ্ট দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। এছাড়াও ডাউনলোড করে নেওয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। চালান ডাউনলোড করার ২টি কাজের দিনের পর দিন জমা দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ফি জমা দিয়ে পাওয়া চালানের রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের অংশটি দরখাস্তে সেঁটে দেবেন।

অফলাইন আবেদনরে ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়ার নথি–সহ পূরণ করা দরখাস্ত ৩২×২২ সেমি মাপের খামে ভরে পাঠিয়ে দেবেন এই ঠিকানায় : Chairman, West Bengal Police Recruitment Board, Araksha Bhaban, 5th Floor, Block-DJ, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700 091. খামের ওপর ‘NAME OF THE RECRUITMENT, NAME OF THE POST, APPLICATION SERIAL NO.’ লিখে দেবেন। দরখাস্ত পৌঁছনোর শেষ তারিখ ৫ মে।

অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.policewb.gov.in

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যে কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে (শনিবার দুপুর ২টোর মধ্যে) যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ৭০৪৪১০৮৬৮৯/৭০৪৪১০৯৩৪৬। অথবা ই–মেল করতে পারেন এই ঠিকানায় : wbprbonline@applythrunet.co.in

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৪ এপ্রিল – ২০ এপ্রিল, ২০১৮

মেষ : ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন। ধৈর্য্য হারাবেন না। উন্নতি অবশ্যই হবে। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। বন্ধুরা আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পেলেও কর্মস্থলে কিছু গোলযোগ লক্ষিত হবে।

বৃষ : গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে ভালফলের আশা করা যায়। রক্তের চাপ বৃদ্ধির পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয়–স্বজনরা আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে যোগটি শুভদায়ক, লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

মিথুন : সাহিত্যিক বা কবিদের এবং শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভফল দায়ক। প্রেম–প্রণয়ের পক্ষে সময়টি আশানুরূপ বলা যেতে পারে। মানসিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ লক্ষ্য করা যায়। লেখাপড়ায় মনের মতন ফল পাবেন। পাকাশয়ে পীড়ার যোগ রয়েছে। আয় ভালই হবে।

কর্কট : অতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে যাবেন না। কর্মস্থলে সতর্ক ও সাবধানে চলতে হবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। এখন ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো।

সিংহ : বেকারত্বের অবসান হবে। যারা কর্মে লিপ্ত তাদের পদোন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুটা গোলযোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। কথাবার্তায় সংযত হতে হবে।

কন্যা : অত্যাধিক মানসিক চিন্তার জন্য শরীর খারাপ হয়ে যাবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে, আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। মাতার সাহায্যলাভ করবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। ফলে বিপদের আশংকা।

তুলা : ব্যবসাবাণিজ্যে যথেষ্ট শুভ ফল পাবেন। ভাগ্যন্নতির যোগ রয়েছে। সুনামে বাধা এবং দৈবদুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। দায়িত্ব কর্তব্যমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। অর্শ–আমাশয়ে কষ্ট পাবেন।

বৃশ্চিক : শরীর ভাল যাবে না। মাথা গরম না করে বুদ্ধি করে কাজ করার চেষ্টা করুন, ভাল হবে। তীর্থে ভ্রমণযোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় সফলতার যোগ রয়েছে।

ধনু : পানাহারে যথেষ্ট সাবধান থাকতে হবে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বাধা–বিঘ্নের মধ্যে দিয়েও আপনি অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন না।

মকর : শরীর আপনার ভালো যাবে না। ব্যবসায় মনের মত ফল পাবেন না। বন্ধু বান্ধবদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। লেখাপড়ায় মিশ্র ফল পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। দায়িত্বমূলক কাজে এগিয়ে না যাওয়াই ভালো।

কুম্ভ : ভ্রাতা ভগিনীদের সাথে গোলযোগ ঘটতে পারে। অর্থনৈতিক বিষয়ে কিছু বাধা লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। দৈব দুর্ঘটনার যোগ। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন।

মীন : শিক্ষায় সাফল্য এবং অগ্রগতির যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। নতুন নতুন যোগাযোগ আসবে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

শব্দবার্তা ৭৪

১	২		■	৩	৪		৫
■		■	■	■		■	
■	৬		৭			■	
■		■		■	৮	৯	
১০		১১	■	১২	■		■
	■	১৩					■
	■		■	■	■		■
১৪				■	১৫		

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বেদের ব্যাখ্যাতা ৩। ক্ষমতা, কেরামতি ৬। নাজেহাল ৮। জিভ, যা স্ত্রীলোকের একটাই যথেষ্ট ১০। সম্মান, গরজ ১৩। (কৌতু.) পেট, ভুঁড়ি ১৪। রাবণ ১৫। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের ঋতু।

উপর–নীচ

১। স্তবগান ৪। বেশি গরম পড়লে লোকে এভাবেই ঘেমে ওঠে ৫। সাক্ষী প্রভৃতির আদালতে হাজির হওয়ার আদেশ জারি সংক্রান্ত খরচা ৭। হরেক ৯। সারা দেহ ১০। ভৃত্য ১১। মুসলমানি পরব ১২। ব্রাহ্মণ।

সমাধান : শব্দবার্তা ৭৩

পাশাপাশি : ১। অকম্পন ৫। চামড়া ৬ শিবির ৭ সরোবর ৯ হাতিয়ার ১১। বদবু ১২ অর্ভক ১৩। বুলেটিন।

উপর–নীচ : ১। অনুপ্রাস ২। নতশির ৩। বিচারপতি ৪। পাড়া ৮। বকবকম ৯। হাবুডুবু ১০। রণাঙ্গন ১২। অর্শ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য
যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবতী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

৬৩ নং বাস ধুলাগড় পর্যন্ত চালানোর দাবি

সঞ্জয় চক্রবর্তী : ৬৩ নম্বর বাস, যা এক সময় হাওড়া থেকে মাকড়দহ–ডোমজুড় হয়ে ধুলাগড় পর্যন্ত যাতায়াত করত। বর্তমানে তা শুধু হাওড়া থেকে ডোমজুড় পর্যন্ত যাতায়াত করে। ডোমজুড় থেকে ধুলাগড় পর্যন্ত বাস পরিষেবা বেশ কয়েক বছর বন্ধ রয়েছে। অটোই এখন নিত্য যাত্রীদের এক মাত্র ভরসা।

হাওড়ার ডোমজুড় স্বর্ণ শিল্পের শিল্প নগরী হিসাবে খ্যাত। দেশ বিদেশে সুন্দর স্বর্ণ অলঙ্কার এর জন্য এখানকার কারিগরদের জুরি মেলা ভার। প্রতিদিন বহু কারিগর রুজি রোজগারের জন্য এই পথেই যাতায়াত করে। তা ছাড়া স্কুল কলেজের ছাত্র–ছাত্রী থেকে আমজনতা সকলেরই আজ অটোই ভরসা। সকলের একটাই দাবি বাসটি পুনরায় চালু হোক। কিন্তু ভোট আসে ভোট যায় সকলের আসা আকাঙ্ক্ষা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে যায়। প্রশাসন নির্বিকার। সামনে পঞ্চায়েত ভোট। তাই এই ভোটকে সামনে রেখে প্রশাসন ৬৩ নম্বর বাসটি পুনরায় ডোমজুড় থেকে ধুলাগড় পর্যন্ত চালু করার পরিকল্পনা নেয়। তা হলে নিত্য যাত্রীরা নিত্য হয়রানি থেকে মুক্তি পায়। এখন প্রশাসন কত দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করে সকলে সেই অপেক্ষায়।

ট্যাক্সি চালককে গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘটনাটি ঘটে সোনারপুর স্টেশনের ৪নং প্ল্যাটফর্মের পাশে নোয়াপাড়ায়। বেশ অনেক দিন ধরে সোনারপুর থানার পাশে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে গাড়ি রেখে ভাড়া খাটত সমীর মিস্ত্রি। নোয়াপাড়ায় ভাড়া বাড়িতে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে সংসার ধর্ম করতেন। পাড়ার কারো সঙ্গে তেমন মেলামেশা করতেন না। ভালো লোক বলেই পরিচিত ছিলো। তিনি আইএনটি টি ইউসি সোনারপুর ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের সম্পাদক ছিলেন। এর মধ্যে তিনি জমি বেচা কেনা ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। কোনো এক কারণে বেশ কিছু দিন ধরে সমীরবাবুর স্ত্রী লক্ষ্য করেন বাড়িতে কিছু লোকজনদের নিয়ে এসে সঙ্গে মদ্যপান করেন। কাউকে কিছু বলতেন না।

সমীরবাবু বুঝতে পারছিলেন তার প্রাণনাশের আশঙ্কা রয়েছে। সোমবার রাতে তার স্ত্রী ভাতের থালা দিয়ে পিছনে ঘুরতেই দেখে দরজা দিয়ে দু তিন জন গুলি করে পালায়। দরজাটা খোলাই ছিলো। সেদিন রাতে খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছিলো। বেশ অন্ধকারও ছিলো। দরজা সামান্য ফাঁক করা ছিলো সেই সুযোগে ঘরের ভিতর ঢুকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। কাউকে চিনতে পারেনি বাড়ির লোকেরা। সোনারপুর থানার পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে। সমীর জমি বেচাকেনা ও দালালির কাজে যুক্ত ছিলো। কোনো কিছুর বখড়া নিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়েছে। আর যে সব দুষ্কৃতীরা যারা গুলি করলো তারা সমীরের বাড়িতে আসা যাওয়া করত। কারণ গলি ঘুঁপচির মধ্যে সমীরের বাড়ি। চেনা খুব শক্ত। তারা পরিকল্পনা মাফিক এই কাজ করেছে। এখনো পর্যন্ত কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয় নি।

গৃহবধূকে খুন গ্রেফতার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক গৃহবধূকে খুন করে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। মৃত গৃহবধুর নাম রীতা মাইতি বেরা(২১)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার চড়াবিদ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের বেরা পাড়ায়। এই ঘটনায় মৃতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে রীতার স্বামী নন্দন বেরা কে গ্রেফতার করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বছর আড়াইয়ের পুত্র সন্তানকে নিয়ে বেশকিছু দিন আগে বাপের বাড়ি চলে যান রীতাদেবী। গত ১০–১২ দিন আগে রীতা চড়াবিদ্যা হালদার পাড়ার বাপের বাড়ি থেকে লাগোয়া বাসন্তী চড়াবিদ্যা বেরাপাড়ার গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে ফিরে আসেন।শ্বশুর বাড়িতে আসার পর থেকেই শ্বশুর নরেন বেরা,ভাসুর সুধাকর বেরা সহ স্বামী,শাশুড়ি, জা মিলে মানসিক ও শারীরিক ভাবে রীতাদেবী কে অত্যাচার করতো বলে অভিযোগ তার বাবা স্বপন মাইতির। অভিযোগ, এরপর মঙ্গলবার সকালে শ্বশুর বাড়ির লোকজন সকলে মিলে গৃহবধুকে পিটিয়ে মেরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। ঘর থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় রীতার। এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রতি দিনই বাড়িতে অশান্তি শুরু করে তার শাশুড়ি,ভাসুর ও জা। বাপের বাড়ি থেকে রীতা ফিরে এলে তাকে মারধর করে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় তারা। এছাড়াও রীতার বাপের বাড়ির লোকেদের অভিযোগ গত চার বছর আগেই নন্দন বেরার সাথে বিয়ে হয়েছিল রীতার। বিয়ের পর থেকেই টাকা পয়সা ও সোনার গহনার জন্য তাকে চাপ দেওয়া হত। এলাকার লোকজনের দাবি খুন করা হয়েছে ওই গৃহবধূকে। ঘটনার পর ভাসুর সুধাকর বেরা,শ্বশুর নরেন বেরা,শাশুড়ি,জা সকলেই পলাতক।সকলে পালিয়ে গেলে ও মৃতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে মৃত বধুর স্বামী নন্দন বেরাকে গ্রেফতার করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

ছাত্রের অকাল মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতীক প্রতীক'ই হয়ে রইলো সহপাঠী ও তার প্রিয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের হৃদয়ে।বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তারই সহপাঠীরা ও শিক্ষক–শিক্ষিকারা প্রতীক চক্রবর্তী'র অকাল মৃত্যুতে তার আত্মার শান্তির জন্য গভীর ভাবে শোক পালন করলো বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। গত ২ এপ্রিল সোমবার ঢালাইয়ের চাঁঙড় ভেঙে মৃত্যু হয় ক্যানিং ডেভিড সেশুন হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণীর কৃতী প্রতীক চক্রবর্তী'র। ওইদিন ক্যানিং থানার কলেজ মোড়ে মামার বাড়িতে গিয়ে মামাতো ভাইদের সাথে খেলা করার সময় একটি বল উঠে যায় মামার বাড়ির নির্মীয়মাণ সানশেডের ঢালাইয়ের উপর।অনেক বেশি উচ্চতা থাকায় প্রতীক লাফ দিয়ে সেখান থেকে বলটি নামাতে গেলে সেই সময় ৫ ফুট বাই ৩ ফুটের লম্বা চাঙড় ভেঙে পড়ে প্রতীকের গায়ের উপর। তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ক্যানিং গার্লস স্কুল পাড়ার দম্পতি পীযুষ চক্রবর্তী ও প্রভাতী চক্রবর্তীর একমাত্র সন্তান প্রতীক ছিল স্কুলের শিক্ষক সহ বন্ধুদের কাছে খুবই প্রিয়। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলায়ও ছিল যথেষ্ট পারদর্শী। প্রিয় বন্ধু কে অকালে চিরতরে হারিয়ে গভীরভাবে মর্মাহত। বিদ্যালয়েরই বাংলা বিভাগের শিক্ষক যাদব চন্দ্র বৈদ্য আবেগ জনিত কণ্ঠে বলেন, প্রতীক পড়াশোনা,খেলাধূলার পাশাপাশি শিক্ষকদের প্রতি তার আচার আচরণ ও হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়েছে। ওর অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকাহত।

তৃণমূলীদের ডান্ডায় মাথা ফাটল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুর বিডিও অফিসে বুধবার অর্থাৎ ১১তারিখ স্ক্রুটিনি করার সময় বেশ কিছু বিজেপি কর্মীকে মারধর করে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। বেলা ১২ –১ টা নাগাদ চলে তৃণমূলের গুণ্ডা বাহিনীর শাসানি। সোনারপুর থানার আই সি পরেশ রায় পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার জন্য লাঠি চার্জ করতে বাধ্য হন।বিজেপি কর্মীদের বক্তব্য, তৃণমূল আমাদের স্ক্রুটিনিতে বাধা দিচ্ছে। আমাদের কাউকে বিডিও অফিসে ঢুকতে দিচ্ছে না। তৃণমুল কর্মীরা মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব সহ সভাপতি অরুণ মন্ডল ও কর্মী সৈকত মন্ডলের। শুধু তাই নয় পূর্ব জেলার সাধারণ সম্পাদক বারুইপুরের সুমন দত্তকে গ্রেপ্তার

অরুণ মণ্ডল

সৈকত মণ্ডল

করা হয়েছে। কিন্তু কি কারণে মারধর হোল?

অরুণ মন্ডল বলেন, আমাদের নমিনেশন তুলতে হবে এটাই তৃণমূলের দাবি। না তুললে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেবো বলে হুমি। সেটার হাতে নাতে প্রমাণও পেলাম। জামায় রক্ত ঝরছে চোয়াল দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা , অন্য জন ঠিক ভাবে চলতে পারছে না। এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখা গেলো সোনারপুর থানার সামনে। সোনারপুর থানায় ডায়েরি করেছে বিজেপি সমর্থকরা। এছারা বারুইপুরে মদারাট, মল্লিকপুর ও হরিহরপুরের ১০ জন বিজেপি সমর্থক ডিসিআর কাটার পর নমিনেশন জমা দিতে দেওয়া হয়নি। তৃণমূল সমর্থকরা এদের মধ্যে দুজন মহিলা বিজেপি প্রার্থীকে মারধর করে।

বারুইপুরের বিজেপি প্রার্থী ঝর্ণা মন্ডল জেলা পরিষদ আসনে ডিসি আর কেটে নমিনেশন জমা দিতে গেলে তৃণমূল সমর্থকরা বেধড়ক মারধর করে। জেলা সম্পাদক স্বরুপ রায় ক্যানিং ২নং বিডিও তে ফর্ম জমা দিতে গেলে তৃণমূল কর্মীরা বিডিও অফিসে ঢুকে জোর করে রিসিভ কপি কেড়ে নেয়। জেলায় সর্বত্র চলছে এসডিও, বিডিও অফিস দখলদারী। ঘিরে রয়েছে তৃণমূলের গুণ্ডা বাহিনী।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

কুণাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিষ্ণুপুর–১ ও ২, বজবজ– ১ ও ২, ঠাকুরপুকুর, মহেশতলা ফলতা, ডায়মন্ড হারবার– ১ ও ২ ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের ত্রিস্তরের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্ধিতায় জয়ী হয়েছে। প্রশাসন সূত্রের খবর তাই আগামী ১ মে এইসব এলাকায় কোনও ভোট হবে না। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ২৯টি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার মোট ৮১টি জেলা পরিষদের আসনের মধ্যে ২৩টিতে বিরোধীরা কোনও আসন দিতে পারে নি। ৫৮টি আসনে অবশ্য সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি, আরএসপি ও অন্যান্য দল আসন দিতে পেরেছে। অবশ্য নাম প্রত্যাহারের এখনও সময় আছে প্রত্যাহারের পর সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে।

আলিপুর মহকুমার ১৩টি আসনেই তৃণমূল প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। ক্যানিং–২ পঞ্চায়েত সমিতি ও বিরোধী শূন্য হয়েছে বলে খবর। ইতিমধ্যেই ওই এলাকায় গত বৃহস্পতিবার শাসক তৃণমূলের বিজয় মিছিল বের হয়। জেলার ৯১৩টি সমিতির আসনের মধ্যে ২৫০টি আসনে তৃণমূলের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। ৩১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনের মধ্যে ১০০টি আসনে বিরোধীরা কোনও মনোনয়ন জমা করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে বিরোধী শিবিরের অভিযোগ শাসকদলের গুণ্ডাবাহিনীর বাধার জন্য তারা মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি। শাসক তৃণমূলের বক্তব্য, বিরোধীদের ভোটে দাঁড়ানোর কোনও প্রার্থী নেই। তাই তৃণমূলের নামে অপবাদ দিচ্ছে।

উত্তর ২৪ পরগনা

পার্থ ঘোষ, বারাসত : হাইকোর্টের রায়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া খানিকটা হোঁচট খেলেও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় একতরফা ভাবে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে শাসকদল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নির্বাচনকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য ভাবে অশান্তি না হলেও বিক্ষিপ্ত অশান্তির আঁচে তপ্ত হয়েছে পঞ্চায়েত ভোটের আওতাধীন বেশ কিছু অঞ্চল। ইতিমধ্যে জেলায় যে গ্রাম পঞ্চায়েত ৩৫৬০টি, ৫৮৯টি পঞ্চায়েত সমিতিতে ও ৫৭ জেলা পরিষদে আসন আছে তার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত আসন ৬৯৪টি, সমিতিতে ১০৮টি ও জেলা পরিষদের ২টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। জেলায় ১৯৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে আসন রয়েছে ৩৫৬০টি, এর মধ্যে ৬৯৪টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার ফলে এই আসনগুলিতে জিতে গিয়েছে তৃণমূল। বাকি ২৮৬৬টি আসনে লড়াই হবে। যে আসনগুলির মধ্যে ইতিমধ্যেই তৃণমূল জয়ী হয়েছে, তার মধ্যে সন্দেশখালি ব্লকে ১১১টি, সন্দেশখালি ২ নং ব্লকে ৯২টি, মিনাখায় ৬১টি, হাড়োয়ায় ১০০টি, হাসনাবাদ ব্লকের ১০৯টি, আমডাঙা ৩টি, বনগাঁ ৬টি, বারাসত–১ ব্লকে ১৮টি, বারাসত ২ ব্লকে ৮০টি, ব্যারাকপুর ১ ও ২ তে যথাক্রমে ১৬টি ও ১৯টি, বসিরহাট ১ ব্লকে ৩৯টি, বসিরহাট–২ ব্লকে ১৬টি, দেগঙ্গা ব্লকে ৩টি, গাইঘাটা ব্লকে –২টি, হাবড়া–১ ব্লকে ২টি, হাবড়া ২ ব্লকে ৪টি, হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে–৯টি, স্বরূপনগর ব্লকে ৩টি, রাজারহাট ব্লকে ১টি আসন রয়েছে।

পঞ্চায়েত সমিতিতে ১০৮টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্ধিতা হওয়ায় জেলায় ২২টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ৫টি পঞ্চায়েত সমিতির দখল নিল শাসক দল। বাকি ১৭টি পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচন প্রক্রিয়া সংঘটিত হবে। ২২টি পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন ৫৮৯টি এর মধ্যে ৪৮১টি আসনে লড়াই হবে। এর মধ্যে সন্দেশখালি–১ সমিতির ২৩টি আসনেই শাসকদল জয়ী হয়েছে। কারণ বিরোধীরা মনোনয়ন জমা দেয়নি। সন্দেশখালি–২ সমিতিতে ২৩টি আসনের মধ্যে ২০টি আসনে আগেই জয়ী হয় তৃণমূল। হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির ২৬টি আসনের মধ্যে ১৬টি আসনে জয়ী তৃণমূল। বারাসত–২ পঞ্চায়েত সমিতির ২১টি আসনের মধ্যে ১১টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্ধিতায় জয়ী তৃণমূল। ফলে নির্বাচনের আগে সন্দেশখালি–১, ২, হাসনাবাদ, হাড়োয়া ও বারাসত ২ এই পাঁচটি পঞ্চায়েত সমিতিতে জয় হাসিল করে ফেলল তৃণমূল শিবির।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ৫৭টি আসন রয়েছে। তথ্য অনুযায়ী বিরোধী শিবিরের ৫৫টি আসনে লড়াই সংঘটিত হবে। সন্দেশখালি ১ ব্লকের ১টি আসন এবং হাসনাবাদ ব্লকের ১টি আসন বিনা বাধায় ও প্রতিদ্বন্ধিতায় দখল করেছে শাসক তৃণমূল।

বিজেপি প্রার্থীকে হামলা মার খেল তৃণমূলীরা

হুগলি

মলয় সুর : গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে ধনেখালির গুড়াপ থানার অন্তর্গত গুড়পড়ি পঞ্চায়েতে বিজেপির প্রার্থী সোমলাল টুডুর বাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা হামলা চালাতে আসে। এরপর স্থানীয় গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে তৃণমূলী লোকদের প্রচণ্ড রকম মারধর করলে সেখান থেকে তারা পালিয়ে যান। এদিন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা বাইরে থেকে বোমা, পিস্তল নিয়ে সোমলালের বাড়িতে হুমকি ও শাসাতে আসে। অন্যদিকে উল্টো ঘটনা ঘটে। সেখানকার স্থানীয় গ্রামবাসীরা তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের কারও নাকমুখ ফাটিয়ে এমন কি চেলা কাঠ দিয়ে পিটিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।

শুধু তাই নয়, যে বাইকে ওরা আসে তার কয়েকটিকে ভেঙে তছনছ করল স্থানীয় লোকজন। বিজেপির জেলার সভাপতি সুবীর নাগ বলেন, মস্তান লাগিয়ে আমাদের প্রার্থীর বাড়িতে এসে মারতে চাইলে এখন তার সুযোগ নেই। এখন বহিরাগত অচেনা মুখের লোকেরা দাপিয়ে সহজেই যেতে পারবে না। তার জন্য আমরাও তৈরি রয়েছি। তাই আমরা চাই ভোটে দাঁড়িয়ে এক ইঞ্চি জায়গার জন্য লড়াই করব। হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির মনোনয়নপত্র দাখিল করল। নির্দিষ্ট সময়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮৭৩ জন, ১৪৯ জন প্রার্থী গ্রাম সমিতি ও ১৫ জন জেলা পরিষদ মনোনয়নপত্র দফতরে দাখিল করেছেন।

জোড়া শিবমন্দিরে চড়ক পুজো

অরিজিত মন্ডল, ডায়মন্ড হারবারঃ লিঙ্গপুরান, বৃহদ্ধর্মপুরান এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরানে চৈত্র মাসে শিবারাধনা প্রসঙ্গে নৃত্যগিতি উৎসবের উল্লেখ থাকলেও চড়ক পুজোর উল্লেখ নেই। শাস্ত্রমতে ১৪৮৫ সালে সুন্দরানন্দ ঠাকুর নামের এক রাজা এই পুজো প্রথম শুরু করেন। কথিত আছে এই দিনে শিব উপাসক বান রাজা দ্বারকাধীশকৃষ্ণের সাথে যুদ্ধে ক্ষত–বিক্ষত হয়ে মহাদেবের প্রতি উৎপাদন করে অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায়ে ভক্তিসূচক নৃত্যগীতি ও নিজ গাত্ররক্ত দ্বারা শিবকে তুষ্ট করে অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। আর সেই স্মৃতিতে

শৈব সম্প্রদায়ে এই দিনে শিবের প্রতি ভালোবাসার উৎসব করে থাকে। আর সেই থেকেই এই উৎসব চড়ক পুজো নামে প্রচলিত হয়ে আসছে।

পুরানের প্রত্যেকেটি কথার সাথেই অতপ্রতভাবে জড়িত দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের এই জোড়া শিব মন্দির। ১১৫৫ সালে জমিদার কেদার রায়চৌধুরি প্রথম এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন গ্রামবাসীদের পুজা অর্চনার জন্যে। সময়ের পথ পেরিয়ে গেছে একশোর বেশি বছর। এখন এই মন্দিরের অনেকটাই অংশ মাটির তলায়ে।

তবে পুরনো রীতি মেনে প্রতিদিন মন্দিরে পুজা চললেও শ্রাবণ ও চৈত্র মাসে মানুষ ভিড় জমায় এই মন্দিরে চড়ক পুজোকে কেন্দ্র করে।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষেরা আসে এই মন্দিরে পুজো দেবার জন্যে। তাদের মতে এই মন্দির নাকি খুব জাগ্রত। বাবার কাছে মানত করলে তা নাকি মেলে। কথিত আছে চৈত্র মাসের শেষে দিন অর্থা চড়ক পুজারদিন এই মন্দিরে চূড়ায় বাজপাখি এসে বসলেই নাকি বাবার আদেশ মেলে। তবেই নাকি অন্যান্য জায়গায়ে আরম্ভ হয় এই চড়ক পুজো।

এখন এই মন্দিরের প্রধান পূজারী স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ চক্রবতীর্র বংশধর কমল শংকর চক্রবর্তী। তিনি বলেন আমরা এখন পুরানো রীতি মেনে বাবার পুজো চালিয়ে যাচ্ছি। আজ পর্যন্ত এখন আমদের কোন বিপদের মুখে পড়তে হয়নি। প্রচুর ভক্তেরা বাবার কাছে তাদের মনোবাসনা জানিয়ে জান, এবং তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়। এমনকি যে রোগ ডাক্তার সারাতে পারে না সেই রোগ বাবার কাছে এসে সুস্থ হয়ে গেছে অনেকেই।

নীল উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং ঃ–সুন্দরবনের বিদ্যাধরী নদী আপন খেয়ালে বয়ে চলেছে।যতদূর জানা যায় প্রায় ৬০ বছর আগে বাসন্তী থানার মসজিদবাটী গ্রামপঞ্চায়েতে মোকাবে।য়িায় নদী সংলগ্ন তীরবর্তী জঙ্গল লাগোয়া এক শশ্মানের কাছে গ।ে উঠেছিল এক ছোট্ট তালপাতার ছাউনি দিয়ে তৈরী শিবের মন্দির। কে বা কারা এই মন্দির তৈরী করেছিলেন সে সম্পর্কে স্থানীয় প্রবীণ গ্রামবাসীরা ও জানেন না।মন্দির সংলগ্ন এলাকায় তকালীন কোন মানুষের বসবাস ছিল না।প্রাকৃতিক দুর্যোগে নদীবাঁধ ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হলেও মন্দিরের কোন ক্ষয়ক্ষতি আজ অবধি হয়নি।সরকারী সাহায্যে এবং অগণিত ভক্তের দানে মন্দির টি পাকা তৈরী হয়। মন্দির সংলগ্ন এলাকায় একটি মেলা ও অনুষ্ঠিত হয়।মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় চৈত্রমাসের শেষ সাতদিন।মেলায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয়।অনেকই আসেন আবার দর্শন করতে কেউবা আবার মানত শোধ করতে।

তৃণমূলের দখলে

ইটখোলা গ্রামপঞ্চায়েত

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : বিরোধীদের সাইক্লোনের মতো উড়িয়ে দিয়ে আবার ক্ষমতা ধরে রাখলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ১নং ব্লকের ইটখোলা গ্রামপঞ্চায়েত। নমিনেশান এর শেষ দিন পর্যন্ত ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতরের গ্রাম সভার ২১টি আসনের মধ্যে ১২টিতে বিরোধীরা কোনও প্রার্থী দিতে না পারায় ওয়াকওভার পেয়ে নিজেদের ক্ষমতা দখলে রাখলো তৃণমূল। এমনকি ওই পঞ্চায়েতের তিনটি পঞ্চায়েত সমিতির আসনেও বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় জয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

উল্লেখ্য, বিগত ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্টকে ধরাশায়ী করে ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রধান হয়েছিলেন খতিব সরদার। প্রধান হওয়ার পর থেকেই খতিব সরদার ইটখোলা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১০০দিনের কাজ,নদী বাঁধ,রাস্তা–ঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন করেন। সেই উন্নয়নের জেরে ধরাশায়ী বিরোধীরা।

মাতলা ২ গ্রামপঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্বাচনের আগেই কার্যত বিজয় মিছিল সেরে ফেললেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার ক্যানিং এর মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ টি সিটে কোনও বিরোধী বা নির্দল প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেননি। সেই কারণে কার্যত এই পঞ্চায়েতটি ওয়াক ওভার পেয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস। এই পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তিনটি পঞ্চায়েত সমিতির সিটও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গেল তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেই আনন্দেই নির্বাচন শুরুর আগেই আবির খেলে বিজয় উৎসব পালন করলেন এই মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা।

দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে এই মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে রয়েছে। দীর্ঘ সময় বামেদের হাতে থাকার পর ২০০৮ সালে এই পঞ্চায়েত বামেদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তৃণমূল। গত দশ বছরে এই এলাকার অভুতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে এলাকায় পঞ্চায়েত প্রধান রয়েছেন উত্তম দাস। এলাকার সমস্ত অলি গলিতে কংক্রিটের রাস্তায় মুড়ে দেওয়ার পাশাপাশি পানীয় জলের গভীর নলকূপ, জল নিকাশি ব্যবস্থা,সুইমিংপুল,শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও পঞ্চায়েতের সমস্ত বাড়িতে বিদ্যু সংযোগ পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। আর সেই কারণেই এবার এই পঞ্চায়েতে কোনও বিরোধী প্রার্থী জিততে পারবেন না বলে মনোনয়ন জমা দেননি বলে দাবি এলাকার তৃণমূল কর্মীদের। এই এলাকায় শুধুমাত্র জেলা পরিষদের সিটের জন্যই আগামী পয়লা মে নির্বাচন হবে। যদিও তৃণমূলের দাবি উড়িয়ে দিয়ে বিরোধীরা অভিযোগ করেছেন তৃণমূলের সন্ত্রাস ও হুমকির কারণেই ভয়ে এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গ্রাম সভা ও পঞ্চায়েত সমিতির সিটে অন্য কোন রাজনইতিক দল মনোনয়ন জমা দেয়নি।

জীবনতলায় উন্নয়ণের আবির খেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মনোনয়নের শেষ দিনেই ক্যানিং ২ ব্লকে কার্যত সব আসনেই জয় নিশ্চিত হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। বুধবার স্ক্রুটিনির পর বেশকিছু বিরোধী প্রার্থী ও নির্দল প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিল হওয়ার কারণে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ২ ব্লক কার্যত বিরোধী শূন্য হয়ে গেল। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতি এমনকি জেলা পরিষদের আসন ও বিনা প্রতিদন্ধিতায় জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেই জয়ের আনন্দে বৃহস্পতিবার সকালে জীবনতলা বাজারে দলীয় পতাকা নিয়ে চলে বিজয় মিছিল।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের বহু আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি বিরোধী বা কোনও নির্দল। উপরন্তু, অনেকে মনোনয়ন দিলেও স্ক্রুটিনি পদ্ধতির পর অনেক প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হয়ে যায়। সেই কারণে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার বহু আসনই তৃণমূল কংগ্রেস বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যায়। এরমধ্যে ক্যানিং ২ ব্লকের ১৪৬টি গ্রামসভার সিট, ২৭ টি পঞ্চায়েত সমিতির সিট ও তিনটি জেলা পরিষদের সিটের মধ্যে দুটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সমগ্র ক্যানিং ২ ব্লকের মধ্যে শুধুমাত্র একটি জেলা পরিষদের আসনে বিজেপি প্রার্থী দেওয়ায় সেই আসনেই ভোট হবে। এই ব্লকের ন'টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে চলে আসার আনন্দে বৃহস্পতিবার সকালে জীবনতলা বাজার থেকে জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বিজয় মিছিল বের করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তাসা ব্যান্ড সহযোগে এই বিজয় মিছিল বিস্তীর্ণ এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এ বিষয়ে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন, গত পাঁচ বছরে এলাকায় যা উন্নয়ন হয়েছে তা দেখে বিরোধীরা প্রার্থী দেওয়ার সাহস দেখায় নি। শুধু এই ক্যানিং ২ ব্লক নয়, ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার ও বেশীরভাগ আসনে আমাদের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। এ বিষয়ে বিরোধীরা কটাক্ষ করে বলেছেন, রাস্তার মোড়ে মোড়ে যেভাবে বোমা বন্দুক নিয়ে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে তাতে প্রাণভয়ে আমাদের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি। তৃণমূলের এই জয় লজ্জার জয়।

জেলাপরিষদ দখল তৃণমূলের

অভীক মিত্র, বীরভূম : করলো রাজ্যের শাসকদল তৃনমূল কংগ্রেস। বীরভূম জেলাপরিষদের ৪২টি আসনের মধ্যে শুধুমাত্র রাজনগর আসনে প্রাথী দিয়েছে বিজেপি। বাকী ৪১টি আসনেই কোনো প্রাথী দিতে পারে নি বিরোধী দলগুলি। জেলার ১৯টি পঞ্চায়েতসমিতির মধ্যে ১৪টি পঞ্চায়েতসমিতি আসনেই প্রাথী দিতে পারে নি বিরোধী শিবির। ফলে ওই ১৪টি পঞ্চায়েতসমিতিতে একতরফাভাবে বিনা প্রতিদ্বদ্বিতায় জিতেছে রাজ্যের শাসকদল তৃনমূল কংগ্রেস। ১৪টি পঞ্চায়েতসমিতি এবং জেলাপরিষদের ৪১টি আসনে প্রাথী দিতে না পারার জন্য শাসকদলের লাগানহীন সন্ত্রাসকেই দায়ী করেছে বিরোধীরা। মনোনয়নের প্রথম দিন থেকেই রক্তাক্ত ছিলো বীরভূম। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষদিনে জেলাপরিষদ দখল করে রাজ্যের মধ্যে নজির সৃষ্টি করলো বীরভূম জেলা – এই কথা বলাই যায়। সবুজ আবিরে মেতে উঠে জেলার তৃনমূল কমীসমর্থকরা। নলহাটি–১,রাজনগর,মহম্মদবাজার,ময়ূরেশ্বর–১ এবং ময়ূরেশ্বর–২ পঞ্চায়েতসমিতির আসনগুলিতে প্রাথী দিয়েছে বিজেপি সহ বিরোধী দলগুলি। জেলাপরিষদের রাজনগর আসনে প্রাথী দিয়েছে বিজেপি। এইসব আসনের ভোটের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে বীরভূম জেলার বাসিন্দারা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ১৪ এপ্রিল– ২০ এপ্রিল, ২০১৮

ক্ষমতার অলিন্দে আত্মসমর্পণ করা চলবে না

সাংবাদিকরা কোনও অনুষ্ঠানের কভারেজে গেলে তাঁদের নানা আপ্যায়নে ভূষিত করার রেওয়াজ আছে বহুদিন ধরেই। অনুষ্ঠান শুরুর আগে ফাইল–পেন ধরানো ইস্তক শুরু হয় এই খাতির পর্ব। তারপর অনুষ্ঠানের যবনিকাপাত ঘটলে তাঁদের খাওয়ানো–দাওয়ানো তো থাকেই, তার পাশাপাশি গিফট বা উপহার দেওয়ার ছড়াছড়ি চলে। বস্তুত এর একটা নাম চালু রয়েছে সাংবাদিক মহলে। পোশাকি ভাষায় যাকে আমরা 'পোস্ত' বলে থাকি। আসলে এই পোস্ত শব্দটি আমদানি হয়েছে প্রেস কিট–এর অপভ্রংশ থেকে। এটা ঠিক মোটেই সব সাংবাদিক কাজ ছেড়ে এই উপহার নেওয়ার বাহুল্যে গা ভাসান না। কারণ তাঁদের কাছে হাউজের দেওয়া অ্যাসাইনমেন্ট ঠিকঠাকভাবে সম্পাদন করা সবথেকে জরুরি। কিছু অংশ অবশ্য কাজের চেয়েও এই গিফটের হিসেব নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তবে এটা ঠিক মূলস্রোতের অধিকাংশ মিডিয়া হাউজ ও ঐতিহবাহী পুরনো প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকরা এই প্রলোভন থেকে দূরে থাকার চেষ্টাই চালান বেশিরভাগ সময়। তাও অন্যের দোষের স্ট্যাম্প মাঝেমধ্যে তাঁদের গায়েও ফেভিকলের মতো সেঁটে যায়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার বাংলার প্রবাদপ্রতীম সাংবাদিক তথা পত্রিকা সম্পাদকরা বারংবার বিরোধিতা করেছেন এ ধরনের উপহার নিয়ে খবর করার। এর জন্য তাঁদের বকুনির মুখে পড়তে হয়েছে অনেক সিনিয়র সাংবাদিককেও। কোনও বিশেষ দল বা নেতাকে সুবিধা করে দেওয়া খবরকে সটান বাতিল করে দিয়েছেন পত্রিকা সম্পাদক। কারণ তিনি তাঁর দূরদর্শিতার দ্বারা বুঝতে পেরেছেন সংবাদ পরিবেশনটা এক্ষেত্রে ঠিকভাবে হচ্ছে না। অথচ এখন এমন একটা পরিস্থিতি এসেছে যখন বেশিরভাগ সংবাদমাধ্যম বা তাদের মালিকপক্ষকে দেখা যাচ্ছে একটি নির্দিষ্ট দলের হয়ে কথা বলতে। মাঝেমধ্যে সেটা এত বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যে স্তাবকতার নামান্তর হয়ে উঠছে তা। সাংবাদিক বা সংবাদমাধ্যম মানেই নিরপেক্ষ এই জায়গাটাই কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। ঘোর বাম জমানাতেও আমরা দেখেছি একটি বিশেষ সংবাদপত্র কিভাবে শাসকের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে বিরোধিতার ভাষাকে সামনে তুলে ধরেছে। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মনোভাবকে এভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুফলও পেয়েছে খুব স্বাভাবিকভাবে। হয়ে উঠেছে এ বঙ্গের অন্যতম সেরা। সেসব গরিমাই এখন কেমন যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। শাসকের প্রতি সমানে পক্ষপাতিত্ব করে চলেছে এখানকার একটি বড় অংশের মিডিয়া হাউজ। আর সেটাই বোধহয় কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাম জমানাতেও খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেকরকম লাঞ্ছনা বা মারধরের শিকার হতে হয়েছে সাংবাদিকদের। কিন্তু এভাবে নির্লজ্জের মতো সাংবাদিককে নগ্ন করার মতো ঘটনা শুধু এ বঙ্গে কেন, দুনিয়ার কোথায়, কবে হয়েছে তা দেখতে হচ্ছে পরিসংখ্যানের পাতায়। এরপরে কিভাবে একটি বিশেষ দলের হয়ে সাংবাদিক বা তাদের মালিক হাউজগুলি কথা বলবে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। সোশ্যাল সাইটগুলিতেও নানা প্রশ্ন–জল্পনা উপচে পড়ছে। কেউ কেউ মন্তব্য করছেন, রাজ্যে শাসকের অত্যাচার নিয়ে। সবিনয়ে তাঁদের বলা যাক না, আমরা সাংবাদিকরা লাল–সবুজ–গেরুয়া সহ যে কোনও রঙের চোখ রাঙানির বিরুদ্ধে গর্জে উঠব। চালিয়ে যাব কলম।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

আমি গৃহস্থের ধর্ম পালন করি ও পিতামাতাকে যথাসাধ্য সুখী করিবার চেষ্টা করি। আমি যোগ জানি না এবং সন্ন্যাসীও হই নাই। আমি কখনো সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাই না। তথাপি সমাজে আমার অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্য অনাসক্তভাবে করিয়াই আমার এ জ্ঞান জন্মিয়াছে।'

ভারতে এক জ্ঞানী মহাপুরুষ আছেন, তিনি উচ্চ অবস্থার যোগী। আমি জীবনে যে সব অতি বিস্ময়কর মানুষ দেখিয়াছি, ইনি তাঁহাদের একজন। ইনি এক অসাধারণ ব্যক্তি, কখনো কাহাকেও উপদেশ দেন না, কেহ কোন প্রশ্ন করিলে তিনি তাহার উত্তর দিবেন না। আচার্যের পদ গ্রহণ করিতে তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত কখনো উহা গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে, কথাবার্তার মধ্যে তিনি নিজেই সে বিষয় উত্থাপন করিবেন এবং ওই তত্ত্ব

সম্বন্ধে অপূর্ব আলোক সম্পাত করিবেন। তিনি আমাকে এক সময়ে কর্মের রহস্য সম্বন্ধে বলেন, যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি–যখন তুমি কোন কার্য করিতেছ, তখন আর অন্য কিছু ভাবিও না। পূজারূপে সর্বোচ্চ পূজারূপে উহার অনুষ্ঠান কর এবং সেই সময়ের জন্য উহাতে সমগ্র মন প্রাণ অর্পণ কর।

দেখ, উক্ত গল্পে ব্যাধ এবং নারী আনন্দে ও সর্বান্তঃকরণে নিজ কর্তব্য কর্ম করিতেন, ফলে তাঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল, গার্হস্থ্য বা সন্ন্যাস–যে কোন আশ্রমের কর্তব্যই হউক না কেন, যথার্থ অনাসক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলে আমরা আত্মজ্ঞান বিষয়ক চরম অনুভূতি লাভ করিব।

আমাদের কর্তব্য প্রধানতঃ আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত হয়। কর্তব্যের ভিতর কিছু বড় ছোট থাকিতে পারে না। সকাম কর্মীই তাহার অদৃষ্টে যে কর্তব্য পড়িয়াছে, তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করে। অনাসক্ত কর্মীর পক্ষে সকল কর্তব্যই সমান, এবং ঐগুলিই অমোঘ অস্ত্র হইয়া তাহার স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরতা বিনষ্ট করে এবং সাধক মুক্তির পথে অগ্রসর হয়।

ফেসবুক বার্তা

পাঁচ ভাই বোন। আশা, মিনা, লতা, ঊষা ও হৃদয়।

ছেলেবেলার পয়লা বৈশাখ

নির্মল গোস্বামী

একদিন আগে 'মা' পই পই করে বলত দেখ খোকা কালকে পয়লা বৈশাখ। যা বলব তাই শুনবি। আর যেন মারধর, গালমন্দ করতে না হয়। কাল মার খেলে সারা বছর মার খেতে হবে। তাই এই সাবধানবাণী আমাকে শুনিয়ে রাখত মা। আমার বয়স তখন বড় জোর ৫। তখন পয়লা বৈশাখকে ১লা বৈশাখ বলে জানি। ঘরে বসেই বানান করে করে বাংলা শব্দ উচ্চারণ করতে শিখেছি। আজ থেকে ৫০–৫৫ বছর আগে বাঙালির কাছে প্রথম দিনটার গুরুত্ব কত ছিল তা আজ অনুমান করতে পারা যায় সহজে। বাঙালির কাছে বাংলার সন বা সালের প্রথমদিনে মাহাত্ম্য বোঝা যায় আমার মায়ের কথা থেকে। পয়লা বৈশাখে ভালমন্দ পাঁচ রকম খেতে হবে। দু'তিন রকম মাছ, তার সঙ্গে পায়েস।

শুধু খাবার লোভে কিনা জানি না, একটা ভালো লাগার শিরশিরানি যেন সারা শরীর মনে লেগে থাকত। পয়লা বৈশাখে ভালো ছেলে সেজে থাকতে হবে। তাহলে সারা বছর ভালো ছেলে হিসাবেই থেকে যাব এই মনে করে দাঁতে দাঁত চেপে দুষ্টু ইচ্ছাগুলোকে বর্জন করতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু এতো সতর্কতার মধ্যেও কে যেন ঘাড় ধরে আমাকে দিয়ে মায়ের অবাধ্যতা করাত। আর তার পুরস্কার স্বরূপ দু একটা খুচরো শাস্তিস্বরূপ কানমলা, চিমটি কাটা জুটত। মা আক্ষেপ করে বলত তোকে এতো করে সাবধান করলুম তবু কথা শুনলিনি। সেই মার খেতে হল! আমার সান্ত্বনা ছিল এই যে এই মারটার জন্য মা নিজে দুঃখ পেতেন।

যাই হোক তখনকার দিনে এখনকার মতো চৈত্র সেলের মাধ্যমে ১লা বৈশাখ আবাহন হত না। পয়লা বৈশাখে নতুন পোশাক পরতে হয় সেটা এই হালফিলের ঘটনা। পুরনো জামা প্যান্ট কাচা থাকত তাই পরতেই আনন্দ। কোকিলের ডাক আর গাছের নতুন পাতা, আমের নতুন ছোট ছোট গুটি, গাছে গাছে সজনে ডাঁটা দেখে বোঝা যেত খুব শীঘ্রই ১লা বৈশাখ এসে যাবে।

আমাদের মাটির ঘরকে একটু ঝাড় পোচ করে সাফ সুতরো করা হত বাংলা বছরকে বাড়িতে বরণ করার উদ্দেশ্যে।

বাড়ির সামনেই একটা বড় পুকুর ছিল। অনেক শরিক। ১লা বৈশাখের দিন সকাল বেলা থেকে পাড়ার ছেলে বউরা ছাফনী জাল

নিয়ে নেমে পড়ত। পুকুর গুলানো হতো। তখনকার দিনে গ্রামে গঞ্জে গ্রীষ্মকালে পুকুর গুলানোর চল ছিল। জাল দিয়ে মূল মাছ ধরে নেওয়ার পর এই পুকুর গুলানো হতো। অনেকে নেমে মাছ ধরত। গ্রীষ্মকালে পুকুরের জল এমনিতে কমে যায়। অনেক লোক একসঙ্গে নামার ফলে সহজেই জল গুলিয়ে উঠত। জল যত কাদাময় হয়ে যেত ততই ছোট ছোট মৌরলা, পুঁটি, চিংড়ি, চেলা, ন্যাদস মাছ জলের উপর ভেসে উঠত। তখন জাল দিয়ে সহজেই সেই সব মাছকে ধরা যেতো। একজন যত মাছ ধরবে তা দুভাগ হতো। এক ভাগ পুকুর মালিকের আর একভাগ যে ধরবে তার। বাবা সকাল বেলায় নেমে যেতেন পুকুরে। ফলে পয়লা বৈশাখ মাছের ঝাল আর ভাজা খাবার অভাব ঘটত না। আর সেই সব মাছের স্বাদ আজও যেন মুখে লেগে আছে।

আমাদের পাড়াটা ছিল পাকা রাস্তার উত্তর দিকে। বোষ্টম পাড়া হিসেবে খ্যাত। এই বৈষ্ণবদের ছিল মদন মোহন ঠাকুর। মাটির ঠাকুর ঘর ছিল। কাঠের মদন মোহন আর রাধার মূর্তি ছিল। নিত্য অন্ন ভোগ বাধা ছিল। এই ঠাকুর ছিল তিন শরিকের। ১লা বৈশাখের দিন রাস্তার দক্ষিণ দিকের জানা পাড়া থেকে লোকজন আসত খোল করতাল বাজিয়ে হরিনাম করতে করতে। অনেকের হাতে থাকত রঙিন কাগজের পতাকা পাটকাঠি মাথায়। জানা পাড়ার গোষ্ঠ মেলার জন্য আমাদের ঠাকুরকে নিয়ে যেতো।

আমাদের পাড়ার ঠাকুরকে নিয়ে এসেছে– এটা যে আমার কাছে কি গর্বের ছিল তা বলে বোঝানো যাবে না। যে গান তারা গাইতে গাইতে আসত তার কিছু লাইন আজও মনে আছে– 'আয় আয়/কানু বাজাইয়া বেণু/আয় আয় সবে গোষ্ঠে যাই। আর একটা গান ছিল– 'জয় রাধা শ্যাম একাসনে মিলেছে ভাল/আবার রাই আমাদের হেম বরণী শ্যাম চিকন কালো/আমাদের পাড়ার লোকেরা মূর্তিকে কোলে করে নিয়ে যেত। গোষ্ঠ হয়ে গেল তারা হরিনাম সহযোগে দিয়ে যেত।

ঠাকুর চলে যাওয়ার পর আমাদের তাড়া পড়ত গোষ্ঠে যাওয়ার। পরিষ্কার জামাটামা পরে দাদার সঙ্গে জানা পাড়ায় গোষ্ঠ দেখতে যাওয়া ছিল ১লা বৈশাখের অঙ্গ। খুব ভিড় হতো। মেলায় গিয়েই আগে আমাদের ঠাকুরের কাছে যেতাম। মেলায় বট পাতায় করে গরম ঘুঘনি তাল পাতার চামচ দিয়ে খাওয়া। আর ছিল তালগুড়ের পাটালি দিয়ে ফুটিক খাওয়া (পাকা কাঁকুড়)। উপড়ি পাওনা ছিল গাজন দেখা। প্রতি বছরই রাক্ষসের মুখোশ পড়ে একটা লোক আসত। আবি ওইটা দেখে খুব ভয় পেতাম। মজা পেতাম নিধিরাম জানার গাজন দেখে। একটা বাঁশের আগড়ের উপর কামার শালা তৈরি হতো। সেই আগড়টা চারজন লোক কাঁধে করে বয়ে আনতো। তার উপরে নিধিরাম জানা কামার শালের হাপড় সাজত। পাছায় রং মেখে একবার উঠত একবার বসত।

নতুন বছরের নব রবি এরই মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে ঢলে পড়ত। অন্ধকারে বাড়ি ফেরার তাড়া। তারই মধ্যে আমাদের মদনমোহনকে একবার দর্শন করে বাড়ির পথে ভিড়ের মধ্যে পা বাড়াতাম। বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ১লা বৈশাখের সব উত্তেজনা শেষ হতো। আবার এক বছরের অপেক্ষায় থাকা।

পার্থবাবুর সত্য ঢাকার অপচেষ্টা

উজ্জ্বল গোঁসাই : আমরা সিনেমায় এমন দৃশ্য অনেকবার দেখি যেমন একজন আসামী জেল খাটছে। জেলারের সঙ্গে যোগসাজশ করে কয়েক ঘন্টার জন্য বাইরে এলো। বাইরে এসে সে খুন করল। আবার যথারীতি জেলে চলে গেল। কেউ প্রত্যক্ষদর্শী যদি সাক্ষী দেয় যে সে ওই ব্যক্তিকে খুন করতে দেখেছে, তবে আদালতে সে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে। কারণ রেকর্ড বলছে যে ওই ব্যক্তি ওই সময় জেলের গরাদে আটক ছিল। খুন যে হয়েছে একথা সত্য তবে তথ্য প্রমাণের অভাবে খুনিকে ধরা গেল না। কিন্তু আদালত যদি বলে যেহেতু খুনি ধরা পড়েনি তাই খুনটা হয় নি সেটা কেমন হবে? আদালতের প্রতি মানুষের আর বিশ্বাস থাকবে কি। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ও তৃণমূলের মহাসচিব মহামান্য পার্থ চট্টোপাধ্যায় মশাই আমাদের এই তথ্য প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে চাইছেন যে প্রাক পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে কোথাও কোনও গণ্ডগোল হয়নি। কারণ তৃণমূল যে সংখ্যায় নমিনেশন জমা দিয়েছে বিরোধীরা প্রায় সমান বা তার থেকে সামান্য বেশি জমা দিয়েছে। যদি তৃণমূল বিরোধীদের নমিনেশানে বাধা দেয় তাহলে এতো নমিনেশান জমা পড়ে কী করে? তথ্য দিয়ে সত্য ঢাকার কী প্রাণান্ত প্রয়াস! সত্যি এমন রাজনীতিকদের চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি জানালেও কম সম্মান জানানো হয় বোধহয়। কী অবলীলায় তিনি তথ্য ঘেঁটে সত্য বের করে আনছেন। পার্থবাবু বা অন্য তৃণমূল নেতাদের বিবৃতি শুনে মনে হয় সত্যি রাজনীতি করা যার তার কম্ম নয়। মিথ্যা বলব না, সত্য চাপা দেওয়ার সুনিপুণ চাতুর্য্য আয়ত্ত্ব করা কম অধ্যবসায়ের নয়।

তবে পার্থবাবুরা অনেক সময় সময়ের সাথে তাল মেলাতে অপারগ হন। তাই মানুষ সত্যটা ঠিকই বুঝে যায়। সিনেমার ওই দৃশ্যটার কথাই ধরা যাক সর্বত্র সিসি ক্যামেরার ছড়াছড়ি। ধরা যাক ওই কয়েদিটা যে স্থানে খুন করছে সেখানকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজে তা ধরা পড়ল। এবং ওই সময়ে জেলের সিসি ক্যামেরায় দেখা গেল আসামী জেলে নেই। তখন কিন্তু খুনি আর ছাড় পাবে না। এবং খুনির সাথে যুক্ত জেলের পদাধিকারীরাও শাস্তি পাবে। এই আপগ্রেডেড তথ্য প্রযুক্তির যুগে পুরানো প্রথার তথ্য প্রমাণের কার্যকারিতা আর থাকে না এটি ভুললে তো চলবে না।

শুধু সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরা ভেঙে দিলেই তথ্য প্রমাণ লোপাট করা যায় না। কারণ এখন প্রত্যেকের হাতে হাতে তো মোবাইল ফোন। ক্যামেরা ভাঙার ছবি তুলে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে বিভিন্ন চ্যানেলে ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষ চোখে যা দেখছে সেইটা বিশ্বাস করবে না নেতাদের মুখের বিবৃতিকে বিশ্বাস করবে? তাই আজ আর তথ্য দিয়ে সত্যকে চাপা যায় না। আর সঠিক তথ্যটা হল এইরকম মনে করি তৃণমূলের নমিনেশান জমা ২০০০টা। যদি জমা দেওয়া অবাধ হয় তাহলে তৃণমূলের ২০০০টা জমা পড়ল বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের ১৬০০ টাক জমা পড়ার কথা আর তিনটে বিরোধীদলের ৬০০০ জমা পড়ার কথা এবং নির্দলের ২০০০টা জমা পড়ার কথা। ফলে তৃণমূলের ২০০০ জমা পড়লে বিরোধীদের ৯৬০০ টাকা জমা পড়ার কথা। পার্থবাবুর কাছে সেই তথ্যটা কি আছে? যদি না থাকে তাহলে বুঝতে হবে মনোনয়ন অবাধ হচ্ছে না। এবং মানুষ সেটা জানে।

দূষণ টেক্কা দিচ্ছে যাবতীয় মারণব্যাধিকে

এই পৃথিবী ও তার সমস্ত জীবকুল একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, পাহাড় ও মেরুর বরফ গলে যাচ্ছে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, মরুভূমি এগিয়ে যাচ্ছে, ঝড়ের প্রকোপ বাড়ছে, বৃষ্টি কমে আসছে, মোট কথায় এই পৃথিবী, আমাদের একমাত্র বাসস্থান দিন দিন বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। শুধু মানুষ নয় ক্রমশ অন্যান্য প্রাণীদের পক্ষেও এই গ্রহে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে? অনেক প্রাণী তো অবলুপ্ত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এই প্রেক্ষিতে পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তন নিয়ে আমাদের এই বিশেষ ধারাবাহিক প্রতিবেদন।

নিজস্ব প্রতিনিধি: আমাদের পৃথিবীর একটা অদ্ভুত ধরন হল, প্রাকৃতিক নানান কারণে এর বহির্ভাগ যুগে যুগে কখনো ঠাণ্ডায় জমে যায়, আবার কখনো গরম হয়ে বরফ গলে জল হয়ে যায়। এখনো পৃথিবীর আবহাওয়া ক্রমশ গরম হচ্ছে,এটাকে বিজ্ঞানীরা বলছেন বিশ্ব উষ্ণায়ন (গ্লোবাল ওয়ারমিং) কিন্তু এবার পৃথিবী কোন প্রাকৃতিক কারণে গরম হচ্ছে না। এবার পৃথিবী গরম হওয়ার পিছনে মানুষের কার্যকলাপ দায়ী। গ্লোবাল ওয়ার্মিং তত্ত্বের জনক ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী জেন ব্যাপ্তিস্টে জসেফ ফরিয়েঁ (Jean Baptiste Joseph Fourier) 1827 সালে প্রথম গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির কথা বলেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন মানুষের জীবনযাপন ও ক্রিয়াকলাপ কিভাবে গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপাদন করছে ও এই পৃথিবীকে গরম করে তুলছে।

এটা হচ্ছে মূলত তিনভাবে। এক, শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানা যেমন দ্রুত বাড়ছে, দ্বিতীয়ত,তেমনি সভ্যতার আধুনিকীকরণের ফলে মানুষ তার দৈনন্দিন কাজে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে। সেই কারণেই কয়লা, কেরসিন, পেট্রল, ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বা।ছে, আর অধিক গ্রীন হাউস গ্যাস উপাদনের ফল বিশ্ব উষ্ণায়ন। তৃতীয়ত, মানবসভ্যতার বিকাশ শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে অবাধে গাছ কাটা হয়েছে, হচ্ছে। ফলত একদিকে গ্রিনন হাউস গ্যাসের বৃদ্ধিতে যেমন সূর্য থেকে আসা তাপ আরও বেশি পরিমাণে বায়ু মণ্ডলে শোষিত হচ্ছে, অন্য দিকে সেই তাপকে শোষণ করার মতন গাছের সংখ্যাও দিন দিন কমছে। এতে বিশ্ব উষ্ণায়নের বিপদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে বায়ু দূষণ।

বাতাস, বিশুদ্ধ বাতাস... পৃথিবী নামক এই গ্রহে জীবনের অস্তিত্বের প্রধানতম শর্ত। যার অভাবে আমরা মুহূর্তকালও বাঁচতে পারি না। নগরজীবন, শিল্পোন্নয়ন, দৈনন্দিন সুখ–সুবিধা, ব্যবসায়িক লাভ, এসবের দোহাই দিয়ে আমরা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তটা বিঘ্নিত করে চলেছি। এক টা তথ্য তুলে ধরা যাক, একটা চার চাকার গাড়ি ৪০ কিমি বেগে ছাব্বিশ হাজার মাইল রাস্তা চলতে যত কার্বন–ডাই–অক্সাইড উপাদন করে, সেটা শোষণ করতে এক একর অরণ্যের এক বছর সময় লাগে। এই দূষণের ফলে শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ, এমনকি মস্তিষ্ক, স্নায়ু, লিভার বা কিডনির রোগ পৃথিবী জুড়ে মহামারির আকার নিচ্ছে।

১৮৮০ সালে গডার্ড তাপমাত্রা হিসাব (Goddard Temperature Record) অনুসারে বাতাসে co2র পরিমাণ ছিল ২৮৫ ভাগ /মিলিয়ন। ১৯৬০ সালে NOAA'S Mauhaloa Observatory পরিমাপ করে দেখা হয় CO2 পরিমাণ বেড়ে দাঁ।য়েছে ৩১৫ ভাগ /মিলিয়ন। আর বর্তমানে সেই হিসাব ৪০০ ভাগ /মিলিয়ন অতিক্রম করেছে। অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাসের কথা বাদ দিয়ে যদি শুধু কার্বন–ডাই–অক্সাইডের কথা ধরা হল।

আমাদের দেশের অবস্থা আরও সংকটজনক। ফ্রিজ, টিভি, এসি, গিজার, ওয়াশিং মেশিন, গাড়ি এসব ঘরোয়া জিনিসের ব্যবহারের জন্য গ্রিন হাউস গ্যাসের উৎপাদন ভারতে কম হলেও, জ্বালানী কাঠ ও জৈব শক্তি জ্বালানীর ব্যবহার এখানে খুব বেশি। তদুপরি, ভারতে চাষের অবশিষ্টাংশ তুলে না ফেলে জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রবণতা আছে। এই কারণে ব্যক্তিপিছু গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ ভারতে কম হলেও সার্বিক ভাবে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণে চিন ও যুক্তরাষ্ট্রের পর ভারতের স্থান তৃতীয়।

বিভিন্ন সমীক্ষায় ভারতে দূষণের যে চিত্র ধরা পড়েছে তা সত্যি ভয়ঙ্কর। Global Burden of Disease–এর ২০১৩র একটি সমীক্ষা ভারতে মৃত্যুর কারণ গুলির মধ্যে পঞ্চমতম হল দূষণ। এর জন্য প্রতি বছর ভারতে লক্ষ্যেরও বেশি লোকের মৃত্যু হয়। সাম্প্রতিকতম গবেষণায় দেখা গেছে ভারতে ৩ কোটির বেশি শিশু শ্বাস রোগে আক্রান্ত। WHO–র মতে পৃথিবীর দূষিততম ২০ টি শহরের মধ্যে ১৩ টি ভারতে। সম্প্রতি বেজিংকে পেছনে ফেলে দিল্লি পৃথিবীর দূষিততম শহরের তকমা পেয়েছে। দিল্লিতে শিশুদের যে দূষণ সহ্য করতে হয় তা বাচ্চাদের দূষণ সহ্যশক্তির চারগুণ। অধূমপায়ীদের ওপর ২০১৩ সালে একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে গড় ইউরোপীয়দের তুলনায় গড় ভারতীয়দের ফুসফুস ৩০% বেশি দুর্বল। সম্প্রতি মেডিক্যাল জার্নাল দ্য ল্যানসেট–এর একটি সমীক্ষায় দেখেছে বায়ু দূষণের কারণে ভারতে প্রতি মিনিটে ২ জনের মৃত্যু হয়। এই কারণে বছরে মৃত্যুর সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়ায়।

আর বায়ু দূষণের প্রেক্ষিতে আমাদের প্রিয় শহর কলকাতার অবস্থাই বা কেমন? Scientific and environmental research institute 2009 সালে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে কলকাতার বাতাসে suspended particulate matter (SPM) ছিল ৫১১, যা কলকাতাকে ভারতের দূষিততম মহানগরে পরিণত করেছে। মুম্বই (SPM– ৩২২), দিল্লি (SPM– ২৩৪), চেন্নাইকে (SPM– ১৭৬) হারিয়ে কলকাতা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইন্সিটিউট ৬ বছর ধরে একটি গবেষণা করে ২০০৭ সালে রিপোর্ট করে, যাতে দেখা যায় দূষণের কারণে কলকাতার ৭০% লোক কোনও না কোনও শ্বাস জনিত সমস্যায় ভুগছে, যেমন লাং ক্যানসার, ডিস্পিনিয়া এবং অ্যাশমা। চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইন্সিটিউট আরও দেখে প্রতি ১০,০০০ মানুষের মধ্যে ১৮.৪ জন লোক লাং ক্যানসারে ভুগছে কলকাতায়। দূষণের কারণে বাচ্চাদের মধ্যে শ্বাসকষ্ট হওয়ার প্রবণতা খুব বেড়ে গেছে। Central Pollution Control Board লক্ষ্য করেছে কোলকাতায় লাং ক্যানসারের সংখ্যা একক শহর হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক। Center For Science And Environment কলকাতাকে লাং ক্যানসারের রাজধানী (lung cancer capital of India)–র তকমা দিয়েছে। ইন্ডিয়া টুডে ৭ জানুয়ারি, ২০০৯ সংস্করণ–এ অভিজি দাশগুপ্ত বায়ু দূষণের প্রেক্ষিতে কলকাতাকে দিল্লির থেকে ২.৫ গুণ দূষিত শহর বলে আখ্যায়িত করেন। অর্থাৎ বায়ু দূষণের বিষয়ে ভারতের পুরনো রাজধানী নতুন রাজধানীকে মাঝে মাঝেই টেক্কা দিয়ে দেয়। স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ এর দেওয়া তথ্য অনুসারে শীতকালে কলকাতার কোনও যানবাহন বহুল ব্যস্ত রাস্তায় অনেকক্ষণ দাঁড়ালে প্রশ্বাসের সঙ্গে যে পরিমাণ বেঞ্জিন শরীরে ঢুকে যাবে তা দৈনন্দিন ১০০ টা সিগারেট খাওয়ার সমান ক্ষতিকর। সাধারণত শ্বাসের সঙ্গে ১৫ বছরে যে পরিমাণ বেঞ্জাপাইরিন ফুসফুসে যাওয়া সম্ভব নয়, মাত্র টানা আট ঘণ্টা গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে সেটা সম্ভব।

ইতালির বিখ্যাত অনলাইন সংগঠন LIFEGATE, যারা মানবসমাজে স্থিতিশীল উন্নয়ন আনার কাজে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তারা দেখেছেন ১৯৯৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত জঙ্গি আক্রমণে ভারতে ৬৫,৯০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্য দিকে শুধুমাত্র বায়ু দূষণের কারণে এই সময় কালে ভারতে মৃত্যুর সংখ্যাটা দ্বিগুণেরও বেশি। আর এটা শুধু ভারতের ব্যাপারে নয় আন্তর্জাতিক ভাবে সত্য।

তাই আন্তর্জাতিক ভাবেই রাষ্ট্রশক্তিগুলো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। ২০১৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর পৃথিবীর ১৯৫ টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠক হয়, বিশ্ব উষ্ণায়ন ঠেকাতে রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দেশিকা মেনে সমঝোতা হয় ১৯৫ টি দেশের মধ্যে। পৃথিবীকে রক্ষার তাগিদে দেশগুলি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। এতেই স্পষ্ট যে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও তার ফলে হতে চলা বিপর্যয় নিয়ে গোটা পৃথিবী কতটা উদ্বিগ্ন। কিন্তু এই দায় শুধু দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র বা প্রশাসনের হাতে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। সমষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্যষ্টিকেও সতর্ক হতে হবে। আর আজ যদি আমরা সতর্ক না হই, আগামী দিনের সব খারাপের দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে, Fresh air impoverishes the doctor। বিশুদ্ধ বায়ু ডাক্তারকে গরিব করে, আর আজ দিনে দিনে সেটার অভাবে আমরা রোজগারের বড় অংশ খরচ করছি ডাক্তারের পেছনে। বিশুদ্ধ বাতাস এটার দরকার আজ সবথেকে বেশি।

পাঠকের কলমে

তৃণমূল মানে অহংকারে বোনা
ভাষার নাটকে চলনে বলনে নয়কো
আজকে সোনা
তৃণমূল মানে নেতাজি ফাইলে জালি
সেলেবাস নিয়ে সুগতর হাতে কাঁচি
তৃণমূল মানে ভোটের প্রহসন
কাগজে কলমে বিজ্ঞাপনে 'অবাধ
নির্বাচন'
তৃণমূল মানে সাংবাদিকের শালীনতা
রোখা দায়
বিরোধী শূন্য সব কিছুকেই গিলে
খেতে শুধু চায়

শেখ ফিরোজ, পূর্ব বর্ধমান

বিজেপি দলের প্রেস কনফারেন্স–এর ছবি দেখলাম টিভিতে। তৃণমূলের বুদ্ধিজীবীদের পাল্টা কিনা জানিনা। অচিন্ত্য বিশ্বাস, স্মৃতি সরকার, অভিজিৎ বাবুদের মত প্রাক্তন উপাচার্যদের ভিড় দেখলাম, এনারা লাল আমলে পরবর্তীতে পরিবর্তন এর সময়ে নানা সুযোগ নিয়েছেন। কাজ কর্মে এনারা স্বচ্ছ ছিলেন না বলেই দিদি এনাদের অব্যাহতি দিয়েছিলেন। এই সব 'বুদ্ধিজীবী'দের নিয়ে বিজেপি ঘর ভরাতে চায়। বাংলার মানুষ সব দেখছেন, সব বুঝছেন।

সুকান্ত যোসেফ, বারাসত

'মদে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় গরিব মানুষদের'– উক্তিটি কার জানেন, আমাদের প্রতিবেশি বিহার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের। গত ৪ এপ্রিল বিহারে মদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির দু'বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে বিহার রাজ্যের আবগারি দফতর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার এ কথা বলেন। এদিকে বর্তমান সময়ে শোনা যাচ্ছে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে যতো জন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে এ রাজ্যের গরিব মানুষদের কথা সবচেয়ে বেশি ভাবেন, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তা হলে প্রশ্ন, প্রতিবেশি বিহার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই দৃষ্টান্তমূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়টি কী এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপ্ত ভাবনায় কী কখনও ভাবিত হয়েছে? শ্রদ্ধেয়া মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আপনি কী বলেন? প্রসঙ্গত যদিও এ রাজ্যের রাজস্ব আয়ের মূল উৎস তো ওই আবগারি দফতর।

প্রলয় হালদার, সরসুনা, কলকাতা ৬১

পাঠকের নিজস্ব মতামত : সম্পাদক দায়ী নয়

বীরভূম

বিস্ফোরনে উড়লো গৃহবধূর হাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার সকালে চা করার জন্য উনুন জ্বালাতে কেপে উঠে গোটা বাড়ী। উড়ে যায় রাবিনা বিবি নামে এক মহিলার বাম হাত। ঝলসে যায় রাবিনার আট বছরের ছেলে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম জেলার রুকুনপুর গ্রামে। মা ও ছেলেকে চিকিৎসার জন্য রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ছেলেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। রাবিনাকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রাবিনার পরিবার কংগ্রেস সমর্থক বলে জানা গিয়েছে। আমোদপুর থেকে রাবিনার স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উনুনে বোমা রাখাছিলো বলে অনুমান প্রতিবেশীদের। গোটা ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মল্লারপুর থানার পুলিশ।

বিদ্যালয়ের উদ্বোধনে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২রা এপ্রিল রাজনগর ব্লকের গোবরা গ্রামে ইংরাজী মাধ্যম সরকারি মডেল বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন জেলাশাসক পি. মোহনগান্ধী। উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমাশাসক কৌশিক সিনহা,অতিরিক্ত জেলাশাসক(উন্নয়ন) রঞ্জনকুমার ঝা,মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক রেজাউল হক,রাজনগর ব্লকের বিডিও দীনেশ মিশ্র সহ শিক্ষক শিক্ষাকমী,ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকেরা। ছয় একর জায়গায় তৈরী হয়েছে স্কুলভবন। সাতজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক,তিনজন অশিক্ষক কমী, একজন ঝাড়ুদার। পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেনী পর্যন্ত ৭২জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে পথ চলা শুরু হলো।

কালবৈশাখী কমালো গরম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিলো বীরভূম জেলার বাসিন্দারা। সোমবার বিকাল থেকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি হয় চিনপাই সহ বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে। ধুলোঝড়ও হয়। বিদ্যুৎহীন থাকে বিস্তীর্ন এলাকা। ৭ই এপ্রিল চিনপাই সহ জেলার বিভিন্নপ্রান্তে দুপুরের দিকে কালবৈশাখীর প্রাদুভাব ঘটে। দুপুর থেকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রচন্ড বৃষ্টি হয়। অনেক জায়গায় শিলাবৃষ্টিও হয়। বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে বিস্তীর্ন এলাকা। বলাই যায় ভ্যাপসা গরম থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পেলো জেলার বাসিন্দারা।

মনোনয়নে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭ই এপ্রিল শনিবার সকালে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কান্ড বাধলো মহম্মদবাজারে। বাশঁ,লাঠি,তির ধনুক সহযোগে আদিবাসীদের সঙ্গে নিয়ে মহম্মদবাজার বিডিও অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাচ্ছিলো বিজেপি। পুলিশ অস্ত্রসহ মিছিল শেওড়াকুড়িতে আটকালে পথ অবরোধ করে বিজেপির কমীসমর্থকরা। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে বিজেপির কমীসমর্থকরা এগিয়ে গেলে তৃনমূলের সাথে তাদের ব্যাপক সংঘর্ষ বেধে যায়। মুড়ি মুড়কির মতো বোমা পড়তে শুরু করে। চলে ব্যাপক ইটবৃষ্টিও। পুলিশ রবার্ট বুলেট ও কাদানি গ্যাসের সেল ফাটায়। বীরভূম জেলার পুলিশসুপারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। পরে বিজেপির প্রাথীরা মনোনয়নপত্র জমা দেয়। এই ঘটনায় ১০০৫৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। একজন ছাত্র,ছয়জন সিপিএম কমী,কুড়িজন বিজেপি কমীসমর্থক সহ আটাশজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সিউড়ি আদালতে ধৃতদের তোলা হলে ধৃতদের প্রত্যেককে শর্তাধীন অস্থায়ী জামিন দেন মহামান্য বিচারক। অন্যদিকে পুলিশ এবং শাসকদল তৃনমূল কংগ্রেস মনোনয়ন জমা দিতে বাধা দিয়েছে বলে অভিযোগ করলো বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। ৬ই এপ্রিল মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে উড়েজনা ছড়ায় নলহাটিতে। বিজেপি কমীদের পাটি অফিসে আটকে রাখার অভিযোগ উঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসে পুলিশের লাঠিচার্জের ভয়ে পালাতে গিয়ে ৬০নং জাতীয় সড়কে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক বিজেপি কমীর বলে অভিযোগ বিজেপির। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি করার অভিযোগ উঠে বিজেপি কমীসমর্থকদের বিরুদ্ধে। পুলিশ রবার্ট বুলেট ও কাদাঁনি গ্যাসের সেল ফাটায়। ৬০নং জাতীয় সড়কে বন্ধ থাকে যান চলাচল। নলহাটি বিজেপি পার্টি অফিস থেকে ১৭টি তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। বিজেপি যুবমোর্চার রাজ্য নেতা ধ্রুব সাহা সমেত ২৫জনকে আটক করেছে পুলিশ। ৭ই এপ্রিল সকালে রামপুরহাটে সিপিএম এবং কংগ্রেস যৌথভাবে মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়ার সময় তাদের আটকায় পুলিশ বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে মনোনয়নপত্র জমা না দিয়ে ফিরে যায় বাম – কংগ্রেস। তাদের বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে পুলিশ। রবিবার সকালে সিউড়ি চৈতালী মোড়ে বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে অসতর্কিতে হামলার অভিযোগ উঠে তৃনমূলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার বোলপুর এবং রামপুরহাটে লাঠি,তলোয়ার সহ অস্ত্র নিয়ে বাইক মিছিল করার অভিযোগ উঠে তৃনমূলের বিরুদ্ধে।

রাজনগরে জোড়া আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজনগর বড়বাজারে বিশ্বজিৎ দত্ত ওরফে বাবন নামে এক যুবক গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। গাংমুড়ি – জয়পুর পঞ্চায়েতের হীরাপুর গ্রামে বাবুজয় মারান্ডী নামে আটাশ বছরের এক যুবক নিজের বাড়ীতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মাথা ফাটলো প্রাক্তন সাংসদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রথমদিন থেকেই অশান্তির কারনে সংবাদের শিরোনামে ছিলো বীরভূম জেলা। ৫ই এপ্রিল নলহাটি–১নং ব্লকে কংগ্রেস এবং সিপিএম যৌথভাবে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠে তৃনমূলের বিরুদ্ধে। মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রামচন্দ্র ডোমের। বোমায় জখম সিপিএম নেতা হীরু লেট আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতায় চিকিৎসাধীন। জখম হয় সিপিএম নেতা গৌতম ঘোষ। প্রাক্তন সাংসদ রামচন্দ্র ডোম এবং গৌতম ঘোষের চিকিৎসা হয় নলহাটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। নলহাটিতে সকাল থেকে মুড়ি মুড়কির মতো বোমা পড়ছিলো বলে অভিযোগ বিরোধীদের। দুস্কৃতীদের ছোড়া বোমায় জখম হয় একটি দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক। মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার সময় মুরারই রেলগেটে আটকিয়ে সিপিএম নেতাকমীদের মারধর করার অভিযোগ উঠে শাসকদল তৃনমূলের বিরুদ্ধে। দুকড়ি রাজবংশী,আনোয়ার আলি সহ ২৫জন সিপিএম কমী সমর্থক জখম হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট জখম চার ঠিকাকমী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৮শে মার্চ শান্তিনিকেতন থানার উত্তরনারায়নপুর গ্রামে ৩৩ হাজার ভোল্টে কাজ করার সময় নিচের ফেজে পা লেগে যায়। তারে জড়িয়ে ঝুলতে থাকে ভবতারন ঘোষ নামে এক ঠিকাকমী। অন্য ঠিকাকমীরা বাশঁ দিয়ে খোচাঁ মেরে নীচে ফেলে। ভবতারন আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জখম ঠিকাকমী প্রসেনজিৎ বাগ্দী,শেখ শাহমত,নারায়ন টুডু বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গ্রেপ্তার অভিযুক্ত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলা বিজেপি সাধারন সম্পাদক কালোসোনা মন্ডলকে ছুরি মারার ঘটনায় ৩রা এপ্রিল রাতে সিউড়ি রুটিপাড়া থেকে শেখ শেরু নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করলো সিউড়ি থানার পুলিশ। গত ৩রা এপ্রিল সকালে সিউড়ি জেলাশাসক দপ্তর থেকে বেরিয়ে আসার সময় বিজেপির তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলকে ঘিরে ধরে তৃনমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা। মারধর করার সময় শেখ শেরু নামে তৃনমূলের এক দুস্কৃতী পিছন থেকে কালোসোনা মন্ডলের কোমরে ছুরি চালিয়ে দেয় বলে অভিযোগ।

উন্নয়নে পশ্চিম মুড়ালিতে তৃণমূল প্রার্থীর পালে হাওয়া

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত–১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পশ্চিম মুড়ালি গ্রাম। ১১ নম্বর সংসদের ২৬ নম্বর পার্ট এটি। বিগত দুটি পর্ব ধরেই গ্রামটি তৃণমূলের দখলে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আবারও তৃণমূলের পক্ষেই জয়ের হাওয়া বইছে। যদিও তৃণমূল প্রার্থী আব্দুল খালেকের বিরুদ্ধে এখানে সিপিএম, বিজেপি সহ একজন নির্দল প্রার্থীও আছেন। কিন্তু উন্নয়নের নিরিখে ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই গ্রামটি তুলনামূলকভাবে অনেকটা এগিয়ে থাকায় এলাকার মানুষ আবারও তৃণমূলের প্রতি আস্থাশীল বলে স্থায়ী বাসিন্দাদের দাবি। এক সাক্ষাৎকারে আব্দুল খালেক জানান, ২০০৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নির্দল প্রার্থী হিসেবে। প্রথম দাঁড়িয়েই সেবার ৫৯ ভোটে জয় লাভ করেন। পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি–আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তৃণমূলে যোগ দেন। পরবর্তীতে এই আসনটি মহিলা সংরক্ষিত হলে তাঁর স্ত্রী আমিনা বিবি তৃণমূল প্রার্থী পদে দাঁড়ান ও জয়ী হন। বিগত এই পর্ব দুটিতে গ্রামীণ এই এলাকার যে উন্নয়ন হয়েছে, তাতে বাসিন্দাদের আধিকাংশই আব্দুল খালেকের পাশে আছে। প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম সড়ক যোজনায় জেলা পরিষদের টাকায় গ্রামের প্রধান রাস্তাটি প্রায় ৪ কিমি পিচের তৈরি হয়েছে। এছাড়া গ্রামের সব কটি রাস্তা ও গলি বিগত

দুটি পর্বে কংক্রিট ঢালাই হয়েছে। বিধায়ক তহবিল থেকে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা রাস্তা সংস্কারে ব্যয়িত হয়েছে। সাংসদ তহবিলের টাকায় রিজেন্ট গার্মেন্টস–এর সামনে বাস স্টপ নির্মিত হয়েছে। পাশাপাশি নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কার করা হয়েছে। ইন্দিরা আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, গীতাঞ্জলি মাইনোরিটি ও বিধবা আবাস যোজনায় বিগত দুটি পর্বে মোট প্রায় ১৩০টি পরিবারকে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় অনির্বনা সংঘ ক্লাবকে উন্নয়ন খাতে ৪ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। বিদ্যুতায়ন হয়ে প্রায় ১০০ শতাংশ। এই সঙ্গে একশো দিনের কাজে পুকুর খনন, পাড় বাঁধানো সহ নিকাশি কাজ সম্পন্ন হয়েছে প্রায় ৯৫ শতাংশ। জানালেন, গ্রামের মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ১১৯২। এলাকায় একটি স্কুল সহ ১টি এসএসকে ও ২টি আইসিডিএস চলছে। এসএসকের নিজস্ব ভবন তৈরি করা হয়েছে। কন্যাশ্রী দেওয়া হয়েছে ১৫টি এবং বিধবা ও বার্ধক্যভাতা ১৭টি। এবারে জয়ী হলে জরুরীকালীন তৎপরতায় গ্রামে জলের চাহিদা ও রাস্তায় আলোর কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে উল্লেখ করেন। স্থানীয় প্রতীক সংঘ ক্লাবের প্রায় সাড়ে চার কাঠা জমিতে আইসিডিএস ও শিশু উদ্যান করা সহ নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের জলাশয়কে বাঁধিয়ে সৌন্দর্যায়নের কথা জানান। ৬০ শতাংশ হিন্দু ও ৪০ শতাংশ মুসলিম বিশিষ্ট এই এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে পদক্ষেপ সহ আরজি পার্টি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জানালেন, অন্যান্য জায়গায় যখন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছে, তখন এখানে হিন্দু–মুসলিম একত্রিত হয়ে নিজেরাই মন্দির–মসজিদ পাহারা দিয়েছেন।

শিক্ষাই ভরসা

প্রথম পাতার পর

চম্পারণ সত্যাগ্রহ নিয়ে পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন আর ২৩ জানুয়ারি কিংবা ২১ অক্টোবর বা ময়রাঙ দিবসেই এক হিরন্ময় নীরবতা। বুদ্ধিজীবী, রংজীবী মানুষেরা শুধু ভোট প্রক্রিয়ার অংশমাত্র। সমাজ জীবনে, রাজনৈতিক পাঠশালায় কিংবা বিদ্যায়তনে রক্তাক্ত আজাদহিন্দের স্বাধীনতার লড়াইকে আন্তরিকভাবে বরণ ও গ্রহণ না করলে আগামীদিনেও এই জাতপাত দীর্ণ, শোষণ, কুসংস্কার আর নিরীহ মানুষের রক্তস্নান দেখতে হবে ভারতকে। বিশ্বের দরবারে ভারত রয়ে যাবে এক উন্নয়নমুখী দেশের তকমা নিয়ে।

আসনের চেয়ে প্রার্থী বেশি

প্রথম পাতার পর

৪))গোসাবা ব্লকের মোট গ্রাম পঞ্চায়েত ১৪/আসন সংখ্যা ১৮৭/মোট প্রার্থী ৪৯১/তৃণমূল ২০৫/বিএসপি ২/বিজেপি১৯১/সিপিআইএম ১৮/কংগ্রেস ৩/আরএসপি ৪০/অন্যান্য ১২/আইএনডি২০।

পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন ৪০/মোট প্রার্থী ১১০/টিএমসি ৪৪/বিজেপি৩৭/সিপিআইএম ৩/আরএসপি১২/কংগ্রেস ৩/অন্যান্য ৩/আইএনডি ৮।।

ক্যানিং মহকুমায় মোট জেলাপরিষদ আসন ১২/মোট প্রার্থী ৬১/টিএমসি ১৪/বিএসপি ১/বিজেপি ১৮/সিপিআইএম ৫/কংগ্রেস ৫/আরএসপি ৫/ফরওয়ার্ডব্লক ১/অন্যান্য ৮/আইএনডি ৪।।

হোটেলে মহিলার দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাকদ্বীপ: হোটেলের বন্ধ ঘর থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার বেলা ১০টা নাগাদ বকখালির মৌমিতা হোটেল থেকে দুর্গামণি বারুইয়ের (২৬) দেহ উদ্ধার করে ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশ। হোটেলের রেজিস্ট্রারে থাকা ঠিকানায় লেখা আছে নামখানার রাজনগরের বাসিন্দা বলে উল্লেখ করা আছে। প্রাথমিক অনুমান দুর্গামণিকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। মহিলার সঙ্গে থাকা পুরুষ সঙ্গী হোটেলের শৌচাগারের কাঁচের জানালা ভেঙে পালিয়েছে। এই ঘটনার পর হোটেলের ম্যানেজারকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। হোটেলটিকে সিল করে দেওয়া হয়েছে। এদিন খুনের তদন্তে হোটেলে আসেন সুন্দরবন পুলিশ জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ।

পুলিশ ও হোটেল সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার দুপুরে দুর্গামণি এক পুরুষ সঙ্গীকে নিয়ে হোটেল উঠেছিলেন। রেজিস্ট্রারে স্বামী–স্ত্রী পরিচয় দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার পর হোটেলের কর্মীরা ঘর বন্ধ দেখে ডাকাডাকি শুরু করেন।

কিন্তু তারপরেও কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। উপুড় অবস্থায় পড়েছিল মহিলার দেহ। পরে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। হোটেলের সিসি ক্যামেরা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে পুরুষ সঙ্গীর নামটি গোপন রেখেছে পুলিশ। রেজিস্ট্রারে থাকা নামটিও সঠিক কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিক্ষুব্ধের লড়াই

প্রথম পাতার পর

কারণ সোনারপুর উত্তরে বনহুগলির লোক কাজ করতো তৃণমূল ভবনে। সুখেনবাবু নাম বলতে অনিচ্ছুক । সেই লোক হচ্ছে নজরুলের পেটোয়া। দলের বদনাম হচ্ছে নিজের ভবিষ্যত গুছিয়ে নেবার জন্য । সুখেনবাবু তৃণমূল থেকে সরে আসার পর চারিদিকে খবর ছড়িয়ে যায় । তারপর থেকে বিজেপি ও কংগ্রেস থেকে কর্মীরা এসে সুখেন বাবুকে দলে যোগদান করতে অনুরোধ করে। সুখেনবাবুর বক্তব্য, আমি চিরকার কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস করে আসছি। সেই কারণে আমি কংগ্রেসে যোগ দেব। সুখেনবাবুর মতো তৃণমূল ছেড়ে অন্য রাজনৈতিক দলে যোগদান করেছেন এরা হোল বিক্ষুদ্ধ তৃণমূল। তিনি এবার কংগ্রেসের হয়ে টিকিট পেয়ে জেলা পরিষদের আসনে জয়ী হবার জন্য লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এগিয়ে নির্দল প্রার্থী

প্রথম পাতার পর

আর গ্রামের গলিপথগুলির অধিকাংশের অবস্থাই বর্ষাকালে দুর্বিষহ হয়। প্রায় ৩–৪ কিমি বিশিষ্ট এই এলাকায় মাত্র দুটি নলকূপ ছাড়া বাকি ন'টি নলকূপই দীর্ঘদিন ধরেই অকেজো। এজন্যে পানীয় জল সংগ্রহে মহিলাদের ব্যাপক ভোগান্তি

মুসলিমা বিবি

হয় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। টাইম কল সাকুল্যে দুটি থাকলেও তাতে প্রায় জল পাওয়া যায় না। বিদ্যুতের ব্যবস্থা সব বাড়িতে থাকলেও রাস্তায় কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই। গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি জুনিয়র হাইস্কুল আছে। জুনিয়র হাই স্কুলটির বয়েস প্রায় ৯ বছর। সূচনালগ্নে যেমন ছিল আজও তেমনিই। একটি হলঘরে পার্টিশনবিহীন ৪টি ক্লাস। কোনও বেঞ্চ নেই। ফলে ছাত্রছাত্রীরা মাটিতে বসেই ক্লাস করে। এসএসকে নেই। দুটি আইসিডিএস থাকলেও একটিতেও শিক্ষক নেই। মিড ডে মিলের মান অত্যন্ত খারাপ। খাবারের রুটিনেরও কোনও ঠিক নেই বলে উল্লেখ করেন বক্তার। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র একটি আছে, ডাক্তারের কোয়ার্টারও আছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই কোনও ডাক্তার থাকেন না।

ফলে সামান্য চিকিৎসার জন্য অধিকাংশ সময়ই বারাসত হাসপাতালে যেতে হয় রোগীদের বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। গ্রামের প্রায় ৭০ শতাংশ লোক ডিজিটাল রেশন কার্ড পাননি। রেশনের ব্যবস্থাও অনিয়মিত। এসমস্ত অভিযোগ ও অনুন্নয়নের নিরিখে এবার মালিয়াকুর গ্রামে কার্যত তৃণমূল প্রার্থীর জনসমর্থন অনেকখানি ব্যাকফুটে। তবে মোট পাঁচজন প্রার্থীর মধ্যে কাজের ও কাছের মুখ হিসেবে নির্দল প্রার্থী মুসলিমা বিবির পালে জনসমর্থনের হাওয়া এখন তুঙ্গে। পাশাপাশি জনসংযোগের ক্ষেত্রেও তিনি অন্যান্য প্রার্থীদের থেকে অনেক সক্রিয় বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিমত।

দিশেহারা নেতৃত্ব

প্রথম পাতার পর

সিপিএমের বিরুদ্ধে লাগাতার দলীয় আন্দোলন সংগঠিত করা নিয়ে একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সোমেন মিত্রের মতানৈক্য চরমে ওঠে। ফলস্বরূপ দলের মধ্যেই আড়াআড়িভাবে একটা ফাটল তৈরি হয়ে যায়। একটা মমতাপন্থী আরেকটা সোমেনপন্থী লবি। মমতাপন্থীরা সোমেন মিত্রকে সিপিএমের দালাল বলেও সোচ্চার হন। ১৯৯২ সালের ২১ জুলাই প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহাকরণ অভিযান কর্মসূচি পালিত হয়েছিল। সেদিন ধর্মতলায় ওই কর্মসূচি চলাকালীন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় গুলিতে ১৩ জন যুব নেতা–কর্মীর মৃত্যু হয়। অভিযোগ ওঠে বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই পুলিশের গুলিতেই ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। সেদিনের ওই আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে আছড়ে পড়ে সারা দেশের কোণায় কোণায়। এমনকী, সারা বিশ্বের তাবড় তাবড় সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেদিনের আন্দোলনের কথা। এরপরও মমতা থেমে থাকেননি। সিপিএমের বিরুদ্ধে তাঁর ধারাবাহিক আন্দোলন চলাকালীন একাধিকবার তাঁকে আক্রান্ত হতে হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে মমতা বুঝে যান যে কংগ্রেস দলে থেকে বাংলার মসনদ থেকে সিপিএমকে উৎখাত করা সম্ভব নয়। তাই তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে বিশ্বস্ত অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেন। কিন্তু, এরপরেও মমতার লড়াইটা অবশ্য সহজ হয়নি। তবে, সিপিএমের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলনের ঝাঁঝ আরও বেড়ে যায়। রাজ্যের যেখানেই সিপিএমের হাতে সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হয়েছে সেখানেই মমতা ছুটে গেছেন। যখনই বামফ্রন্ট সরকার জনবিরোধী কোনও সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখনই মমতার নেতৃত্বে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, সুঁচপুর, নেতাই কাণ্ডে মমতার আন্দোলনে সাধারণ মানুষের নয়নের মণি হয়ে ওঠেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষমেশ তাঁর আন্দোলনের কাছে হার মানতে বাধ্য হয় বামফ্রন্ট সরকার। ২০১১ সালে জনপ্রিয় এই নেত্রীর হাতেই সুদীর্ঘ ৩৪ বছর পর বামফ্রন্ট সরকারের পতন হয়। রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার।

দু'টি পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই সরকারের সাত বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। রাজ্যজুড়ে তাঁর সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প। খাদ্যসাথি, সবুজসাথি, মিশন নির্মল বাংলা, কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, যুবশ্রী.....। কিন্তু, এসবের পাশাপাশি তাঁর তৃণমূল কংগ্রেসটাই যে ক্রমশ শ্রীহীন হয়ে পড়ছে। উপরে চিকনচাকন দেখলে কী হবে, ভিতরে যে গোঁজামিলে পরিপূর্ণ। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই দলের রাশ এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নব্য তৃণমূলীদের হাতে। এই সকল নেতা নেত্রীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নযজ্ঞে শামিল হওয়ার নামে বিভিন্ন দল থেকে এসে তৃণমূল কংগ্রেসে ভিড়েছেন। এখন তাঁদের ভিড়েই রীতিমতো কোণঠাসা আদি তৃণমূল নেতৃবৃন্দ। একসময় যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা ডাকেই বছর কুড়ি আগে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে আসার পরে পদে পদে বিরোধীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, ভিটেমাটি হারিয়েছিলেন, তবুও অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেননি। আজ তাঁদেরই কিনা দিকে দিকে নব্য তৃণমূলীদের একাংশের অন্যায়, অত্যাচার মুখ বুজে হজম করতে হচ্ছে। আদি নেতৃত্বের অনেকেই জানিয়েছেন, এখনকার তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে একদা সিপিএমের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই করা তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও মিল নেই। এখনকার তৃণমূলে দুর্বৃত্তায়নের আমদানি হয়েছে। দলের সিংহভাগ অংশই পরিচালিত হচ্ছে প্রোমোটার, মাফিয়া, দুর্বৃত্তদের হাত ধরে। আর এসবে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন দলেরই রাজ্য নেতৃত্বের একাংশ। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝেমধ্যেই সংবাদমাধ্যমে ফলাও করে জাহির করেন তাঁর সবকিছুতেই নজর আছে। দলের নেতা–কর্মীদের চলন বলন তাঁর অজানা নয়। কে কী করছেন তিনি নাকি সব জানেন। তাহলে তো তৃণমূলের অধঃপতনও দলীয় সুপ্রিমোর চোখে পড়ছে নিশ্চয়ই। কিন্তু, তৃণমূল কংগ্রেসে দুর্বৃত্তায়ন আমদানি হওয়ার পরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে চুপ করে রয়েছেন সেই প্রশ্নই চারিদিকে উঠতে শুরু করেছে। দলের এই অধঃপতনে অত্যন্ত হতাশ আদি নেতৃবৃন্দের অনেকেই দৃঢ় বিশ্বাস, দলে মমতার রাশ আলগা হয়ে গেছে। এখন কোনওভাবেই তিনি এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন না। আর এটা বুঝতে পেরেই দলীয় কর্মীদের একাংশ আরও বেলাগাম ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। এইসব তৃণমূল কর্মীর কাছে দলের সম্মান বড়ো নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি, দলীয় পদ ও ক্ষমতা দখল করে থাকাটাই তাঁদের মূল কথা। সেজন্য যা যা অন্যায় কাজ সবই নির্দ্বিধায় করতে প্রস্তুত তাঁরা। যেমনটা দেখা গেল ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের মনোনয়ন পেশের ক্ষেত্রে।

সুন্দরবনে মানুষের সেবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহিলা বিজ্ঞানী গবেষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : নদী–নালা,গাছ–গাছালির জঙ্গল ঘেরা পৃথিবীর মানচিত্রে বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন।১০২টি ছোট–বড় দ্বীপ নিয়ে গঠিত সুন্দরবন।বর্তমানে ৫৪টির অস্তিত্ব রয়েছে । অধিকাংশ মানুষজনের জীবিকা নির্বাহ করতে হয় সুন্দরবনের নদী–খাড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরে,জঙ্গলে কাঠ,মধু সংগ্রহ করে।এই জীবিকার জন্য বেশির ভাগ সময়ই বাঘের আক্রমণে অনেকে প্রাণ হারায়। ফলে শেষ হয়ে যায় একটি পরিবার।

বৃহত্তম সুন্দরবনের বাসন্তী থানার প্রত্যন্ত গ্রাম মহেশপুর। ওই গ্রামেরই বিশিষ্ট শিক্ষক তথা সমাজসেবী অমল পন্ডিত। তাঁর পিতা প্রয়াত রাখাল চন্দ্র পন্ডিত এলাকায় শিক্ষার প্রসারে যশোদা বিদ্যাপীঠ নামে একটি হাইস্কুল গড়ে ছিলেন নিজের পৈতৃক ভিটের উপর।প্রত্যন্ত এলাকার অসহায় মানুষজনের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও গড়ে ছিলেন।পিতৃদেবের পথ অনুসরণ এবং প্রয়াত শিক্ষাগুরু অধ্যাপক সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অমলবাবু গত প্রায় ২০ বছর আগে নিজেই গড়ে তোলেন একটি অনাথ আশ্রম ।

এই অনাথ আশ্রমে প্রায় প্রতি বছর ২৫–৩০ জন অনাথ দরিদ্র পরিবারের শিশু,বালকদের পড়াশোনা,থাকা,খাওয়া সহ যাবতীয় সরকারী কোনরূপ অনুদান ছাড়াই শিক্ষক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী অমল পন্ডিত ও তাঁর কিছু শুভাকাঙ্খী,সুহৃদয় ব্যাক্তিদের সহযোগিতায় নিঃস্বার্থভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ চালিয়ে আসছেন। সূদূর মার্কিন মূলুক থেকে কোনও এক বিশ্বস্ত যোগাযোগের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সুন্দরবনের অনুন্নত প্রত্যন্ত গ্রাম মহেশপুরে হাজির হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা নৃবিজ্ঞান গবেষক তথা সমাজসেবী ডঃ কেলিন ডাওলার। তিনি সুন্দরবনের প্রত্যন্ত মহেশপুর গ্রামে গিয়ে অমলবাবু ও তাঁর প্রিয় ছাত্র সুন্দরবনের কবি তথা সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদার এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর গবেষণা কাজের পাশাপাশি সুন্দরবনের মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ডঃ কেলিন ডাওলার এর কথায় আনন্দিত হয়ে অমলবাবু বলেন, আমাদের সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামগুলি ভীষণ ভাবে অবহেলিত। চিকিৎসা পরিষেবা,পানীয় জল,বিদ্যু,রাস্তাঘাট,সহ জীবন–জীবিকা খুবই সংকটময় পরিস্থিতি ও দুর্দিনের মধ্য দিয়ে বেঁচে আছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের মানুষজন। এঁদের জন্য সরেজমিনে খতিয়ে দেখে কিছু করুন। আমরা সাধ্যমতো আপনাকে সহযোগিতা করতে বদ্ধ পরিকর। নৃবিজ্ঞান গবেষক ডঃ কেলিন ডাওলার বলেন আমি মূলত গবেষণার কাজে ভারতে এসেছি। সুন্দরবনের এমন প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে আমি অভিভূত ও মুগ্ধ। সুন্দরবনের জল–জঙ্গলের মানুষের কল্যাণে যদি নিজেকে সংযুক্ত করতে পারি তাহলে আমার ইচ্ছা পূরণ হবে। তিনি আরো বলেন ইতিমধ্যে আমি বাংলা ভাষা শিখেছি। খুব ভালোই লাগছে বাংলায় কথা বলতে পেরে। অপাতত গবেষণা এবং সুন্দরবনের মানুষের কল্যাণে একবছর কাজ করবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।সূদূর মার্কিন মহিলাকে নৃবিজ্ঞান গবেষক ডঃ কেলিন ডাওলার কে পাশে পেয়ে আনন্দে মুখরিত সুন্দরবনবাসী।

রান্নার নয়া হেঁশেল

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার উদ্দেশ্যে হুগলি জেলার ধনিয়াখালিতে মৎস্য দফতরের উদ্যোগে শুরু হল 'রেডি টু কুক' প্রশিক্ষণ। গোটা রাজ্যের মধ্যে প্রথম ধনেখালিতে এই প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। হুগলি জেলাতে এই প্রশিক্ষণের প্রায় ১২৬ জন মহিলাকে মাছ কাটা এবং প্যাকেটজাত করার (ফিস প্রাসেসিং ইউনিট) প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রায় ১৬২ জন মহিলাকে 'রেডি টু কুক' তৈরির প্রক্রিয়া (প্রিপারেশন অব ফিস বেসড ফুড) শেখানো হবে। এছাড়া, আরও প্রায় ১২৬ জনকে মাছ চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি শেখানো হবে। আপাতত ধনেখালিতে প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হওয়ার পর প্রায় ১৫ দিন অন্তর ৫০ টন করে মাছ পাঠানো হবে। সেই মাছকে ফিলে কেটে ও প্যাকেটজাত করবেন গ্রামীণ মহিলারা। ফলস্বরূপ তাঁদের দৈনিক প্রায় ৫০০ টাকা আয়ের সুযোগ তৈরি হতে পারে। বর্তমানে ব্যস্ততার কারণে প্যাকেটজাত মাছ এবং 'রেডি টু কুক' মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি প্যাকেটজাত মাছ এবং 'রেডি টু কুক' মাছের চাহিদা মেটানো সম্ভব বলে আশা করা যাচ্ছে।

মহানগরে

শঙ্কার সরণি

অসহায় পথচারীর প্রাণ যাওয়া সত্ত্বেও এই মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্তে এইভাবে খোলা পড়ে থাকে বিদ্যুতের হাই ভোল্টেজ বাক্স। ঠিক যেমনটি পড়ে রয়েছে দক্ষিণ–পশ্চিম কলকাতার ব্যস্ততম ডায়মন্ড হারবার রোড সংলগ্ন ঠাকুরপুকুর অঞ্চলের একটি ফুটপাথে। **ছবি : তাপস কুমার রায়**

রূপসী ফর্ম পাবেন বরোতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে পয়লা এপ্রিল থেকে চালু হওয়া রূপসী প্রকল্পের ফর্ম কলকাতা মহানগরে কলকাতা পুরসংস্থার শহরের বিভিন্ন জায়গায় থাকা ১৬টি বরো অফিসের নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে আগামী ১৬ এপ্রিল থেকে পাওয়া যাবে। ফর্ম পূরণ করে নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট যেমন– জন্মতারিখের প্রমাণ পত্র, বিবাহের আমন্ত্রণ পত্র, কন্যার নিজের নামের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের প্রমাণপত্র, কন্যার পরিবারের ইনকাম সার্টিফিকেট সমূহ ও আবেদন পত্রে ৫ জন স্থানীয় প্রতিবেশীর ঠিকানা সহ স্বাক্ষর করা ওই ফর্মটি যে বরো অফিসের নির্দিষ্ট যে কাউন্টার থেকে নিয়েছেন সেখানেই জমা করতে হবে।

সমস্ত শর্ত পূরণ করে আবেদন পত্র জমা করলে ফর্ম জমা করা মাত্র ৫ দিনের মধ্যে কন্যার নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এককালীন ২৫ হাজার টাকা ঢুকে যাবে বলে দাবি পুর কর্তাদের। স্মরণে রাখতে হবে, মেয়ের বয়স অবশ্যই ১৮ বছর এবং ছেলের বয়স অবশ্যই ২১ বছরের উর্দ্ধে হতে হবে। কন্যার পরিবারের অর্থাৎ কন্যার বর্তমান অভিভাবকের বার্ষিক আয় দেড় লক্ষ টাকা বা তারও কম হতে হবে। প্রসঙ্গত, একই পরিবারের একাধিক কন্যা এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন। তবে এক কন্যার বিয়ের জন্য একবারই আবেদন করা যাবে। পরিবারের দ্বিতীয় কন্যার বিয়ে নির্দিষ্ট তারিখের সঙ্গে যথেষ্ট ব্যবধান রেখে আবেদন পত্র জমা করতে হবে।

যাদবপুরে হনুমান জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমস্ত পারিপার্শ্বিক অস্থিরতাকে তোয়াক্কা না করে হনুমান জয়ন্তী পালন করল যাদবপুর বজরঙ ধাম। অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে হোম যজ্ঞের মাধ্যমে পূজিত ভক্তের ভগবান মহাবীর হনুমানের আরাধনায় যেন শান্তি–সম্প্রীতির বার্তা বহন করল, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষের সমাগম ঘটে। পুজো শেষে বহু মানুষের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

জিএসটি নিয়ে পুস্তক প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জিএসটি নিয়ে সহজবোধ্য ভাষায় দু'টি নতুন পুস্তক প্রকাশিত হল ১১ এপ্রিল কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বিশিষ্ট আইনজীবী সুবাস রায় সম্পাদিত এই পুস্তকটির প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ ব্রতীন সেনগুপ্ত, কলকাতা হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদক সুরঞ্জন দাশগুপ্ত। দুটি বইই জিএসটি সংক্রান্ত বিষয়ে সকলের কাজে আসবে বলে মনে করেন ওই সব বিশিষ্ট জনেরা। বইটি নিয়ে বেশ কিছু এদিনই ক্রয় করার পাশাপাশি বইটিকে সাধুবাদ জানান। **ছবি : উৎপল কুমার রায়**

সুয়ারেজ আর পিলারেই রুদ্ধ আদিগঙ্গা

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : কলকাতার খিদিরপুর হেস্টিংসের দইঘাট থেকে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়ার ঢালাই ব্রিজ দীর্ঘ প্রায় ১৫ কিলোমিটার আদিগঙ্গার বা টালিনালা। এই অংশটি কলকাতা পুর এলাকার মধ্যে প্রসারিত। দইঘাটের কাছে যেখানে টালি নালা হুগলি নদীর সঙ্গে মিশেছে, সেখানে জলের দিকে তাকালে সাদা চোখেই জলের রঙের তফাৎটা ধরা পড়ে। হুগলি নদীর জল খানিক ঘোলাটে আর আদিগঙ্গার জল সেখানে পাঁকের মতো কালো। একঝলক দেখলেই মনে হবে যেন কোনও নিকাশি নালা। হেস্টিংস থেকে গড়িয়া পর্যন্ত আদিগঙ্গার ওপর রয়েছে সর্বমোট ১৭টি সেতু। টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ পর্যন্ত মেট্রো রেলের জন্য এই আদিগঙ্গার ওপরেই ৩০০টি পিলার তৈরি করা হয়েছে। আর এই পিলারগুলির কারণে এই জলপথে কালীঘাটের পর থেকে আর নৌকা চালানো যায় না।

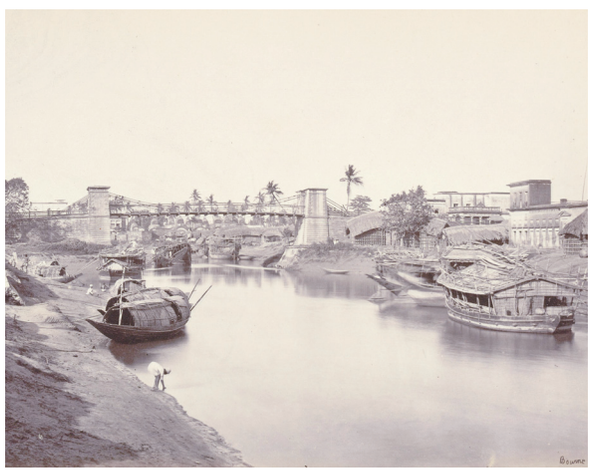

কলকাতা পুরসংস্থার বরো–৯ এর ৭১, ৭৩, ৭৫, ৮২; বরো–১০–এর ৮১, ৮৯, ৯৭, ৯৮,১০০; বরো–১১ এর ১১১–১১৪; বরো–১৩ এর ১১৫–১১৭; বরো–৮–এর ৮৩ নম্বর ওয়ার্ডসহ শহরের সেই ৩৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে অথবা কোথাও আংশিকভাবে ছুঁয়ে গিয়েছে এই টালিনালা। বর্তমানে কলকাতা আওতাভুক্ত এই টালি নালার সংরক্ষণের দায়–দায়িত্ব কলকাতা পুরসংস্থার ওপর অর্পিত হয়েছে। এই প্রকল্পের সঙ্গে পুর সুয়্যারেজ অ্যান্ড ড্রেনেজ সেক্টর, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সেক্টর, রিসাশিটেশন অ্যান্ড লাইনিং সেক্টর, রিসেটলমেন্ট অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেক্টর এবং আরএফডি সেক্টর ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলি জড়িত। 'প্রজেক্ট ডিজাইন কনসালট্যান্ট' টলি নালা প্রকল্পের একটি খসড়া ডিটেলস প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করেছে, যার আনুমানিক ব্যয় ১১৭৫.৪১ কোটি টাকা। এই খসড়া 'ডিপিআর'টি কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ পর্যালোচনা করে এবং গত বছরের ৮ মে 'ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা'র (এনএমসিজি) কাছে পেশ করেছে। 'এনএসসিজি' এই প্রকল্পের 'এএঅ্যান্ডইএস' তথা প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন বাবদ গত বছরের ১৭ আগস্ট ৩০৭.১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আনুমানিক ব্যয়ের মধ্যে ১৫ বছরের পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ও রয়েছে। হাইব্রিড অ্যানুয়িটি ভিত্তিতে 'পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ' (পিপিপি) মডেল অনুসারে এই প্রকল্প রূপায়িত হবে।বিডিং পদ্ধতি ত্বরান্বিত করতে হাইব্রিড অ্যানুয়িটি ভিত্তিতে পিপিপি মডেল অনুসারে দরপত্রের বিডিং ডক্যুমেন্ট তৈরি করার জন্য টলি নালা প্রকল্পে পিপিপি ডিজাইন অ্যান্ড ট্রানজাকশন অ্যাডভাইসরি সাপোর্ট হিসাবে এনএমজিসি একজন পরামর্শদাতা নিয়োগ করেছেন, যাতে উপযুক্ত ও সম্পদশালী ঠিকাদার নির্বাচন করা সম্ভব হয়।

পুর টালি নালা প্রকল্প দফতর যে সমস্ত কাজ হাতে নিয়েছে ও তার সম্পন্ন করেছেন সেগুলি এরকম– অস্থায়ী শৌচাগার ভেঙে সেই স্থলে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ করে দূষণ মাত্রা হ্রাস করা। টালিনালার তীরে নিক্ষিপ্ত বর্জ্য এবং স্রোতে ভেসে আসা জলজ উদ্ভিদ অপসারণ করে টালিনালাকে নিরন্তর পরিচ্ছন্ন রাখা। অতীতে কলকাতা পুলিশের সহায়তায় নদী তীরস্থ খাটাল উচ্ছেদ করা। এদিকে পরিবেশকর্মীদের বক্তব্য, আজও কলকাতায় কমবেশি ৫০টি নর্দমা দিয়ে সরাসরি দূষিত জল টালি নালায় গিয়ে পড়ছে।

গ্রিন ইন্ডিয়ার জন্য গ্রিন ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : গোয়ালিয়র–বারাণসী বুন্দেলখন্ড এক্সপ্রেসে জানুয়ারি ২০১১–এর ৫৭টি বায়ো টয়লেট–এর ব্যবস্থা থেকে শুরু করে

মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত ভারতীয় রেল ট্রেনের কোচে প্রায় ১,২৫,০০০ টি বায়ো–টয়লেটের ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে ভারতীয় রেলের প্রায় ৬০% কোচে এই ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৭–১৮ বর্ষে ভারতীয় রেল কোচে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যায় বায়ো–টয়লেট–এর ব্যবস্থা করেছে যা নির্ধারিত লক্ষ্য ৪০,০০০টি বায়ো–টয়লেট–এর তুলনায় ৪০% এবং ২০১৬–১৭ বর্ষে ৩৪,১৩৪টি বায়ো–টয়লেট–এর তুলনায় ৬৪% বেশি।

বর্তমানে ভারতীয় রেল গ্রিন করিডোর হিসাবে ২৭টি শাখা চালু করেছে এবং ট্রেন পরিচালনা করছে। এই শাখাগুলিতে সকল ট্রেনই বায়ো–টয়লেট সম্বলিত কোচ সহ চলাচল করছে। এর ফলে, এই গ্রিন করিডোর ট্রেন থেকে মানব বর্জ্য সরাসরি রেল ট্র্যাকের উপর পড়ে না।

বায়ো–টয়লেট দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের উদ্যোগে ২০১৭–১৮ আর্থিক বর্ষে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে নির্ধারিত লক্ষ্য ৪০০টি কোচের স্থানে ৪৭৩টি কোচে বায়ো–টয়লেট–এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই বিষয়ে ভারতীয় রেল আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও এই প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করছে রেলের মূল্যবান গ্রাহকদের/যাত্রীদের সহযোগিতার উপর যাতে তাঁরা টয়লেট প্যান/বোল–এর ভিতরে কাগজ, বোতল, কাগজ বা প্লাস্টিকের কাপ, পলিথিন, ন্যাপকিন, ন্যাপি, কাগজ, গুটখার প্যাকেট, সিগারেট/বিড়ি ইত্যাদি না ফেলেন।

মৃগী সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মৃগী রোগ আজকাল অহরহ দেখা দেয়। এই রোগে রোগী যখন তখন আক্রান্ত হতে পারে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রাস্তাঘাটে আক্রান্ত হলে। এই রোগ নিয়ে সচেতনতা প্রয়োজন। তাই এই রোগ নিয়ে সম্প্রতি এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ বালগোপাল নায়ার, ডাঃ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ স্বপন মুখোপাধ্যায়।

দক্ষিণপূর্ব রেল

টিকিট চেকিংয়ে বিপুল আয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে তার চারটি ডিভিশন অর্থাৎ খড়্গপুর, আদ্রা, চক্রধরপুর এবং রাঁচি সহ সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কে বর্ষব্যাপী (২০১৭–১৮) টিকিট চেকিং অভিযান চালিয়েছিল।

অভিযান চলাকালীন, বিনা টিকিটে অথবা অবৈধ টিকিটে যাত্রা করার ৭,০৬,৮০৮টি ক্ষেত্রে ভাড়া এবং জরিমানা বাবদ ৩৪.৩৮ কোটি টাকা এবং আন–বুকড লাগেজের ক্ষেত্রে ৪.৭১ কোটি টাকা আদায় হয়।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টিকিট চেকিং অভিযানের মাধ্যমে ২০১৬–১৭ বর্ষে ৩৩.৩৩ কোটি টাকা আদায় করেছিল। ২০১৭–১৮ বর্ষে তা ১৭.৩% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯.০৯ কোটি টাকা হয়েছে। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর সহযোগিতায় দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের কমার্শিয়াল বিভাগ দ্বারা বিশেষ অভিযান চালানোর ফলেই এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে। এছাড়া এলাকা, যাত্রীদের উন্নত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং রেল অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সুরক্ষা বিভাগ চব্বিশ ঘন্টাই তৎপর। এছাড়াও বিশেষ এবং অপরাধমূলক সংবাদ সংগ্রহের জন্য সদর দফতর এবং চারটি ডিভিশন অর্থাৎ খড়্গপুর, আদ্রা, চক্রধরপুর এবং রাঁচি–তে পৃথক ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (সিবিআই) রয়েছে। বিস্ফোরক এবং অপরাধীদের সনাক্ত করার জন্য ডগ স্কোয়াডকেও কাজে লাগানো হয়।

বহু সংখ্যক ব্যক্তি বেআইনিভাবে রেলওয়ে এলাকায় বহু নিয়মবিরোধী কাজকর্ম করেন যেমন ছাদে এবং ফুটবোর্ডে যাত্রা, দালালি, মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কামরায় অনধিকার প্রবেশ, অনধিকার হকারি করা/মাল বহন করা, উত্যক্ত করা ইত্যাদি। ২০১৭–১৮ আর্থিক বর্ষে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনীর কর্মীগণ ৫১,৭৬৭ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে (রেলওয়ে অ্যাক্ট, ১৯৮৯–এর অধীনে) যার মধ্যে ৪২,৩৬০ জন ব্যক্তি অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে। রেলওয়ে এলাকায় বেআইনি কাজকর্ম করার জন্য সুরক্ষা বিভাগ জরিমানা এবং অর্থদণ্ড বাবদ ১,১০,৭৯,৮০৮ টাকা আদায় করেছে।

কলকাতা আর্ট ফেস্টিভ্যাল ২০১৮

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার ইএম বাইপাস সংলগ্ন একটি ক্লাবে 'বন্ধু এক আশা' আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী এক আর্ট ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করলেন বিশিষ্টরা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই বর্ষীয়ান মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা তথা বিধায়ক চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী, কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির এমএমআইসি দেবাশিস কুমার, প্রখ্যাত চিত্রকর শংকর ঘোষ, তবলা বাদক মল্লার ঘোষ, সংস্থার চেয়ারম্যান দীনেশ পোদ্দার, সংস্থার মুখ্য উপদেষ্টা সুদীপ্ত রায়চৌধুরী, সংস্থার সম্পাদক প্রীতম সরকার সহ অন্যান্যরা। এই চিত্র প্রদর্শনীতে ৩০ জনের

আঁকা ছবির সম্ভারে ছিল পরিপূর্ণ। এছাড়াও ছিল যোগেন চৌধুরী, শুভাপ্রসন্ন, ওয়াসিম কাপুর, সনাতন দিন্দা, সমীর আইচ, অতনু পালদের মতন বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা ছবি। সমগ্র চিত্র প্রদর্শনীতে অনিল কুমার যাদব, অনির্বাণ শেঠ, বাপ্পা হালদার, দেবাশিস সেন, দেবাশিস মল্লিক চৌধুরী, দীপক রায়, পরেশ সাহা, পাভেল ব্যানার্জী এবং ভানি চাওলার ছবি বিশেষভাবে মন কাড়ে। এছাড়াও সকলের ছবিই ছিল চোখে পড়ার মতো।

দ্বিতীয় দিন ১৩ তারিখ চিত্রকরদের নিয়ে কর্মশালার সাথে সাথে দুপুরবেলায় ছিল 'কলকাতার কড়চা'। আলোচনার বিষয় কলকাতার শিল্প–সংস্কৃতি–সিনেমা এবং আমরা। এ নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নির্বেদ রায়, রাজা সেন, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, নপরাজিত মুখোপাধ্যায় এবং কল্যাণ সেনবরাট। এছাড়াও এক বিশাল ক্যানভাসে শিশুরা নিজেদের মনের বহিপ্রর্কাশ ঘটায় রঙ তুলির মাধ্যমে। চলবে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত।

কর্মচারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় রেলওয়ে দ্বারা অতি উচ্চমানের পরিষেবা প্রদানের জন্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দায়িত্বপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত কর্মচরীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এক বৃহৎ কর্মচারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি 'প্রোজেক্ট সক্ষম' আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাফল্যের সাথে ট্রেন পরিচালনা এবং ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে নিয়মিত প্রযুক্তির উন্নতিই হল মূলমন্ত্র। উন্নত প্রযুক্তি দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং ব্যয় সাশ্রয় করে। বর্তমানে ভারতীয় রেলওয়ে প্রযুক্তি সন্ধানে স্থানে বিরাজ করছে।

কুমোরদের মাটির কাজে উৎসাহ দিচ্ছে কাশীনগর শিশুনন্দন

মেহেবুব গাজী

আমরা সুন্দরবন মানেই বুঝি কুমির–বাঘ বা ও জল জঙ্গলে চারিদিকে ঘেরা মানুষের জীবন। এখানকার মানুষের কখনো বাঘের সাথে লড়াই করে আবার কখনো কুমিরের সাথে লড়াই করে বাঁচতে হয়। আবার কখনো বা আয়লার মত প্রকৃতির অভিশাপ কে মাথায় নিয়ে চলতে হয় এদের জীবন। কিন্তু উৎসবের মাঝে আমরা দেখতে পাই অন্য এক জীবন। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে এখানকার মানুষদের বেছে নিতে হয় বিভিন্ন পেশাকে। আর সেই সব পেশার মাঝে গোটা সুন্দরবনে জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছেন কুমোররা। সুন্দরবনের কুমোরদের তৈরি মাটির পাত্র নির্মাণের ঐতিহ্য বহু দিনের। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সেই কুমোররা আজ গভীর সঙ্কটে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় প্লাস্টিকের দাপটে সুন্দরবনেও আজ মাটির তৈরি জিনিসের ব্যবহার কমতে চলেছে।

সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে মাটির থেকে প্লাস্টিকের ব্যবহার বেশি হচ্ছে। মানুষের মাটির তৈরি জিনিসের রুচি কমছে। গত এক বছর ধরে সুন্দরবনের কুমোরদের নিয়ে একটি সমীক্ষা করে রায়দিঘির কাশীনগর থেকে প্রকাশিত মহেশ্বতা পত্রিকা। সেই সমীক্ষাতে ধরা পড়ে কুমোরদের দুর্দশার চিত্র। মহেশ্বতা পত্রিকার পক্ষ থেকে সুন্দরবনের কুমোরদের নিয়ে মাটি দিয়ে আধুনিক পাত্র–সহ নানান সামগ্রী বানানোর কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। টেরাকোটা, সেরামিক্স কাজ শেখানো হচ্ছে। কাশীনগরে এই কর্মশালা শুরু হয়েছে। সুন্দরবনের ৫০ জনের বেশি কুমোর এই কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন। তাঁদেরকে প্রশিক্ষণের দায়িত্বে আছেন আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা যুবক কৃষ্ণেন্দু টিকাদার, সৌরভ,দীপঙ্কররা।

নিমপীঠ লোকমাতা রানী রাসমনি মিশন এর আর্থিক সহযোগিতায় এই কুমোরদের আধুনিকরণ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। এর পাশাপাশি কুমোরদের সামাজিক জীবনের অসম লড়াই এর উপর মাটির মানুষ নামক ৩৫ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র বানিয়েছেন রণজিত দেবনাথ। সুন্দরবনের বিভিন্ন দুর্গম দ্বীপে ঘুরে সেখানকার মানুষের জীবনের কাহিনী ছিল এই তথ্যচিত্রে। কর্মশালাতে এই তথ্যচিত্র দেখানো হয় কুমোরদেরকে।

কাশীনগরে শিশুনন্দনে প্রচলিত মাটির পাত্রের বদলে আধুনিক মাটির পাত্র তৈরি শেখাচ্ছেন আর্ট কলেজের শিল্পীরা। প্রশিক্ষক কৃষ্ণেন্দু বলেন, আমরা মুলত সুন্দরনবনের কুমোরদের নিয়ে কাজ শেখাচ্ছি, ওনাদের রক্তেই আছে মাটির পাত্র তৈরির সত্ত্বা। আমরা শুধু সেই সত্ত্বাকে একটু নতুন ফর্ম্যাটে ভেঙে দিচ্ছি।এই মাটির পাত্রগুলির চাহিদা আছে। বিদেশের বাজারেও পাঠানো যাবে।' পাথরপ্রতিমার নারায়ণ বেরা বলেন, আমারা বংশানুক্রমিক এই মাটির কাজ করি। কিন্তু গ্রামাঞ্চলেও আজকাল আর মাটির পাত্রের বাজার নেই। তাই এই কর্মশালায় যোগ দিয়েছি। নতুন কিছু শিখছি।' এই উদ্যোগের নেপথ্যে থাকা শিল্পী শতমুখী পরিবেশ কল্যাণ কেন্দ্রের প্রধান শিল্পী হলেন বিজেন্দ্র বৈদ্য ও রণজিত দেবনাথ। রণজিত দেবনাথ বলেন, সুন্দরবনের কুমোরদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে এই প্রয়াস। আমরা সুন্দরবনের সমস্ত দ্বীপে ঘুরে ঘুরে এদেরকে নিয়ে এসেছি। সরকারের কাছেও এঁদের জন্য আবেদন রাখব।'

শতমুখী পরিবেশ কল্যাণ কেন্দ্রের প্রধান বিজেন্দ্র বৈদ্য বলেন, আমরা সুন্দরবনের কুমোরদের এখানে রাকু ফায়ারিং থেকে সেরামিক্সের সমস্ত কাজটাই শেখাচ্ছি। তাদেরকে নিয়ে কাজের নতুন গতি, আর নতুন ভাবে মার্কেটিং করার জায়গা করে দিচ্ছি। তিনদিন ধরে আমাদের এখানে শেখানো হয়েছে। আগামীদিনে সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায়ে আমরা এধরনের কাজ চলবে।

মাঙ্গলিকী

‘কৃশাণু’ পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পালনের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবনীন্দ্র সভাঘরে ৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হলো উপরোক্ত অনুষ্ঠান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিল ‘শব্দের ঝংকার’ পত্রিকাগোষ্ঠী। সভাপতিত্ব করেন কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে কবি রথীন কর ও কবি সুনীল মুখোপাধ্যায়। ‘কৃশাণু’ পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত হরিপ্রসাদ ভৌমিক ও সম্পাদক প্রয়াত দীনেশচন্দ্র সিংহর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন ‘শব্দের ঝংকার’–এর সংগীত শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ : স্বাগতা পাল, সুদীপা মজুমদার, নীপা চক্রবর্তী, সুপ্রিয়া চক্রবর্তী, কাকলি চ্যাটার্জী। স্বাগত ভাষণ দেন পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক মনন দাস। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা প্রকাশ করেন সভাপতি। বউল দাস পাঁজার সঙ্গীতের পরে শুরু হয় কবিতাপাঠ। অংশ নেন ৬৪ জন কবি।

উল্লেখযোগ্য নাম শান্তা কর রায়, সুনির্মল বসু, স্বর্ণালী দে সোম, ঝুনু ভৌমিক, সুদীপা সাহা, বিজয় মাল, অমর কুমার দাস, ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, অম্বালিকা পাল চৌধুরী, আরতি দে, শিবশংকর বকসী, অঞ্জনা দাস, স্মৃতিমাধুরী দাস, সর্বানী দাস, চন্দ্রিকা ধর, প্রভাস ভদ্র, ডাঃ সমীর কুমার বেতাল, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার হালদার, সুদামকৃষ্ণ মণ্ডল, কার্তিক পাত্র, মৈত্রেয়ী গোস্বামী, ভীম ঘোষ প্রমুখ। সুচারু সঞ্চালনায় ছিলেন শান্তা কর রায়। সকলকে সুদৃশ্য স্মারক উপহার দেওয়া হয়।

সংযোজন ঃ একটি লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশ অনুষ্ঠানে যখন আর একটি বহুদিনের পথ চলা লিটল ম্যাগাজিন গোষ্ঠী উপস্থিত হন, অনুষ্ঠানে হাত মেলান, তখন তা বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার জগতটিকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে—‘‘সেইখানেতেই তোমার সাথে আমার যোগ’’... অভিনন্দন ‘কৃশাণু’ ও ‘শব্দের ঝংকার’ উভয় পত্রিকা গোষ্ঠীকে।

সঙ্গীতে প্রকৃতির মেলবন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোকাল মিউজিক বিভাগের দুইদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায় ২২ এবং ২৩ মার্চ ২০১৮। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দ্বারকানাথ মঞ্চে। সেমিনারের বিষয় ছিল প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর সঙ্গীতের প্রভাব।

সেমিনারের উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টস অনুসদের ডিন ডাক্তার দেবাশিস মণ্ডল এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগের প্রফেসর ডক্টর গৌতম নাগ, বাংলাদেশে রাজশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের প্রফেসর ডক্টর অসিত রায়, টিএফএন–এর অ্যাকাডেমিক ডিন অনিন্দ ব্যানার্জি, বাংলাদেশের রাজশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের গেস্ট প্রফেসর জনথ্রফ সকলেই এবষয়ে বক্তব্য রাখেন। এবং জনথ্রফ পিয়ানোর মাধ্যমে সকলের মন জয় করেন। এই সেমিনারটি আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল বর্তমানের শিক্ষার্থী এবং পণ্ডিতদেরকে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতে প্রকৃতি এবং পরিবেশের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ও পুনর্বিবেচনা করা। এছাড়াও আলোচনা হয় সঙ্গীতে পরিবেশের গুরুত্ব, সঙ্গীত সমাজে কতটা প্রভাব ফেলে, সঙ্গীত তৈরিতে প্রকৃতি কিভাবে সামিল হয়, সঙ্গীতে পরিবেশ ও প্রকৃতি কতটা প্রয়োজন।

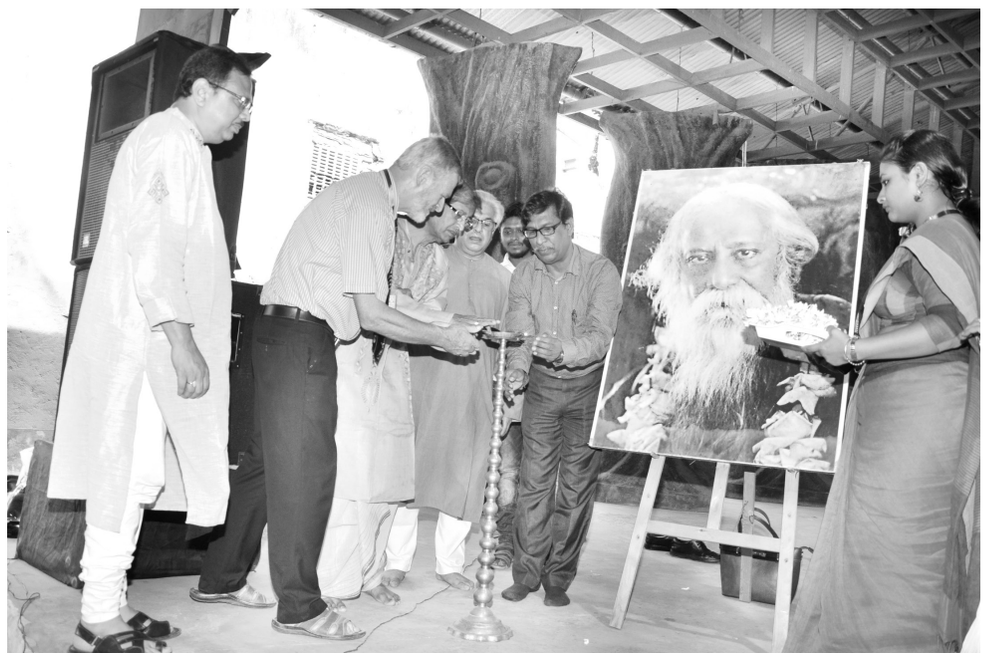

এছাড়াও ছিল সঙ্গীত কিভাবে আমাদের সমাজ তৈরি করেছে। সঙ্গীত, দর্শন এবং পরিবেশের ওপর কি প্রভাব ফেলেছে সে নিয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন সকল উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বেদ–এ প্রকৃতি সঙ্গীতের মেলবন্ধন আলোচনা করা হয়। সামাজিক পরিবেশে সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্টরা।

রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকৃতিকে আমরা সবসময় খুঁজে পেয়েছি। বিভিন্ন প্রকৃতিকে বিভিন্নভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন আমাদের মনের মধ্যে। এমনকী সমাজ গঠনেও সঙ্গীত প্রধান হাতিয়ার হিসেবে একেক সময় উঠে এসেছে। ইতিহাসের পাতায় সেইসব ঘটনার সঙ্গীতের কথাও আমরা পাই। এমনকী স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েও সঙ্গীত মনের জোর বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন জ্বালাময়ী সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে।

শেষদিন এক সঙ্গীতের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, উপস্থাপন করেন বিপ্লব মুখার্জি, তবলায় ছিলেন শুভেন চ্যাটার্জি এবং হারমোনিয়ামে সঙ্গত করেন হিরন্ময় মিত্র। বাঁশি বাজান রনু মজুমদার, তার সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করেন রহেন ঘোষ, এবং সবশেষে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীদের সংশাপত্র তুলে দেওয়া হয়। দুদিনই স্বাগত ভাষণ এবং অন্তিম ভাষণ প্রদান করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোকাল মিউজিক বিভাগের এবং সেমিনার কোয়ার্ডিনেটর ডক্টর কঙ্কনা মিত্র।

অন্যরকম

এক অন্য ‘সুজাতা’র গল্প

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

সাধনাদীর্ণ মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেবকে সুস্বাদু পায়েস ভক্ষণ করিয়ে সেবা করেছিলেন সুজাতা। এ এক অন্য সুজাতার গল্প। চোখে ছিল অগাধ স্বপ্ন, হৃদয়ের গভীর গহনে ছিল পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি সেবার প্রবণতা। বজবজের বিড়লাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, দুই কন্যা এক বছরের সম্পূর্ণা আর পাঁচ বছরের সম্বুদ্ধা সেদিন জানতেও পারেনি তাদের স্নেহময়ী মাকে চলে যেতে হবে এতো দ্রুত। পিজি হাসপাতাল থেকে দেওয়া ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা ছিল ৩৯ বছরের সুজাতা চৌধুরীর মৃত্যুর কারণ পেসমেকার ফেলিওর। ২০০১–এর ১৩ আগস্টের সেই ঘন কালো দিনে স্বামী সোমনাথ উদ্‌ভ্রান্তের মতো বিচার চেয়ে ফিরেছেন সর্বত্র। লাইফ টাইমের পেস মেকার এক বছরে স্তব্ধ হয় কীভাবে? তবে কী নিছকই চিকিৎসা বিভ্রাট তার কাছ থেকে অকালে অসময়ে ছিনিয়ে নিল সুজাতাকে? সেদিন আজকের মতো মূল স্রোতের মিডিয়া এত সক্রিয় ছিল না। নইলে হয়তো বা বিচার মিলতো।

শোককে সংযত ও সংহত করে সুজাতার স্মৃতিকে নিয়ে সৃষ্টিধর্মী কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। মাতৃহারা দুই সন্তানকে মানুষ করার পাশাপাশি সমাজে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংবেদনশীল মানুষজনকে এক করলেন সুজাতা চৌধুরী ফাউন্ডেশন গড়ার মাধ্যমে।

যেহেতু সুজাতা শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাই প্রতি বছর নির্বাচিত এক ডজন শিক্ষক শিক্ষিকাকে সম্বর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি কৃতী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা চালিয়ে যেতে থাকে এই ফাউন্ডেশন। ইতিমধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের শ্যামবাটির কাছেই একফালি বাগান সহ একটি তিনতলা বাড়ি সুজাতার নামে উৎসর্গ করা হয়।

সেখানে বাংলার বিভিন্ন মানুষজন, বিশেষ করে কলকাতা থেকে শিল্পী, শিক্ষক, সাংবাদিকরা মাঝে মাঝেই আসর বসান গান আর কবিতার। বাড়িটির তেতলায় সংরক্ষিত হয়েছে একটি কক্ষ সুজাতার স্মৃতিতে নানা সামগ্রী। গান কবিতার ভক্ত সুজাতার নানা লেখা, নানা স্মারক ছড়িয়ে আছে সুজাতাময় ওই কক্ষটিতে। আগামী দিনে সুজাতা ফাউন্ডেশন সমাজের আরও বৃহত্তর বৃত্তে কাজ করবে বলে প্রত্যাশা শুভাকাঙ্ক্ষী সকলেরই।

সেবা ফার্মাস–এ সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৭ এপ্রিল গোবরডাঙা সাধুখাঁ পাড়ায় গোবরডাঙা সেবা ফার্মাস–এর ত্রিতলে এক মনোজ্ঞ সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরহিত্য করেন ‘যমুনামতী’ পত্রিকার সম্পাদক সরোজকান্তি চক্রবর্তী। এছাড়া প্রধান অতিথি পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অধ্যাপক বিজনকান্তি নন্দী। ফার্মাস–এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার, উৎপলকান্তি দত্ত প্রমুখ। স্বাগত ভাষণে গোবিন্দবাবু দুঃস্থ বৃদ্ধবৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী, দুঃস্থ ছাত্র–ছাত্রীদের বিভিন্ন সেবা ও সহায়তা দানের কথা কথা বলেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী দুলালী দাস ও মিঠুন মুখোপাধ্যায়। স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি পাঁচুগোপাল হাজরা। শ্যামাপ্রসাদ দাস, প্রতাপ মোহন চট্টোপাধ্যায়, পলাশ মণ্ডল, নিত্যানন্দ মিস্ত্রী, নবকুমার বিশ্বাস, মমতা বর্মন, সুব্রত সাহা, তপন বিশ্বাস, অলোকানন্দ বসু, কৃষ্ণ প্রসাদ ব্রহ্ম, তপনকুমার সরকার, স্বপন হালদার প্রমুখ। ছোটগল্প পাঠ করেন ঋতুপর্ণ বিশ্বাস ও সরোজকান্তি চক্রবর্তী। আবৃত্তিতে দীপশিখা ঘোষ ও সায়ন্তনী সাহা প্রশংসনীয়।

কবি ও গীতিকার অমলচন্দ্র মণ্ডলের কবিতা ও পাঠ ভাল লাগে। আঞ্চলিক ইতিহাস ও কবিতা সাহিত্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে পবিত্রবাবু ও বিজনবাবু। এছাড়া শিশুদের উপযোগী পরামর্শ দেন ফার্মাস–এর পরামর্শদাতা উৎপলকান্তি দত্ত, তিলক মুখোপাধ্যায়, গৌতম মিস্ত্রী প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি কবি সাহিত্যিক ও গবেষণ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের সঞ্চালনে বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

পত্র –পত্রিকা আলোচনা

এই ঘ্রাণ এই অভিমান

শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ / প্রকাশক – প্রিয়শিল্প প্রকাশন, যাদবপুর, কলকাতা– ৩২ / মূল্য ৮০ টাকা) – প্রায় ষাট–টির অধিক কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত । লেখিকার তৃতীয় গ্রন্থ । কবিতাগুলির সাবলিলতা ও সোজাসুজি পাঠকের মনে আলোড়ন তোলার ক্ষমতা লেখিকার মুন্সীয়ানার পরিচয় দেয় । সূচনার কবিতা আলোক শরীর পাঠকদের মানসিক প্রস্তুতি গড়ে দেয় ।

এছাড়াও আমানত, শব্দব্রহ্ম, অভিবাসন, অনধিকার, আধারশিলা, এখন নচিকেতা, পুনর্জন্ম, অলৌকিক আশ্রম, কবিতা তোমাকে দিলুম প্রভৃতি অনবদ্য কবিতার সম্ভার । জীবনের কথাই বারে বারে ফুটে উঠেছে এঁর কবিতায় । রয়েছে নারীর মুক্তি–কথাও অথচ কখনও তা কঠোর শব্দের আবরণে কর্কশ নয়কো ।

তোর দলবল নিয়ে তুই আয় / আমার হাত পায়ের শেকলটা খুলে দিয়ে যা ...(ত্রিবর্ণ) কিংবা মাতৃভাষার ওই ফেরিওয়ালারা ফুটিয়ে চলেছে / নিজেদের ভূমিজ ফসল শতদল .. (সূর্য উঠলে পদ্ম ফোটে) – এমন বহু মণিমানিক্য ছড়িয়ে রয়েছে বইটির পাতায় পাতায় । চমতকার ছাপা ও প্রচ্ছদ, তবে ছাপাখানার ভূত একেবারে রেহাই দেয় নি । উপশম কবিতায় (২৭ পাতা) কোষগ্রন্থ হয়ে গিয়েছে কোশগ্রন্থ ।

বিনীত দিনের স্রোত

(অরবিন্দ সরকারে–র কাব্য গ্রন্থ / প্রকাশক – লুব্ধক, কলকাতা–২৬ / সম্পাদনা– অরুণাংশু ভট্টাচার্য / মূল্য – ১৬০ টাকা) কবির এটি অষ্টম কাব্য গ্রন্থ । নানা রসের ও রঙের কবিতাগুচ্ছের মধ্যে প্রেমের কবিতাগুলি বেশি উজ্জ্বল ও আবেগঘন মনে হল । নিবিষ্ট নিভৃতে, তবু এসো, রাসমেলা, বৃষ্টির দিনে, ডাক, এসো, নাও, সোহাগ, টেলিফোন, দেখা, উজান ও এমনি আরো অনেক কবিতায় ছত্রে ছত্রে প্রেমের সৌরভে মুখরিত । একটি ওড়িয়া কবিতার অনুবাদ (জন্মদিন) করেছেন । প্রশংসনীয় প্রয়াস । বাংলা কবিতাও এভাবে অন্য রাজ্যের ভাষায় অনুবাদের প্রয়াস করতে পারলে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের স্বাদ অ–বাঙালীরাও পেতে পারবে । গ্রন্থটির ছাপা ও প্রচ্ছদ যথাযথ ।

এসো আমরা প্রেমের গান গাই

(দীপন সেনগুপ্তের আবৃত্তির সিডি / প্রকাশনা – গোল্ডেন ভয়েস এন্টারটেনমেন্ট, মূল্য ১২৫/–) – দীপনের প্রথম আবৃত্তির সিডি । সূচনায় প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী শ্রী প্রদীপ ঘোষ নিজকণ্ঠে আবৃতিকারের পরিচয় পর্ব শুনিয়েছেন । সেই পর্বটি বাচনগুণে শুনতে আগ্রহ জাগে, কিন্তু এই পর্বটি কি আর একটু সংক্ষিপ্ত করা যেত না ! মোট পনেরোটি কবিতার সিংঘভাগই কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । সঙ্গে আর যাঁদের কবিতা বেছে নেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন রবি ঠাকুর, অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত, দিনেশ দাশ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ । দীপনের কণ্ঠের মাধুর্য ও পরিবেশনায় নানা রসের এই কবিতাগুলির পুনর্জীবন হল । একটি চমতকার প্রয়াস ।

সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার একটি প্রেক্ষাগৃহে ‘গভীর গোপন বৃষ্টি’ ছবির প্রিমিয়ার শো–এ উপস্থিত ছিবর পরিচালক নরোত্তম প্রসাদ শীল ও ছবির নায়ক সমদর্শি দত্ত।

৮ এপ্রিল বোলপুরের শান্তিনিকেতনে ভূবনডাঙায় আয়োজিত দুই বাংলার ছড়া উৎসবে কবি নির্মলেন্দু গৌতম স্মৃতি পুরস্কার পেলেন এই সময় জনপ্রিয় তরুণ কবি ও ছড়াকার শঙ্কর দত্ত, তার হাতে স্মারক ও মানপত্র তুলে দেন ভ্রমণ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক বিশিষ্ট ভূপর্যটক ও সাহিত্যিক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, শিশু সাহিত্যিক কার্তিক ঘোষ প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু অ্যাডেমির ডিরেক্টর আঞ্জির লিটন সহ বাংলাদেশ থেকে আগত প্রায় ২০ জন কবি ও লেখক।

‘‘ভুলে কি গেছো এ এন!’

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জাদুকর)

‘বিলেট’ জাদু পত্রিকায় ২০০৮ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত একটি চিঠি :

‘আবেদন’

আমি জাদুকর স্টিভ নেলোর। বহুবছর আগে আমার ঘনিষ্ঠ জাদুকর বন্ধু ‘এ এন’–কে আমার ‘লিংকিং রিং’ খেলার সেটটি ধার দিয়েছিলাম ওর একটি জাদু প্রদর্শনীতে দেখাবে বলে। তারপর সেটটি ফেরৎ নিতে আমি ভুলে যাই। বন্ধু ‘এ এন’–ও সেটা ফেরৎ দিতে ভুলে যায় (আশা করি আমার এই ধারণাটাই ঠিক!)। তারপর ‘এ এন’–এর সাথে আমার আর যোগাযোগ নেই, সে এখন কোথায় থাকে তাও জানিনা। আমার খেলার সেটটির কি হল তাও জানিনা।

বন্ধু ‘এ এন’ কি সেটটি আবার ধার দিয়েছিলো অন্য কোনও জাদুকরকে? তাও জানিনা। তবে আমি সুনিশ্চিত আমার ওই বিশেষভাবে তৈরি লিংকিং রিং খেলার সেটটি কোথাও না কোথাও কোনও জাদুকরের জাদু সরঞ্জাম রাখার বাক্সে আছে। তাই সাধারণ ভাবে সব জাদুকরের কাছে আকুল আবেদন রাখছি। যাঁর কাছেই খেলাটি থাকুক সেটি ফেরৎ পেলে আমি সারা জীবনের মতন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। আর হাঁ তাঁর প্রতি আমার কোনও বিদ্বেষ থাকবে না!’

চিঠিটির শেষে পত্রিকার সম্পাদকের সংযোজন : এগিয়ে আসুন জাদুকর বন্ধুরা, খেলাটি স্টিভকে ফেরৎ দিয়ে জাদুকর সমাজকে বুঝিয়ে দিন, আমরা তঞ্চক নই!’

অনুবাদকের সংযোজন : উপরোক্ত ‘আবেদন’–এর চূড়ান্ত ফলাফল আজও জানা যায়নি– তবে ‘মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ’— তাই না?

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পান্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

রাসেলের সাইক্লোনকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিল বিনয় কুমারের নিম্নচাপ

অরিঞ্জয় মিত্র

আইপিএল যে আইপিএলেই আছে তার ফের প্রমাণ মিলল বিভিন্ন দল মাঠে নামার পর। বিশেষ করে কলকাতা নাইট রাইডার্সের উদ্বোধনী ম্যাচটা যেরকম জমকালো হল তাতে আশা জাগছে

অনেকটাই। এ আশা হল আরও উদ্দীপক ম্যাচ দেখার। যার জন্য মূলত হা পিত্যেশ করে বসে থাকে দর্শক। শুধু কি টিভির সামনে বসে ম্যাচ দেখা। নিজেদের জায়গায় ম্যাচ পড়লে অবশ্যই মাঠ উপচে খেলা দেখাও হয় সমানতালে। তাতে হোক না একটু দেরি করে বাড়ি ফেরা কুছ পরোয়া নেহি। আসলে এটাই হল আইপিএলের জৌলুস। যা বরাবর কানায় কানায় পরিপূর্ণ করে তোলে ক্রিকেটানুরাগীদের। আর কথায় বলে না, মর্নিং শোজ দ্য ডে। ঠিক সেই দুর্ধর্ষ শুরুটাই করেছে কেকেআর। অবশ্যই এর জন্য কৃতিত্ব দিতে হবে ক্যারিবিয়ান জাত স্পিনার সুনীল নারাইনের। গত কয়েক বছর এই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান তারকা হয়ে উঠেছেন অলরাউন্ডার। বস্তুত তাঁর ব্যাটিং দক্ষতার প্রথম বিকাশ ঘটে কেকেআর-এর প্রাক্তন অধিনায়ক গৌতম গম্ভীরের আমলে। ওপেন করতে নেমে সেসব সেশনে রীতিমতো ধমাকা মাচিয়ে দেন সুনীল। তারপর থেকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি নারাইনকে। এ বছরও শুরুটা এমন দুর্দান্ত হয়েছে যে এই টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা তারা সুনীল নারাইন হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। গৌতম গম্ভীরের পর কলকাতা নাইটরা যে একজন অসাধারণ অধিনায়ক হিসেবে দীনেশ কার্তিককে পেয়েছেন তা বলাইবাহুল্য। শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজে শেষ বলে ছক্কা মেরে দেশকে জেতানোর পর থেকে দীনেশ কার্তিক যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে উঠেছেন। এই নয়া দীনেশের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার ভাবমূর্তি প্রবলভাবে জানান দিচ্ছে। যার ওপর ভর করে কেকেআর যে এবারের আইপিএলে ফাটাফাটি কিছু করে দেখাবে তার ইঙ্গিত মিলেছে প্রথম ম্যাচেই। প্রথম ম্যাচে কার্তিক যেভাবে বোলিং পরিবর্তন করেছেন তাও সকলের নজর কেড়েছে। সেজন্যই বিরাটের বেঙ্গালুরু আটকে যায় অল্প রানে। বেশ কয়েক বছর পর আইপিএলের মূল স্রোতে প্রত্যাবর্তন ঘটানো চেন্নাই সুপার কিংস ও মহেন্দ্র সিং ধোনি প্রথম ম্যাচের নিরিখে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রীতি জিন্টার পাঞ্জাবও যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করছে।

দ্বিতীয় ম্যাচেই অবশ্য দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠল কেকেআরের। চেন্নাইয়ের মাঠে প্রথম ব্যাটে ২০০-র বেশি রান তোলার পর অনেকটাই নিশ্চিত লাগছিল নাইটদের মালিক শাহরুখ খানকে। বিশেষ করে সুনীল নারাইন জোড়া ছক্কার মাধ্যমে যে ঝড় তুলেছিলেন তাকেই রীতিমতো সাইক্লোনে পরিণত করেন ক্যারিবিয়ান আন্দ্রে রাসেল। রাসেলের মারা ১১ টি ছক্কার মধ্যে আবার তাঁকে সবচেয়ে নির্দয় লাগছিল স্বদেশীয় ব্র্যাভোর সামনে। এভাবে দুর্দান্ত একটা টার্গেট খাড়া করে দেওয়ার পরেও ম্যাচ যে চেন্নাই নিয়ে বেরিয়ে গেল তার জন্য সবাই বাপ-বাপান্ত করছেন বিনয় কুমারকে। সত্যি বলতে গিয়ে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজে ব্যাট হাতে ঝুলিয়েছিলেন বিনয় কুমার। দীনেশ কার্তিক না থাকলে সেদিন যে ভারত বাংলাদেশী টাইগারদের সঙ্গে এঁটে উঠত না, তাও জলের মতো পরিস্কার। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে কেকেআরকে শেষ করে দিল সেই 'ওয়ান অ্যান্ড অনলি' বিনয়। বস্তুত তার কুৎসিত বোলিংয়ের জন্য ধোনি ব্রিগেড এদিন হারা ম্যাচ জিতে নিল। প্রথম ম্যাচে তাঁর বোলিং পরিবর্তন তথা অধিনায়কত্বের জন্য লেটার মার্কস পাওয়া দীনেশ কার্তিক এই ম্যাচে ডাহা ফেল।

এর থেকেই প্রমাণ মিলল ক্রিকেট কতটা অনিশ্চয়তার খেলা। আন্দ্রে রাসেল ১১ ছক্কার সহযোগে যে ৮৮ রানের ইনিংস খেললেন তাকে এবারের আইপিএলের এখনও পর্যন্ত সেরা ইনিংস বলা যায় চোখ বুঝে। অথচ তাও জয়ী দলের শিরোপা পেল না কেকেআর। ছোটখাটো ভুলচুক পাহাড়ের মতো হয়ে হারিয়ে দিল কার্তিক বাহিনীকে। এখন যত তাড়াতাড়ি এ ম্যাচের ভুলের মাশুল দিয়ে মূলস্রোতে ফিরতে পারে নাইট রাইডার্স ততই ভালো। পাশাপাশি এটাও ঠিক যথেষ্ট উত্তেজনাকর ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে এবারের আইপিএল। এই দমটা থাকলে খেলার মান যে আরও আকর্ষক হবে তা বলাইবাহুল্য।

ক্যারাটেতে অভিমুখ অভিরূপের

রিম্পি ঘোষ : সম্প্রতি রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ক্যারাটেতে রূপো জিতে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে কোন্নগরের বাসিন্দা অভিরূপ চক্রবর্তী। কোন্নগর নবগ্রামের বাসিন্দা বছর তেরোর অভিরূপ চক্রবর্তীর প্রায় চার বছর আগে ক্যারাটেতে হাতে খড়ি। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন কোন্নগর নবগ্রাম সেবক সংঘে কোন্নগরের জাপান শটোকান কানিনজুকো ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার ও মৌমিতা চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে অভিরূপের ক্যারাটেতে প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু। ২০১৪ সালে বীরভূমে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রূপো জেতে অভিরূপ। এরপর তাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি। মাত্র ৪/৫ বছরের প্রশিক্ষণেই জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ (২০১৪), পরের বছর জেলা স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা, ওই বছরই কাঁচরাপাড়ায় আয়োজিত রাজ্য স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে সোনা, ২০১৫ সালে কোন্নগরে মহাদেশ পরিষদে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে ব্রোঞ্জ, ২০১৬ সালে ওড়িশার কটকে আন্তঃ রাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা, ওই বছরেই কোন্নগর হাই স্কুলে আয়োজিত জেলা স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা, ২০১৬ সালেই হিন্দমোটর হাই স্কুলে আয়োজিত সারা বাংলা আন্তঃ বিদ্যালয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা ও ব্রোঞ্জ, পরের বছর ২০১৭ সালে শ্রীরামপুরে আয়োজিত জেলা স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রুপো, চলতি বছরে নবগ্রাম পঞ্চায়েতে আয়োজিত ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা, জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে ব্রোঞ্জ এইরকম অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে অভিরূপের ঝুলিতে। নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র অভিরূপের পরিবারে আছেন বাবা প্রদীপ চক্রবর্তী, ফার্নিচারের দোকানে কাজ করেন, মা রীতা চক্রবর্তী গৃহবধূ, ঠাকুরদা ও ঠাকুমা। ক্যারাটের বাইরে ফুটবল হল অভিরূপের প্রিয় খেলা। প্রিয় ফুটবলার আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি। অবসর সময় কাটান অরিজিৎ সিং ও শ্রেয়া ঘোষালের গান শুনে। বড় হয়ে অলিম্পিকে দেশের হয়ে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চায় অভিরূপ।

রামপুরহাটে সংবর্ধিত সামিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩১শে মার্চ দুপুর একটা পনেরো নাগাদ রামপুরহাট জংশন রেলস্টেশনে হরিয়ানায় স্বর্ণপদক জয়ী তারকা সামিমা খাতুনকে সংবর্ধনা দিলো রামপুরহাট কংগ্রেস। গত ২৫ থেকে ২৯শে মার্চ হরিয়ানা রাজ্যের পাচঁকুল্লায় অনুষ্ঠিত '১৮তম জাতীয় প্যারা অ্যাথলিট চ্যাম্পিয়নস ২০১৮' -য় সোনার পদক জিতেছিলো বীরভূম জেলার অ্যাথলিক সামিমা খাতুন। সামিমা খাতুন চারশো মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক, দুশো মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক এবং একশো মিটার দৌড়ে রুপোর পদক জয়লাভ করে। কলকাতার রুবিয়া চ্যাটার্জী 'ডিসকাস থ্রো' ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। কলকাতার সাহেব হোসেন একশো, দুশো এবং চারশো মিটার দৌড়ের তিনটে ইভেন্টে তিনটি রুপোর পদক জয়লাভ করেছে। কোচ বদরুজ্জোহা শেখের কাছ থেকে এই তথ্য জানা যায়। গত ৩১শে মার্চ দুপুরে রামপুরহাট জংশন রেলস্টেশনে

পুষ্পস্তবক, মিষ্টির প্যাকেট সামিমার হাতে তুলে দেন রামপুরহাট কংগ্রেস পরিচালিত হকার্স অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি অতুলচন্দ্র দাস। 'সামিমা খাতুন স্বাগতম স্বাগতম' স্লোগানে আকাশে বাতাসে মুখরিত হয়। গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয় তাকে। সংবর্ধনা পেয়ে আপ্লুত সামিমা এবং তার কোচ বদরুজ্জোহা শেখ। উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট যুব কংগ্রেস সভাপতি আঙ্গুর মিঞা,বরকতউল্লা সাহেব।

সুপার কাপ ঘরে তোলা চ্যালেঞ্জ কলকাতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : যাবতীয় জল্পনাকে উড়িয়ে ফের কলকাতা বোঝালো ফুটবলে এখনও বাংলাই দেশের সেরা। যতই নতুন ক্লাব উঠে আসুক না কেন, কলকাতার বড় দলগুলি নিজেদের আধিপত্য মেলে ধরতে কখনও পিছপা হয় না। আইএসএল (ইন্ডিয়ান সকার লিগ) ও আইলিগ সেরাদের টুর্নামেন্ট সুপার কাপের চারটি দলের মধ্যে সহজেই জায়গা করে নিল ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। এরমধ্যে ইস্টবেঙ্গলকে সেমিফাইনালে লড়তে হবে শক্তিশালী গোয়া এফসির সঙ্গে। যারা ইতিমধ্যেই আইএসএলের অন্যতম সেরা দল হিসেবে নিজেদের জানান দিয়েছে। অপর সেমিফাইনালে খুব সম্ভবত মোহনবাগান মুখোমুখি হতে চলেছে এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম সেরা দল বেঙ্গালুরু এফসির। শেষপর্যন্ত যদি আইএসএলের হিরোদের কুপোকাত করে সুপার কাপ ঘরে তুলতে পারে কলকাতার কোনও একটি প্রধান

তবে তা হবে অন্যতম সেরা স্বীকৃতি।

ফুটবলে কলকাতা যে দেশের মক্কা তা নিয়ে কিছুদিন আগেও দারুণ চর্চা চলত। গড়ের মাঠে তো বটেই, অলিতে-গলিতে, চায়ের দোকানে পর্যন্ত আলোচনা হত কলকাতার এই ফুটবল গরিমা নিয়ে। এটাই যেন গত কয়েক বছর ধরে রীতিমতো হারিয়ে যেতে বসেছে। একটা সময় কলকাতার এই গৌরবকে হাইজ্যাক করতে দেখা গিয়েছিল গোয়ার ফুটবল দলগুলিকে। এখন গোয়ার আধিপত্য কমলে কি হবে, সে জায়গায় নতুন করে থাবা বসিয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি, মিনার্ভা এফসি, আইজল এফসির মতো দল। শুধু পেশাদার দলের পরিচয়ে নয়, আই লিগে কলকাতার প্রধানদের মুখের গ্রাস গত কয়েক বছর ধরে কেড়ে নিতে দেখা যাচ্ছে এদের। তার মধ্যে একমাত্র মোহনবাগান গত কয়েক বছর তুল্যমূল্য লড়াই তুলে ধরতে পেরেছে বেঙ্গালুরু-আইজলদের সামনে। পুরস্কার হিসাবে একবার এর মধ্যে আইলিগ জিততে পারলেও অন্যবারগুলি টেক্কা দিয়ে গিয়েছে সেই আইজল-বেঙ্গালুরুরা। আর কলকাতার অপর প্রধান ইস্টবেঙ্গলের অবস্থা তো আরও সঙ্গীন। বিগত আই লিগে অবশ্য মরণ কামড় দিয়ে জেগে উঠতে দেখা যায় লাল-হলুদ ব্রিগেডকে। কিন্তু ফল হয়েছে সেই শূন্যই। বরং শেষ ল্যাপে মোহনবাগান ফের তাদের এই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এমনকি নিজেদের মধ্যে আইলিগের দু-দুটি সাক্ষাতেই জয়ী হয়েছে বাগান। তাও কাজের কাজ কিছু অবশ্য হয়নি। কারণ বেঙ্গালুরুর পর আইজল হয়ে এবার আবার নতুন শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে পাঞ্জাব কেশরী মিনার্ভা এফসি'র।

সামালিতে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিষ্ণুপুরে সামালি মোল্লপাড়া যুবক সংঘের পরিচালনায় গত ২ এপ্রিল রবিবার অনুষ্ঠিত হয় জমজমাট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ফাইনালে বিজয়ী হয় কদমতলার তামান্না নাইন স্টার ক্লাব। রানার্স হয় রিয়ানা নাইন স্টার ক্লাব। ফাইনালে দেওয়া হয় নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির চ্যাম্পিয়নস কাপ। ছবিতে কাপ নিয়ে আনন্দে মেতেছে বিজয়ী দল।

মনের খেয়াল

টপার

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

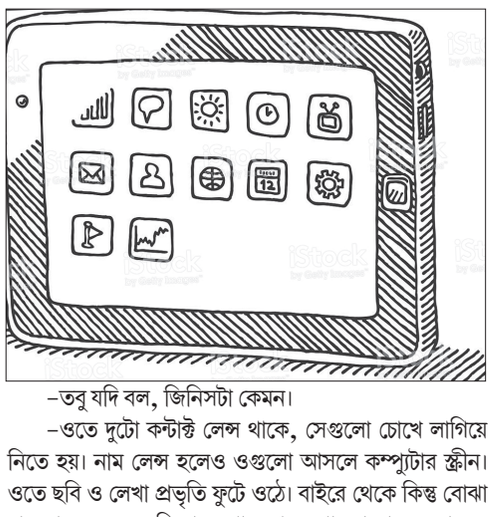

প্রফেসর দেবনাথের মেলবক্সে ভাইপোর চিঠি। প্রজ্ঞান লিখেছে, সরি, কাকু, অনেকদিন তোমায় মেল করি নি। তুমি তো জানো সি বি এস ই বোর্ডে আমি এবার ক্লাস টেনের পরীক্ষা দেবো। আমি পড়াশোনায় খুব একটা খারাপ না। কিন্তু, আরও ভাল করতে চাই। কিন্তু, কিছুতেই আর এগোতে পারছি না। তুমি যেহেতু, বেশ উন্নত এক দেশে থাকো এবং তোমার অনেক অভিজ্ঞতা, আমার বিশ্বাস, তুমি আমায় সাহায্য করতে পারো। তাড়াতাড়ি পড়তে শেখার যে যন্ত্রটা তুমি সেবার আমার জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলে, সেটা আমার ভীষণ উপকারে লেগেছে। সেরকম কিছু কি নেই পরীক্ষায় ভালো নম্বর তোলার ব্যাপারে?

প্রফেসর ভাইপোকে ফোন করলেন, ছটকু, তোর ইমেল পেলাম, আচ্ছা, তুই কি, সংক্ষেপে একটু বলবি, পরীক্ষায় ঠিক কী ধরণের অসুবিধা তোর হয়? কেন ভালো নম্বর ওঠে না? হ্যাঁ বলছি, একটু ভেবে নিয়ে ছটকু বলতে থাকে, পরীক্ষার সময় না হঠাৎ করে মস্তিষ্কটা কেমন ফাঁকা হয়ে যায়। জানা জিনিসটাও কেন যেন মনে পড়তে চায় না। আমার সবই জানা, অথচ ধরতে পারি না। কেউ ধরিয়ে দিলেই কিন্তু আমি উত্তরটা লিখতে পারি।

-বুঝলাম তোর ব্যাপারটা। আমি লেকচার দেবার সময় হাতে কয়েকটা কার্ড রাখতাম। মাঝে মাঝে এক পলক দেখে নিতাম, তাতে খুব সুবিধা হত। এখন অবশ্য নূতন এক পদ্ধতি ব্যবহার করি।

-সেটা কী কাকু?

-শোন আমি তোকে অনলাইন স্টোরের একটা লিঙ্ক পাঠাচ্ছি। ওখানে 'স্মার্ট কিউ' এই নামে অনুসন্ধান করলে সব জেনে যাবি। বাবাকে বলবি, কিনে দিতে।

-তবু যদি বল, জিনিসটা কেমন।

-ওতে দুটো কন্টাক্ট লেন্স থাকে, সেগুলো চোখে লাগিয়ে নিতে হয়। নাম লেন্স হলেও ওগুলো আসলে কম্প্যুটার স্ক্রীন। ওতে ছবি ও লেখা প্রভৃতি ফুটে ওঠে। বাইরে থেকে কিন্তু বোঝা যায় না যে ওতে ছবি বা লেখা দেখতে পাওয়া যায়। মজা হল চোখ পিট পিট করে স্ক্রীনের বিষয় বস্তু নির্বাচন করা সম্ভব। ইচ্ছা করলে ঐ স্ক্রীনে বই পড়া যায়। বিভিন্ন ছন্দে আর কোডে লেন্স দু'টোকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যেমন চোখ দুটো বন্ধ করেই যদি খোলা হয়, তা হলে ডিট অর্থাৎ শূন্য, আবার কিছুক্ষণ বন্ধ করে চোখ খোলার অর্থ ডা অর্থাৎ এক। আমি যেটা করি তা হল এই। আমি যেগুলো মনে রাখতে পারি না সেগুলো ওদের ওয়েবসাইটে আপলোড করে দিই। প্রয়োজনের সময় চোখের কোডের সাহায্যে ওগুলো কন্টাক্ট লেন্সে ফুটিয়ে তুলি।

-আমাকেও তাই করতে হবে?

-অন্যের তৈরি করা নোটস্ ব্যবহার করা যায়, কিন্তু নিজের নোটস্ ব্যবহার করা বেশি ভালো। তাছাড়া নোটস্ তৈরি করার সময় শেখার কাজটাও হয়ে যায়। যারা পড়াশোনায় ভালো তারাই শুধু এই লেন্স ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। একটা কথা মনে রাখিস, ফাঁকি দিয়ে কোনও ভালো কাজ হয় না। আর, এই লেন্সের বিষয়টা একদম গোপন রাখবি। প্রথম প্রথম খুব ভালো পরীক্ষা দেবার প্রচেষ্টা নিবি না। তাতে অনেকের সন্দেহ হতে পারে।

-হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি।

প্রজ্ঞানের বাবা ঐ জিনিসটা ওকে কিনে দিয়েছেন। স্কুলে প্রজ্ঞান সাধারণতঃ পঞ্চম স্থান অধিকার করত, ঐ কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার শুরু করার পর স্কুলের পরীক্ষায় ও প্রথমে চতুর্থ হল। পরের পরীক্ষায় তৃতীয়। সি বি এস ই বোর্ডের প্রথম বোর্ডের পরীক্ষায় সারা দেশে ওর স্থান হল ১৫০।

সি বি এস ই বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় সারা ভারতবর্ষে ও নবম স্থান অধিকার করতে সক্ষম হল।

প্রজ্ঞানকে 'স্মার্ট কিউ' কোন শিখরে পৌঁছে দেয়, সেটা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

পালতুলে চলে ওই নৌকা...

আরাত্রিকা ভৌমিক, কে. জি, কিশলয় শিশুশু বিদ্যালয় সালকিয়া, হাওড়া

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com